ভারতে সন্ত্রাসবাদ

স্যার চার্লস টেগার্ট

অনুবাদ ও সম্পাদনা
নন্দ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

শ্রীসৌরেন মুখোপাধ্যায়কে

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

Netaji Through German Lens

জার্মানীর চোখে নেতাজী

বিবেকানন্দের আলোয় সুভাষ

Vivekananda's Influence On Subhas

Subhas Chandra Bose : The British Press, Intelligence and Parliament

Sri Ramakrishna in the eyes of Brahma and Christian Admirers (Edited)

Sri Sarada Devi—Consort of Sri Ramakrishna (Edited)

Sri Ramakrishna : His Life and Sayings—Max Mueller (Edited)

Keshub Chunder Sen—Max Mueller (Edited)

I Point To India—Max Mueller (Edited)

মুখবন্ধ

১লা নভেম্বর ১৯৩২ সালে স্যার চার্লস টেগার্ট, সি. এস. আই., সি. আই. ই., এম. ভি. ও., লণ্ডনের রয়াল এম্পায়ার সোসাইটির আমন্ত্রণে "ভারতে সন্ত্রাসবাদ" (Terrorism in India) এই শিরোনামায় যে বক্তৃতা দেন বর্তমান বইটি তার অনুবাদ। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন স্যার ষ্ট্যানলি জ্যাকসন যিনি বাংলার গভর্ণর ছিলেন।

স্যার চার্লস টেগার্ট ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসে ১৯০১ সালে যোগ দেন এবং প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে তিরিশ বছর এই বাহিনীতে ছিলেন। শেষ আট বছর তিনি কলকাতার পুলিশ কমিশনার ছিলেন। এরপর তিনি Secretary of State's Indian Council-এর সদস্য নিযুক্ত হন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা বৃটিশ শাসকদের দৃষ্টিতে ছিলেন সন্ত্রাসবাদী এবং তাঁদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়—"Terrorism as distinct from other revolutionary methods, such as Communism or the Ghadr Movement, may be said to denote the commission of outrages of a comparatively individual in nature. That is to say the terrorist holds the belief that Indian independence can best be brought about by a series of revolutionary outrages calculated to instil fear into the British official classes and to drive them out of India. He commits other outrages for the purpose of arms, for the making of Bombs and for the maintenance, of his party, hoping that the masses will be drawn to his support either by fear or admiration" (Terrorism in India, p.1—A Secret Publication of the Intelligence Bureau, Home Deptt., Govt. of India, 1937, Simla)

স্যার চার্লস টেগার্ট ছিলেন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের একান্ত অনুগত কর্মচারী। সুতরাং যে বিপ্লবীদের কর্মতৎপরতায়, স্যার টেগার্ট-এর কথায়, "সরকারী যন্ত্র অচল হবার মত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল" তাঁদের প্রতি তাঁর কোন শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৃষ্টিতে বিপ্লবীরা ছিলেন বিবেকহীন ও নিষ্ঠুর হত্যাকারী—বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। বিপ্লবীদের গভীর দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ তাঁর প্রশংসা অর্জন করেছিল এমন ধারণা করার মত কোন উক্তি এই বক্তৃতায় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁর মতে সন্ত্রাসবাদীরা ঘৃণা ও বিদ্বেষের বিষ ছড়িয়ে ছাত্র ও যুব সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছে এবং জনসাধারণকে ভীত ও সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। সুতরাং এই "খুনীর দল"কে দমন করাই তাঁর প্রধান কাজ বলে তিনি গণ্য করেন এবং ইংরেজ সরকারের নিপীড়ণ ও প্রচার যন্ত্রের সাহায্যে তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে বিশেষ সফলতা অর্জন করেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে কুখ্যাত স্যার চার্লস টেগার্টের এই বক্তৃতা প্রকাশের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায় যে, যাঁরা ভবিষ্যতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই উপেক্ষিত অথচ গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় নিয়ে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা করবেন তাঁদের সব তথ্যই জানা প্রয়োজন হবে। আমরা এ যাবৎ বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণ পড়েছি। এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও একথা সম্ভবত বলা যায় যে এই রচনাগুলির মধ্যে যতটা ভাবপ্রবণতা রয়েছে ততটা ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নেই। তথ্যগত বিভ্রান্তিও কোন কোন ক্ষেত্রে বর্তমান। এর অর্থ এই নয় যে সরকারী তথ্য নির্ভুল বরং সেখানেও অনেক ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটা স্বাভাবিক। তবু এই তথ্য জানার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না এবং সংগ্রাম যাদের বিরুদ্ধে তাদের কি দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সেটা জানারও দরকার আছে।

ইতিহাসের দিক থেকে এই বক্তৃতাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ টেগার্ট সাহেব পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন যে গান্ধীজীর নেতৃত্বে অহিংস-অসহযোগ ও আইন-অমান্য আন্দোলন নয়, বিপ্লবীরাই পরাক্রান্ত ইংরেজ শাসকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল ও তাঁদের মনে

ত্রাস ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে। স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের বিরাট অবদান পরোক্ষভাবে এই বক্তৃতায় স্বীকৃত। এই তরুণ বিপ্লবীদের দমন করতে ইংরেজ সরকার সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও যে হিমসিম খেয়েছিল সে ইতিহাসও এই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

গান্ধীজী পরিচালিত আন্দোলনের যে দুর্বলতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে Sir Richard Tottenhem-এর মন্তব্যের বেশ মিল লক্ষণীয়। Sir Tottenhem, Additionl Secretary, Home, Govt. of India, তাঁর পুস্তিকা, Has Congress Failed (1918-1938)-এ গান্ধীজী সম্পর্কে প্রশ্ন রাখেন—"Is it, or is it not a fact that none of the efforts of Mr. Gandhi and his followers has ever been successful or led to any tangible result except turmoil, disorder, violence and suffering ?...Has Mr. Gandhi ever carried to completion any task to which he has set his hand ? Has he not taken everyone of these projects to a certain point and left them unfinished ?"

যে-ভাবেই হোক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি হিসেবে বিপ্লব আন্দোলন দমনে স্যার চার্লস টেগার্টের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। কিন্তু তিনি এই বক্তৃতার কোথাও এই কৃতিত্বের দাবী করেন নি। বরং পুলিশ বাহিনীর ভারতীয় কর্মচারীদের ত্যাগ, সাহসিকতা ও আনুগত্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

তাঁর বক্তৃতায় বাঙালী জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে মন্তব্য তিনি করেছেন সেটা বিতর্কের বিষয় হলেও একেবারে অসত্য বা অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেওয়া বোধ হয় সম্ভব নয়।

বক্তৃতাটিতে যে সমস্ত ঘটনার ভাসা-ভাসা উল্লেখ রয়েছে 'অল্প কথায় তার বিবরণ যথা সম্ভব দিয়েছি যাতে প্রাসঙ্গিকতা বোঝা যায়। এ'ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্য তদানীন্তন গোয়েন্দা বিভাগের গোপন প্রকাশনায়, সরকারী নথিপত্রে ও চিঠিতে যে-ভাবে লিপিবদ্ধ

করা হয়েছে তার কিছু বাংলা ও ইংরেজী পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে সাধারণ পাঠক ও ভবিষ্যত গবেষকদের সুবিধার্থে।

অনবধনতাবশতঃ তথ্যগত কোন ভুল থেকে যেতে পারে। পাঠক-সমাজের কাছে অনুরোধ এরকম কোন ত্রুটি তাঁদের নজরে পড়লে বিনা দ্বিধায় যেন তাঁরা আমাকে জানান এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তা স্বীকার করবো। কয়েকটি ছাপার ভুল থাকায় আন্তরিক দুঃখিত।

এই প্রকাশনা সম্ভব হওয়ার জন্য আমি লণ্ডনের রয়াল এম্পায়ার সোসাইটির কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিকভাবে ঋণী। ইণ্ডিয়া অফিস রেকর্ড থেকে সংগ্রহ করা তথ্য ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে Controller of Her Majesty's Stationery Office আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী এবং রেকর্ডের ডাইরেক্টর, মিঃ বি. সি. ব্লুমফিল্ড (Mr. B. C. Bloomfield) এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের শ্রীমতী প্রতিভা বিশ্বাস ও অন্যান্য কর্মচারীদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি কারণ তাঁদের সহৃদয় এবং অকপট সাহায্য ছাড়া এই বই-এর প্রকাশ সম্ভব হ'ত না।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট্ অব কালচার, গোল পার্কের বরুণ মহারাজ ও শঙ্কর মহারাজ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যাঁরা আমাকে সর্বদা উৎসাহ দিয়ে থাকেন তাঁদের মধ্যে আছেন ডঃ সুব্রত গুপ্ত, ডঃ অমর পাল, ডঃ সুকুমার আচার্য, শ্রীমতী সিগ্‌লিণ্ডে-মুখার্জী (ভিলবার্জ), সর্বশ্রী সুব্রত গাঙ্গুলী, সুপ্রিয় বন্দোপাধ্যায়, তপন চট্টোপাধ্যায়, দেবেন চট্টোপাধ্যায়, অমল সেনগুপ্ত, অসীম রঞ্জন কর, ডি. এন. বক্সী ও শিবাজী গাঙ্গুলী।

ভারতের পরাধীনতা মোচনে বিপ্লবীদের মহান অবদানের কথা আমি বিশদভাবে জানতে পারি আমার দুই অগ্রজ শ্রীসৌরেন মুখোপাধ্যায় ও প্রয়াত সঙ্গীত-শিল্পী ও সুরকার শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। তাঁদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ।

১লা বৈশাখ — নন্দ মুখোপাধ্যায়

১৩৯০

ভারতে সন্ত্রাসবাদ

ভারতে সন্ত্রাসবাদী অপরাধ, এর উৎপত্তি ও বিস্তার এবং এর মোকাবিলায় যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সম্পর্কে আমি অল্প কথায় আপনাদের কিছু বলার চেষ্টা করছি। ইতিহাসের একটা ধারাবাহিকতা আছে, সেজন্য আজকের অবস্থা উপলব্ধি করতে হ'লে এই আন্দোলনের গোড়ার অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানা আবশ্যক। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এবং আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকুক এটা আমি চাই না। এই দুই আন্দোলনের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যদিও এদের দু'য়েরই উদ্দেশ্য সরকারকে অচল করা। আইন-অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। এই সর্ব ভারতীয় আন্দোলন অহিংসমূলক হোক এটাই এই আন্দোলনের স্রষ্টাদের অভিপ্রায়। এই আন্দোলন প্রচারমূলক— শোভাযাত্রা ও আইন-অমান্য ক'রে কাজে বাধা দানের ওপর নির্ভরশীল। এই আন্দোলনের অনুগামীরা অধিকাংশই অশিক্ষিত। সন্ত্রাসবাদের নেতারা আলাদা। যদিও আমি পরে দেখাবো, বাংলাদেশের কংগ্রেস সংগঠনে এদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। কর্মীরা সাধারণতঃ ছাত্র। সুখের বিষয় এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েনি ; এর সফলতা গোপনীয়তার ওপর নির্ভরশীল ; এই সংগঠন গুপ্তভাবে কাজ করে ; এর কোন বাহ্যিক লক্ষণ দেখা যায় না। এর প্রকাশ আচম্বিতে এবং শিকারের ওপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে, সম্ভব হ'লে পেছন থেকে এবং আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এই দুই আন্দোলনের মোকাবিলার জন্য জরুরি বিধি (অর্ডিনান্স) জারী ও সাধারণ আইনকে জোরদার করার প্রয়োজন বোধ হয়েছে। আইন-অমান্য আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় সম্প্রতি সারা ভারতে কয়েক হাজার মানুষকে বন্দী করা হয়েছে। আদালতে প্রকাশ্য বিচারের পর

এদের সবাইকে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এবং প্রচলিত সাধারণ আইনের সাহায্যেই এদের অর্ধেকেরও বেশী জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়েছে। প্রকাশ্য আদালতে বিচারের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কেন সম্ভব হয়নি সেকথা পরে বলবো। অগাষ্ট অবধি কোন সময়েই পনের'শোর বেশী রাজবন্দীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

আমি আপনাদের প্রথমেই বোঝাতে চাই যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন (আইন-অমান্য আন্দোলনের মতই) মূলতঃ হিন্দু আন্দোলন এবং এর স্রষ্টারা ও নেতারা সরকারী নীতি ও কাজের বিদ্বেষপরায়ণ ব্যাখ্যা ক'রে এর সমর্থক সংগ্রহ করেছে।

সন্ত্রাসবাদী এখন দৃঢ়ভাবে তার উদ্দেশ্য ঘোষণা করেছে—হত্যা ও শেষতঃ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বর্তমান সরকারকে উচ্ছেদ করা। সরকার এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান গ্রহণ করেছে। যে-কোন সরকারের এটাই মৌলিক কর্তব্য। আইন-সভায় যেমন বলা হয়েছে—এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে-কোন সুশৃঙ্খল সরকার ও সমাজের বিরুদ্ধে।

সন্ত্রাসবাদ বাংলায় শিকড় গেড়েছে। কিন্তু এর শুরু ভারতের অপর দিকে; ১৮৯৭ সালে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সর্বপ্রথম নৈরাজ্যবাদের কেন্দ্র স্থাপিত হয়। এই আন্দোলন অনুপ্রেরণা লাভ করে মারাঠা ব্রাহ্মণ, বাল গঙ্গাধর তিলকের নিকট যিনি, তাঁর পত্রিকা, কেশরী-র মাধ্যমে এই মতবাদ প্রচার করেন। ১৮৯৭ সালে পুণায় মারাত্মক প্লেগ রোগ মহামারী আকারে দেখা দেয় এবং সরকার অন্যান্য ব্যবস্থা ছাড়াও, বাড়ী-বাড়ী পরিদর্শনের এবং প্লেগ অধ্যুষিত বাড়ী বাধ্যতামূলকভাবে পরিত্যাগের ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়। তিলক সরকার-গৃহীত ব্যবস্থার অপব্যাখ্যা এবং অজ্ঞ জনসাধারণের মনে উত্তেজনা সৃষ্টি করার এক অপূর্ব সুযোগ পান। তিনি তাঁর পত্রিকায় সরকারী কর্মচারী ও সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ওপর দুরভিসন্ধিমূলক অত্যাচারের অভিযোগ করেন।

এই প্রচারের ফল সঙ্গে সঙ্গে ফলে। গভীর আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং প্লেগ কমিশনার মিঃ র‍্যাণ্ডকে, যাঁকে খবরের কাগজে এককভাবে দায়ী করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়, পুণার রাস্তায় হত্যা করা হয় এবং তাঁর সঙ্গে একজন বৃটিশ সামরিক অফিসারকেও, যিনি তাঁর পেছনের গাড়ীতে আসছিলেন।[১] রাজদ্রোহাত্মক প্রবন্ধ কেশরী পত্রিকায় প্রকাশের জন্য বিচারে তিলকের কারাবাস হয় এবং হত্যাকারী ও তার সহচরদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু যে দুই ভাই-এর দেওয়া সংবাদে হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করা হয় তাদের পরে খুন করা হয় এবং যে পুলিশ অফিসার অনুসন্ধানে অংশ গ্রহণ করেন তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই দণ্ডাদেশ আন্দোলনকে স্তিমিত করে, কিন্তু তিলক আগুন জ্বালিয়ে দেন এবং বাংলার বিপ্লবীরা একথা পরে উপলব্ধি করে যে তাদের হাতের সংবাদপত্র এক ক্ষমতাশালী অস্ত্র। দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে —এবার লণ্ডন যেখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। এই ঘটনাগুলোর পর এবং অংশত এই ঘটনাগুলোর জন্য বালিওলের স্নাতক ও ব্যারিষ্টার বোম্বাইয়ের এক যুবক কৃষ্ণভর্মা লণ্ডনে যান যেখানে ১৯০৫ সালে তিনি ইণ্ডিয়া হোম রুল সোসাইটি (India Home Rule Society) স্থাপন করেন। সময়ের অভাবে মোটামুটিভাবে এই আন্দোলনের কথা বলবো। কৃষ্ণভর্মা সমর্থক সংগ্রহ আরম্ভ করেন যার প্রধান ছিলেন বোম্বাইয়ের নাসিকের এক প্রতিভাবান ছাত্র বিনায়ক সাভারকার ইণ্ডিয়া হাউস (India House) নামে হাইগেটে তিনি এক গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন এবং ইণ্ডিয়ান সোসালজিষ্ট (The Indian Sociologist) নামে এক পত্রিকা চালু করে খোলাখুলিভাবে হত্যাকে সমর্থন করা হতে লাগলো। একই সঙ্গে গণেশ, বিনায়কের ভাই, নাসিকে এক গোপন সমিতি স্থাপন করে। দুটি দল ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে চলে এবং ষড়যন্ত্র দ্রুত বিস্তার লাভ করলো। নারকীয় যন্ত্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়া

হাউস-এ চরম প্ররোচনামূলক বক্তৃতা দেওয়া হ'তে লাগলো। এই ষড়যন্ত্রের ফলে আবার হত্যা শুরু হ'ল। রাজদ্রোহের অপরাধে ভারতে গণেশের বিচার হয় এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।[২] পরের মাসে ইণ্ডিয়া হাউস-এর সদস্য এক পাঞ্জাবী যুবক ভারতীয় ছাত্রদের ওপর, তার কথায়, অমানুসিক শাস্তি দেওয়ার প্রতিশোধ চরিতার্থের জন্য লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস-এর (India Office) রাজনৈতিক এডিক্যাম্প (Political Aide-de-camp) স্যার উইলিয়ম কার্জন উইলীকে হত্যা করে।[২ক] এই যুবক, মদনলাল ধিংড়া মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়। এসব ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে, কার্জন উইলীর বিরুদ্ধে তার কোন ব্যক্তিগত অভিযোগ ছিল না বরং উইলী তার এবং তার পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন। কৃষ্ণভর্মা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর যোগসাজস অস্বীকার ক'রে সংবাদপত্রে বিবৃতি দিয়ে এই কাজের সমর্থন করেন এবং হত্যাকারীকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন শহীদ বলে সম্মানিত করেন।[৩] ইতিমধ্যে গণেশ ভারতে বোম্বাই হাইকোর্টে আপীল করে। পরে ঐ বছরে তার আপীল অগ্রাহ্য হয় এবং এক মাসের মধ্যে আর একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। নাসিকের জেলা-শাসক, মিঃ জ্যাকশন, যিনি গণেশকে বিচারের জন্য চালান করেন, গুলীবিদ্ধ হয়ে খুন হন তাঁর সম্মানে আয়োজিত বিদায় গ্রহণ অনুষ্ঠানে। হত্যাকারী, যাকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, বলে যে গণেশকে দণ্ড দেওয়ার প্রতিশোধ নিতে সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।[৪]

লণ্ডনে কাজ চালানো খুবই অসুবিধাজনক হয়ে ওঠায় ইণ্ডিয়া হাউস-এর ষড়যন্ত্রকারীরা প্যারীতে চলে[৫] যায় এবং সেখানে তাদের পত্রিকা আবার চালু হয়। দুজন সদস্য পণ্ডিচেরী গিয়ে বিপ্লবী পত্রিকার প্রকাশ শুরু করে এবং সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এই প্রচারের ফলে মাদ্রাজের তিন্নেভেলীর জেলা শাসক, মিঃ আস্, নিহত হন।[৬] এই অপরাধ গুলোর জন্য দায়ী ইণ্ডিয়া হাউস গোষ্ঠী।

তারা বোমা ও বিস্ফোরক তৈরি করা সম্পর্কে যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশ করে, পুলিশ ভারতের নানা জায়গায় অনুসন্ধান চালিয়ে সেসব খুঁজে পায়। বাঙালী গোষ্ঠীর কাছেও এর কিছু পৌঁছায় যে সম্পর্কে আমি এখন কিছু বলবো। তারাও হত্যাকে প্ররোচনা দিয়ে পুস্তিকা প্রকাশ করে। ১৯১০ সালে বোম্বাইয়ে পৌঁছালে গ্রেপ্তার হয় এমন একজন সদস্যের কাছে পাওয়া পুস্তিকায় এই লেখা দেখা যায় "ইংরেজ ও ভারতীয় কর্মচারীদের আতঙ্কিত ক'রে তোল এবং নিপীড়নের যন্ত্র ভেঙে পড়তে আর বেশী দেরী নয়।" এবং আরও, "আমলাতন্ত্রকে অচল করতে এবং জনগণকে জাগিয়ে তুলতে বিচ্ছিন্ন হত্যাকাণ্ডের এই অভিযান সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়।" আর একটি ক্ষেত্রে, যেখানে এই গোষ্ঠী কাজ করে চলেছিল, তার উল্লেখ বাকী আছে। ১৯০৫ সালে অক্সফোর্ডে রাষ্ট্রীয় বৃত্তিভোগকারী চতুর পাঞ্জাবী যুবক হরদয়াল, যে পরে প্যারীতে বিপ্লবীদের সঙ্গে কাজ করে ও আমেরিকায় যায়। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় শিখ জনগণের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়ানোর জন্য সে তিন বছর ঘুরে বেড়ায়। সে একদল সমর্থক সংগ্রহ করে এবং "গদর" অর্থাৎ "বিদ্রোহ" নামে এক পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ করে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় প্রমাণিত হয় যে সানফ্রান্সিস্‌কোয় প্রকাশিত গদর পত্রিকা সর্বতোভাবে উত্তেজনা ছড়ায়-হত্যা ও বিদ্রোহে উস্কানি দেয় এবং হত্যা, বিপ্লব এবং বৃটিশ সরকারকে যে কোন উপায়ে উচ্ছেদের জন্য সকল ভারতীয়কে ভারতে যাওয়ার জন্য আবেদন জানায়। কানাডীয় অভিবাসন আইনে (Canadian Immigration Laws) বিক্ষুব্ধ শিখ অভিবাসীদের মধ্যে, যাদের অধিকাংশ ছিল অল্প শিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত, এই প্রচার মারাত্মকভাবে চলে। হরদয়ালের বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯১৪ সালের মার্চ মাসে নির্বাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জামীনে থাকাকালীন সে সুইজারল্যাণ্ডে পালায় এবং সেইসব ভারতীয়দের সঙ্গে যোগ দেয় যারা স্ব-পক্ষ ত্যাগ

ক'রে যুদ্ধের সময় শত্রুপক্ষের সঙ্গে কাজ করে। নিজে এক নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে গদর আদর্শে উন্মত্তদের পাঞ্জাবে ফিরে যাওয়ার উৎসাহ দেয়। হাজার হাজার প্রবাসী শিখ ১৯১৩-১৪ সালে ভারতে ফিরে আসে। পত্রিকার নামানুসারে তারা গদর দল বলে পরিচিত হয়। তাদের অভিযানের ইতিহাস নিয়ে একখানা বই লেখা যায়। তারা পাঞ্জাবে কতগুলো জঘন্যতম ডাকাতি ও খুন করে যা সেখানে এর আগে কখনো ঘটেনি। তাদের কর্মসূচীতে সৈন্যদের বিদ্রোহের পথে প্ররোচনা দেওয়া অগ্রাধিকার পায়। সৈন্যদের রাজভক্তিতে ফাটল ধরানোর চেষ্টায় তারা খুবই সামান্য সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু যে বীজ বপন করা হয়েছিল তার পরিণতি অনেক দুঃখজনক হ'ত যদি না ২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫ সালে একযোগে বাঙালী সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে বিদ্রোহের পরিকল্পনা সময়মত আবিষ্কৃত ও খণ্ডন করা হ'ত। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে ধন্যবাদ জানাই কারণ সেই অভিযান, মারাত্মক হলেও, তা ছিল ক্ষণস্থায়ী। ভারত রক্ষা আইন-এর (Defence of India Act) ফলে অর্জিত বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োগে ১৯১৫ সালের শেষ দিকে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

এবার আমি বাংলায় গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নিশ্চয়ই কিছু বলবো, কারণ সেটা আপনারা না বুঝলে আজকের অবস্থা ধারণা করতে পারবেন না। যে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি এতক্ষণ বলেছি তা বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। এবার আমরা বাংলার দিকে তাকাবো—যে ঘটনা ভিন্ন ধরনের যেহেতু ২৫ বছর পূর্বে শুরু এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে ও আজও বিশেষভাবে সক্রিয় এবং উত্তর প্রদেশে এই ধরনের ষড়যন্ত্রের প্রসার ঘটিয়েছে। ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী এবং পেশাদার ডাক্তার ঘোষের ছেলে বারীন্দ্র ঘোষ এই ষড়যন্ত্রের স্রষ্টা। বারীন ও তাঁর ভাই অরবিন্দের জন্ম ইংলণ্ডে। অরবিন্দ ইংলণ্ডেই বড় হন এবং পড়াশুনা করেন। যখন তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন তিনি তাঁর মাতৃভাষা ভুলে যান। সাহিত্যে তাঁর বিরাট

ব্যুৎপত্তি ছিল এবং কেম্ব্রিজে ক্ল্যাসিকাল ট্রাইপোস (Classical Tripos) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তিনি ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় পাশ করেন কিন্তু অশ্বারোহণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হন। এর ফলে বিরক্ত হয়ে তিনি ভারতে আসেন এবং বরদায় গায়কোয়াড় কলেজে উপাধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। ছোট ভাই বারীনের জন্ম ১৮৮০ সালে এবং একবছর বয়সে তাঁকে ভারতে আনা হয়। ১৯০১ সালে তিনি বরোদায় অরবিন্দের সঙ্গে যোগ দেন এবং তাঁর নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী সেখানে তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য কিছু করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি পরের বছর বাংলায় ফিরে আসেন এবং তিনি যে মতবাদ প্রচার করেন, তাঁর নিজের কথায়, তার উদ্দেশ্য হ'ল - "বিপ্লবের কাজে যুবকদের উৎসাহিত করা এবং দেশকে বিদেশী শাসনের নাগ-পাশ থেকে মুক্ত করা।" তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ায় তিক্ত হতাশা নিয়ে এক বছর পর বরোদায় ভাইয়ের কাছে ফিরে যান। প্রথমবার বাংলা সফরের সময় বারীনের প্রতি যে ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছিল তাতে অবাক হবার কিছু নেই। যে যুবকদের তিনি দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন তারা জঙ্গীবাদী জাতি নয়। তারা অনেকদিন শান্তিতে বাস করেছিল এবং তারা একথা বিশ্বাস করাব কোন কারণ খুঁজে পায় নি যে তারা কোনো অত্যাচারী ও স্বৈরতন্ত্রী শাসনে নিষ্পেষিত, যাকে বোমা ও রিভলবাবের সাহায্যে আক্রমণ করা উচিত এবং উৎখ্যাত করা সম্ভব। পাইকাবী হত্যার প্রচার এই অবস্থায় সম্ভব ছিল না। জনসাধারণকে উত্তেজিত করার জন্য অন্য কিছু প্রয়োজন। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগ এই সুযোগ এনেছিল। বারীন বুঝলেন অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে।

যেহেতু বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে চেষ্টা ক'রে ক্রমশঃ গড়ে তোলা হ'ল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, যদিও তার ভিত্তি আগেই স্থাপিত হয়েছিল এবং বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হওয়ার পরও চলেছিল, সে জন্য বঙ্গ-ভঙ্গ বলতে কি বোঝায় তা খুব অল্প কথায় ব্যাখ্যা করা

প্র য়োজন।[৭] যা ঘটেছিল তা হ'ল—৭ কোটি ৮০ লক্ষ লোকের বাস বেখাপ্পা আয়তনের বাংলা যার সঙ্গে যুক্ত ছিল বিহার ও উড়িষ্যা এবং শাসনভার ন্যস্ত ছিল একজন লেফটেনান্ট গভর্ণরের ওপর। যুক্তি সঙ্গত প্রশাসনিক কারণে একে ভাগ করা হ'ল বাংলা ও পূর্ব বাংলায় এবং দু'জন লেফটেনান্ট গভর্ণরের ওপর শাসনভার দেওয়া হয়। এই পরিবর্তন ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুই অংশের হিন্দু নেতারা তাদের বিক্ষোভ দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল। দুই প্রদেশ একত্র করলে হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠ ছিল কিন্তু দ্বিখণ্ডিত হওয়ার পর মুসলমানরা পূর্ব বাংলায় সংখ্যা গরিষ্ঠ হ'ল। এই আন্দোলন যে এত তিক্ততার সঙ্গে পরিচালিত হবে এ আশা কেউ করতে পারে নি এবং অবশেষে ১৯১১ সালে দিল্লীর দরবারে রাজ আদেশে দুই বাংলা একত্রিত হয়। আর একটি কারণ যা বারীনের পরিকল্পনাকে সাহায্য করে তা হ'ল রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জাপানের বিস্ময়কর জয়।[৮] তামাম এশিয়া বিস্মিত হয় এবং বারীন এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেন। তাঁর প্রথম সফরের তিন বছর পর বারীন যখন ফিরে এলেন, তিনি দেখলেন অভূতপূর্ব উত্তেজনা ও তিক্ততা বাংলাকে গ্রাস করেছে। একদা সম্পদশালিনী ও বিখ্যাত বাংলা তাঁর সন্তানদের প্রতিবাদ সত্বেও দ্বিখণ্ডিত! ইউরোপের অন্যতম এক বিচক্ষণ জাতির বিরুদ্ধে জাপান যে শক্তিমত্তার পরিচয় দেয় তার সঙ্গে তুলনা করা হ'ল বাঙালীরা যেভাবে অপমান সহ্য করলো তার। বাঙালীর কি ধর্ম নেই, দেশপ্রেম নেই! এই অনুকূল পরিবেশে বারীন দৃঢ় প্রতিজ্ঞা নিয়ে আবার চেষ্টা শুরু করলেন এবং বিকৃত ধর্ম ও সম-পরিমাণ বিকৃত দেশপ্রেমের ওপর ভিত্তি করে গুপ্ত সমিতিগুলো প্রতিষ্ঠিত করলেন যা আজ অবধি টিকে রয়েছে।

বারীন যাদের উদ্দেশ্যে প্রচার চালান সেই বাঙালী ছাত্রের মনস্তত্ত্ব আমরা এবার বিচার করবো। আমি মনে করি নীরস জলবায়ুর জন্য তার স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা ভারতের উত্তর অঞ্চলের

অধিবাসীদের থেকে নিকৃষ্ট। দারিদ্রের সঙ্গে অবিরাম লড়াই ক'রে তার পাণ্ডিত্যের প্রচেষ্টা পরীক্ষা পাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যা, কপালের লিখন অনুযায়ী তাকে সাহায্য করবে কোন উপজীবিকা বা কেরানীগিরি যোগাড় করতে। এ হিসেবে সে যদি যোগ্যতা অর্জন করেও তবুও সে দেখে চাকরী পাওয়ার সুযোগ কম। আপাত এই কারণে এবং আনুপাতিকভাবে যে স্বাস্থ্যকর আবহাওয়া এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যালয়গুলোতে আছে তার শিক্ষায়তনে সে পরিবেশের অনুপস্থিতি এবং যোগ্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মেলামেশার সুযোগের অভাবে সে হীনমন্যতায় ভোগে। সে অত্যন্ত স্পর্শকাতব, ভাব-প্রবণ ও উদার আবেগে ভরপুর। কিন্তু অতি সহজেই সে অপমানিত ও অবহেলিত বোধ কবে এবং তার আত্মসম্মানে আঘাত অতি সহজেই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তার ভাবাবেগ একবার জাগ্রত হ'লে বিপথগামী দেশপ্রেম সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। তার সেবার এত চাহিদা দেখে সে গর্ববোধ করে। যাঁরা দেশের স্বার্থে মৃত্যুবরণ করেছেন সেই তথা-কথিত বীরদের প্রশংসা তাকে অনুপ্রাণিত করে এবং তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে চায়। সরকারী নিপীড়ন এবং ঔদ্ধত্য সম্পর্কে সে যা শুনেছে তা বিশ্বাস করে, কারণ তার কোন প্রতিবাদ সাধারণতঃ সে শোনে নি।

কয়েকজন শিষ্য সংগ্রহ ক'রে বারীন, যাঁর সঙ্গে কলকাতায় তাঁর ভাই অরবিন্দ যোগ দেয়, "ভবানী মন্দির"[৭] নামে ১৯০৫ সালে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে। ভবানী দেবী কালীর আর এক নাম যিনি ধ্বংসের দেবী এবং শক্তি রূপিণী মাতা—হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী যাঁকে দেবতারা সৃষ্টি করেছিলেন সেই অসুরদের দমনের উদ্দেশ্যে যারা দেবতাদের রাজত্ব জোর করে অধিকার করে। বারীন যে ধারণা প্রচার করেন তা মোটামুটি হ'ল এই যে প্রতিহিংসা পরায়ণা কালী, যাঁর হাত রক্ত-মাখা, তিনি বর্বরতার নন নিঃস্বার্থপরতার প্রতিমূর্তি। কালী যেমন অসুরদের উচ্ছেদ করেছিলেন,

কালী-উপাসনার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় ক'রে তাদেরও সেরকম উচিত ফিরিঙ্গীদের, (ইউরোপীয়দের এক ঘৃণ্য নাম,) বিতাড়ন করা।

বাংলায় বারীন-গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠিত যুগান্তর, বন্দেমাতরম্ এবং সন্ধ্যা[১০] প্রভৃতি নানা পত্রিকায় সন্ত্রাসবাদী প্রবন্ধের বন্যা দেখা দেয় এবং ক্রমবর্ধমান প্রচলনের মাধ্যমে দিকে দিকে বিষ ছড়াতে থাকে। সংবাদপত্র বলতে আমরা এখানে যা বুঝি এগুলো সে-ধরণের মনে করবেন না। সরকার এবং তার কর্মচারীদের কাজ সম্বন্ধে অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে মিথ্যা খবর এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত এবং হত্যার রাজনীতিকে প্ররোচনা দেওয়া হ'ত। শুরুতে একটি প্রশ্ন যুবকদের মনকে আলোড়িত করেছিল—তা হ'ল আমাদের পক্ষে পরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকারকে সন্ত্রাসবাদের পথে উচ্ছেদ করা সম্ভব হবে কি? এই সংশয়ের উত্তর ১৯০৭ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত যুগান্তর পত্রিকায় এইভাবে দেওয়া হয়—"মাতৃভূমির অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দশ হাজার বঙ্গ সন্তান মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত নয় কি? সারা দেশে ইংরেজের সংখ্যা দেড় লক্ষের বেশী নয় এবং প্রত্যেক জেলায় ইংরেজ কর্মচারীর সংখ্যা কত? দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলে তোমরা একদিনে ইংরেজ সরকারের পতন ঘটাতে পারো।" এরপর বারীন এবং তাঁর শিষ্যেরা তাদের পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া আরম্ভ করলো। কলকাতার উপকণ্ঠে নিভৃত অঞ্চলে তারা এক বাগান নেয় যেখানে তারা অস্ত্র ও বিস্ফোরক যোগাড় করে এবং পৈশাচিক যন্ত্র তৈরি করে। এদের মধ্যে একজন সদস্য বোমা তৈরির শিক্ষা নেয় প্যারীতে। এইভাবে "যুগান্তর" বা "নবযুগ" সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা হয়।

যুগান্তর ছিল পশ্চিমবাংলার গোষ্ঠী। কিন্তু পূর্ববাংলাও সত্বর এই পথ গ্রহণ করলো।

প্রায় একই সময় এখানে অপর গোষ্ঠী "অনুশীলন" অথবা "সংস্কৃতি সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হয়। আপাত দৃষ্টিতে শরীর ও ধর্মচর্চার

উদ্দেশ্যে পুলিন বিহারী দাস এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। শুরু হওয়া মাত্র দাবানলের মত এই মন্ত্র ছড়িয়ে পড়ে এবং এই পরবর্তী গোষ্ঠী অতি অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব-বাংলায় পাঁচ'শ শাখা প্রতিষ্ঠা করে। সদর দপ্তর থেকে অত্যন্ত কঠোরতার সঙ্গে এর বিস্তার নিয়ন্ত্রিত হয়। সারা রাজ্যকে ভাগ করা হয় - জেলা-সংগঠক নিযুক্ত হয়—এরা তাদের এলাকাকে আরও ভাগ করে। নিয়মিত ঘটনার বিবরণী সদর দপ্তরে পাঠানো হ'ত। ক্রমশঃ ক্রীতদাসে পরিণত করার অভিনব পন্থা হিসেবে সদস্যদের চার রকম শপথ বাক্য পাঠ করানো হ'ত দেবী কালীর সামনে—তারা প্রতিজ্ঞা করতো: জীবন ও সবকিছু উৎসর্গ করা, পারিবারিক বন্ধন ত্যাগ করা, বিনা প্রশ্নে নেতাদের হুকুম তামিল করা ও মৃত্যু অবধারিত হলেও কোন গোপন কথা প্রকাশ না করা - যারা সঙ্কল্পচ্যুত হ'ত তাদের প্রায়ই দণ্ড দেওয়া হ'ত। শেষতঃ সদস্যকে সমিতির তরফ থেকে একটা নাম দেওয়া হ'ত যে নামেই সে সতীর্থদের কাছে পরিচিত হ'ত। সদস্যদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে থাকতে হ'ত এবং অস্ত্র-পরিচালনা ও সাংকেতিক চিহ্ন পাঠের শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বয়েজ স্কাউটস্‌দের মত গ্রামে সমাজ সেবায় তাদের উৎসাহিত করা হ'ত এবং আমি শুনেছি, তারা দিনে একটা ভাল কাজ করতো। এইভাবে তারা প্রচুর সমর্থন লাভ করতো স্থানীয় অধিবাসীদের যারা তাদের প্রকৃত চরিত্র জানতো না। যখন কোন আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হ'ত, অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন গোষ্ঠী থেকে নেওয়া হ'ত যারা পরস্পরকে চিনতো না। অতএব যদি কখনও কেউ ধরা পড়তো সে ইচ্ছে থাকলেও তার সহচরদের সম্বন্ধে কিছু বলতে পারতো না। রিভলবার ও বন্দুক চুরি করে এবং অস্ত্রপাচারকারীদের কাছ থেকে কেনা হ'ত এবং বোমা তৈরি করা হ'ত। প্রথমদিকে বোমার আয়তন ছিল বেখাপ্পা ও গোলাকার। পরে আবিষ্কৃত হয় যে এগুলো আরও সহজে ও সুনিপুণ-ভাবে তৈরি করা যায়। সাধারণ সিগারেটের টিন তার দিয়ে বেঁধে

এবং পেরেক ও "Jute needles" ভেতরে পুরে। বিস্ফোরক পদার্থ হিসেবে ব্যবহার করা হ'ত এ্যামোনিয়াম পিক্রেট এবং বিরাট শব্দ করে বিস্ফোরণ ঘটানো হ'ত পারদ এবং কখনো কখনো ফিউজ-এর সাহায্যে। পরবর্তীকালে তৈরি বোমাগুলো আরও ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল কারণ সেগুলো তৈরি করা হ'ত করাতের খাঁজ-কাটার মত এ্যালুমিনিয়ম দিয়ে—অনেকটা মিল বোমার মত। এর খোল অতি সহজে ঢালাই করা যায়। একটা ঘটনা আমি জানি কলকাতার এক অতি ছোট ঢালাই কারখানায় কয়েক'শ খোল ঢালাই করা হয়েছিল—কারখানার মালিককে বলা হয়—এবং আমি মনে করি সে সত্যিই বিশ্বাস করেছিল—যে ওগুলো সাবানের খোল হিসেবে ব্যবহারের জন্য।

যেহেতু আজ এখানে ডঃ সে'লডন (Dr. Sheldon) ভারতের চীফ ইন্সপেক্টর অব এক্সপ্লোসিভস্, উপস্থিত আছেন, আমি যে ধরনের বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল, তার কয়েকটা নমুনা দেখাতে পারবো। যে কোন জীবিত ব্যক্তির থেকে বোমা সম্পর্কে ডঃ শেলডন বেশী জানেন। যখনই কোন আক্রমণ সংঘটিত হয়েছে তাঁকে পুলিশ খবর দিত এবং ভারতীয় বোমা তাঁর কাছে এত ঘরোয়া ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় যে তিনি স্বদেশে ফেরার সময় কয়েকটি নমুনা নিয়ে আসেন। প্রথম বোমাটি ঢালাই করা করাতের কাঁটার মত লোহার তৈরি—মাঝখানে 'ইউ' আকৃতির নল বসানো হয়েছে পারদকে ধরে রেখে বিস্ফোরণের জন্য। চট্টগ্রামে আক্রমণকারীরা এই বোমা ফেলে রেখে যায়। দ্বিতীয় প্রদর্শিত বস্তুটি হচ্ছে এ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বোমা—ভেতরে বিস্ফোরক বসানো হয়। তৃতীয়টি উদ্ধার করা হয় একজন সন্ত্রাসবাদীর কাছ থেকে যে নিজেই নিজের বোমার আঘাতে নিহত হয়—এই বোমা তার কাছে পাওয়া যায়।

আমি আপনাদের এই ধরনের দুটি বোমার ইতিহাস বলবো। এই বোমার ব্যবহার হয় ১৯৩০ সালে বাংলায়। ১৯৩০ সালের

অগাষ্ট মাসের একটি সপ্তাহ পুলিশের খুব খারাপভাবে কাটে। অগাষ্ট মাসের শেষ সপ্তাহে পর পর কয়েকদিন তিনটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে কলকাতায়। পরের দিন ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (Inspector General of Police), মিঃ লোমান (Mr. Lowman), নিহত হন এবং একজন কর্মচারী, যিনি তাঁকে অনুসরণ করছিলেন, তিনি গুরুতর আহত হন।[১১] তারপর দিন পূর্ব বাংলায় দু'জন পুলিশ কর্মচারীর ওপর বোমা ফেলা হয়। এক নতুন ধরনের বোমা ব্যবহার করা হয় এবং এটা বোঝা যায় যে উন্নত ধরনের বিস্ফোরক ব্যবহার করা হয়েছে। এই আক্রমণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে পুলিশ অনুসন্ধান শুরু হয় এবং যদিও এটা বলা যায় যে দুর্ঘটনার দিক থেকে ঐ সপ্তাহ ভাল ছিল, তথাপি এটা স্পষ্ট হয় যে বিরাট ষড়যন্ত্রের এটা একটা অংশমাত্র। কলকাতায় সরকারী কর্মচারীদের এবং সরকারী ভবন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ও রেল ষ্টেশনের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে সারা রাজ্যে আক্রমণ চালানো হবে এবং এই উদ্দেশ্যে নানা ধরনের বোমা তৈরি ও বোঝাই করা হয় কলকাতায়। পুলিশ অনুসন্ধান যখন চলছিল আমি এক্স-রে করার জন্য একজন চিকিৎসকের কাছে যাই যিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসের (Indian Medical Service) একজন কর্নেল। আমাকে চিকিৎসা করার সময় কথায় কথায় বললেন যে তাঁর প্রায় সারা বিকেল নষ্ট হয়েছে কারণ তিনি গেছিলেন পরামর্শের জন্য, কিন্তু পরামর্শদাতা আসেন নি। তিনি বললেন—" আমি শুনেছি পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে—সত্যি কি ?" আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি "তিনি কি ডাক্তার নারায়ণ চন্দ্র রায়"[১২] এবং তিনি বললেন "হ্যাঁ তাই।" আমি পরে বললাম—"আমি ঐ মানুষটি সম্পর্কে যা শুনেছি তা যদি সত্যি হয়, তবে তাঁর শেষ পরামর্শ বেশ কিছুদিন আগেই দিয়েছেন।" ডঃ নারায়ণ চন্দ্র রায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. বি. এবং কলকাতার চিকিৎসক। ইউরোপীয়

ডাক্তারের পরামর্শকারী চিকিৎসক হিসেবে কাজ করতেন। তিনি ইণ্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্স (Indian Defence Force) কলকাতা ইউনিভার্সিটি ট্রেনিং কোর (Calcutta University Training Corps)-এর সদস্য ছিলেন এবং কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের (Calcutta Corporation) কাউন্সিলার (Councillor)। তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের একজনেরও সামান্যতম ধারণাও ছিল না যে তিনি সন্ত্রাসবাদী। আমি আপনাদের বলেছি যে সন্ত্রাসবাদ গুপ্তভাবে কাজ করে এবং এই মানুষটি তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এটা প্রমাণিত হয় এবং ডঃ রায় স্বীকার করেন যে ১৯২৮ সাল থেকে তিনি অবসর সময়ে সন্ত্রাসবাদী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়ে জ্ঞান থাকায় তিনি এ্যামনিয়ম পিক্রেটের থেকে শক্তি-সম্পন্ন বোমা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি লোকেদের এই বোমা তৈরি করা শিখিয়েছিলেন এবং তিনি এগুলো ব্যবহারের জন্য শয়ে শয়ে বোঝাই এবং ভর্ত্তি করেছিলেন এবং এগুলোর ব্যবহার সারা রাজ্য জুড়ে হ'ত যদি না পুলিশ অনুসন্ধান এবং অংশতঃ তাদের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনার ফলে এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হ'ত।

ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথম দিকে তাদের অভিযানের অর্থ সংগ্রহ করতো ডাকাতি করে, যার শেষ হয় যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে—এবং অজুহাত দেওয়া হ'ত যে রাজনৈতিক ডাকাত সমাজের মঙ্গলের জন্য একাজ করছে কারণ এর উদ্দেশ্য ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ। লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুঠ কবা হয় এবং বহু লোককে খুন করা হয় বাধা দেওয়ার সামান্যতম চেষ্টার জন্য। অনেকক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের আহত সহচরদের হত্যা করেছে পাছে পরে সব ফাঁস হয়ে যায়।

বাংলা দেশে যুগান্তর ও অনুশীলনগোষ্ঠী বিস্তার লাভ করেছে এবং উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে ঐ ধরনের ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করেছে।[১৩] ভারতের বাকী অংশ ছেড়ে দিয়ে শুধুমাত্র বাংলায় ৩৮০টি আক্রমণাত্মক ঘটনা

ঘটেছে যার ফলে ১১২ জন নির্দোষ সরকারী কর্মচারী এবং অনুগত নাগরিকদের হত্যা করা হয়েছে। এই সংখ্যা আরও অনেক বেশী হ'ত যদি না পুলিশ অগণিত চক্রান্ত ব্যর্থ ক'রে দিত, অথবা দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্যর্থ না হ'ত।

সময়ের অভাবে এইসব ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব হবে না। বারীনের প্রথম প্রচেষ্টার একটি হচ্ছে লেফটেনান্ট গভর্ণরের[১৪] স্পেশাল ট্রেন উড়িয়ে দেওয়াব পরিকল্পনা। অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ১৯০৮ সালেব এপ্রিল মাসে মজঃফরপুরে কলকাতার পূর্বতন চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট (Chief Presidency Magistrate) মিঃ কিংসফোর্ড-এর (Mr. Kingsford) ঘোড়ার গাড়ী ভুল করে বোমা ছুঁড়ে দু'জন ইংরেজ রমণীকে নির্মমভাবে হত্যা।[১৫] পুলিশ অনুসন্ধানের ফলে বারীনের বাগান আবিষ্কৃত হয় এবং ষড়যন্ত্রকারীরা অস্ত্র ও বোমাসহ ধরা পড়ে।[১৬] ১৯০৮ সালের মে মাসে ওই দলের ৩৭ জনকে চালান দেওয়া হয় বিচারের জন্য। তিনটি বিভিন্ন আদালতে প্রায় ২১ মাস শুনানি চলে এবং শেষতঃ হাইকোর্ট বারীন ও আরও তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। অরবিন্দ এবং আরও ২২ জনকে অব্যাহতি দেন। এবার আমরা বিবেচনা করবো ঐ দীর্ঘ বিচার পর্ব চলার সময়ে কি ঘটেছিল। প্রথমতঃ একজন অনুশোচনাকারী ষড়যন্ত্রকারী রাজসাক্ষী হয়[১৭] এবং তাকে জেলে খুন করা হয়। একজন পুলিশ অফিসারকে,[১৮] যিনি অনুসন্ধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন, হত্যা করা হয়। এরপর একজন সরকারী উকিলকে,[১৯] যিনি ভারতীয় আইনজীবী, আদালত প্রাঙ্গনে তাঁকে হত্যা করা হয় এবং শেষতঃ হাইকোর্টে বিচার চলাকালে একজন ভারতীয় ডেপুটি সুপারিটেনডেণ্ট অব পুলিশ[২০] (Deputy Superintendent of Police)-কে যিনি এই মামলার দায়িত্বে ছিলেন, বাংলার প্রধান বিচারপতির আদালতের (Court of the Chief Justice of Bengal) বাইরে খুন করা হয়। শতশত ঘটনার মধ্যে এই একটি

দৃষ্টান্ত থেকে আপনারা উপলব্ধি করবেন কি রকম সন্ত্রাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল এবং সততা ও বিচার বিঘ্নিত হয়েছিল। সাধারণ ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি করা হয়েছিল স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণ অপরাধের বিচার করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হ'য়ে সৎ ও খোলাখুলি বিচার ব্যবস্থা প্রায় বানচাল করে দিয়েছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য যদি কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে তার অর্থ এই নয় যে মৌলিক নীতির ওপর ভিত্তি করে যে আইন সৃষ্টি করা হয়েছে তাকে অগ্রাহ্য করা। আপনারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করবেন সন্ত্রাসবাদী অপরাধ অনুসন্ধানকারী পুলিশ অফিসারের অসুবিধাগুলো, যখন সাক্ষীরা ভয়ে যা জানে তা বলতে চায় না।

এই আতঙ্কের বিরুদ্ধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে সম্বন্ধে আমি আপনাদের কিছু বলবো। প্রথমতঃ সংবাদপত্র সম্বন্ধে। সন্ত্রাসবাদী পত্রিকার প্রভাব বিস্তারের অফুরন্ত ক্ষমতা সেই জাতির ওপর যারা অনুকরণ প্রবণ এবং সহজে প্রভাবিত হয়। ১৯০৮ সালের পূর্বে যে সংবাদপত্র বিষয়ক আইন প্রচলিত ছিল ফৌজদারী আইনের মত এই জরুরী অবস্থার মোকাবিলায় সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ অচল। যুগান্তর-এর দৃষ্টান্ত দেখুন যার প্রকাশ শুরু হয় ১৯০৬ সালে। এক বছরে আনুমানিক মুদ্রাকর ও প্রকাশককে পাঁচবার সফলতার সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের কারাদণ্ড ঝামেলা বন্ধ করতে সক্ষম হয় নি বরং প্রকৃতপক্ষে বাড়িয়ে দিয়েছিল। অপেক্ষাকৃত তরুণ সদস্যদের ভেতর থেকে নকল মুদ্রাকর ও প্রকাশক নিযুক্ত করা হ'ত যারা সহজে শহীদ হ'য়ে গৌরব অর্জন করতো এবং প্রত্যেকটি মোকদ্দমা পত্রিকার প্রচলন বাড়িয়ে দিত। প্রধান অসুবিধে ছিল এই যে আইন ভঙ্গকারী পত্রিকাকে বাজেয়াপ্ত করার কোন আইনগত ব্যবস্থা ছিল না। শয়তানীর বীজ বপন করার দু'বছর পরে ১৯০৮ সালে পত্রিকাগুলোকে শায়েস্তা করার জন্য প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা

হয়। দু'বছর পরে ইণ্ডিয়ান প্রেস এ্যাক্ট (The Indian Press Act)-এর মাধ্যমে আরও ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যার ফলে জামানত দাবী এবং অপরাধী পত্রিকাকে বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। পত্রিকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। অত্যন্ত গোঁড়া ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রচারপত্র সন্ত্রাসবাদীরা চালু করলো, কিন্তু যেহেতু এগুলো গুপ্তভাবে ছাপা ও প্রচার করা হ'ত সেজন্য বিপদের সম্ভাবনা সীমিত ছিল।

এই রকম আরও কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হ'ল ফৌজদারী আইনের ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য। যেমন—জুরী বাদ দিয়ে তিনজন বিচারকের আদালতে বিচার ব্যবস্থা এবং জনসাধারণের শান্তিভঙ্গকারী ও বিপদজনক সংঘগুলোকে আইনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ করা। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলো ছিল ভাসা ভাসা এবং সন্ত্রাসবাদের মত দৈত্যকে যদি হত্যার বদলে আঁচড়ান তবে আপনার অস্ত্র শুধু উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। আন্দোলন দৃঢ়ভাবে বাড়তে শুরু করলো এবং আক্রমণের ঘটনা আরও ঘন ঘন ঘটতে আরম্ভ করলো এবং আরও দুঃসাহসিকভাবে। বিশ্বযুদ্ধের সময় সন্ত্রাসবাদীরা শত্রুপক্ষের সাহায্য পেয়েছিল—এরা আন্দোলনকে বাস্তব সাহায্যের চেয়ে নৈতিক সমর্থন বেশী দিয়েছিল। সরকারী যন্ত্র বিকল হওয়ার মত বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল। এটা পরিস্ফুট হয় যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার স্বাভাবিক ব্যবস্থা পরাভূত হয়েছিল। ১৯১৫ সালের ভারত রক্ষা আইন (The Defence of India Act) সরকারের সাহায্যে লেগেছিল কারণ এই আইন প্রয়োগের ফলে অনেক ষড়যন্ত্র ও আক্রমণকে ব্যর্থ করা সম্ভব হয়। এই ক্ষমতাকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছিল—দণ্ডার্হ ও নিরোধক। প্রথমটির ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার নিযুক্ত তিনজন জুডিশিয়াল কমিশনার (Judicial Commissioner) বিচার করতেন। সাধারণ বিচার পদ্ধতি অনুসরণ করার প্রয়োজন হ'ত না এবং কমিশনারদের রায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হ'ত। নিবর্তনমূলক ক্ষমতাই বেশী ফলপ্রদ

হয়েছিল। কেবলমাত্র অপরাধীদের দণ্ড দিয়ে এই ধরনের আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব নয় যদি না সমস্ত নেতাদের শুরুতেই দণ্ড দেওয়া যায় এবং প্রমাণ-সাক্ষ্য সংগ্রহের মৌলিক অসুবিধা বর্তমান ছিল এবং রয়েছে। নিবর্তনমূলক ক্ষমতার বলে পুলিশ একজন সন্ত্রাসবাদীকে পনের দিন আটক করতে পারতো এবং এ সময়ের মধ্যে ধৃত ব্যক্তির সম্পর্কে প্রমাণ-পত্র পাঠাতে হ'ত। যে অভিযোগ তৈরি করা হ'ত তার বিরুদ্ধে রাজবন্দী তার কৈফিয়ৎ দিতে পারতো। দু'জন বিচারক গোপনে তা খতিয়ে দেখে সরকারকে জানাতো ঐ রাজবন্দীর বিরুদ্ধে কোন আদেশ জারী করার মত উপযুক্ত কারণ আছে কি নেই। এই আদেশ নানা ধরনের ছিল যেমন, বাংলার বাইরে বা ভেতরে কারারুদ্ধ করা, কোন গ্রামে বাস করতে বাধ্য করা অথবা কোন এলাকা থেকে বহিষ্কার করা। রাজবন্দীদের ভরণ-পোষণের জন্য পর্যাপ্ত ভাতা দেওয়া হ'ত এবং আদেশ জারী হবার আগে রাজবন্দীর ওপর নির্ভরশীল আত্মীয় বা পরিবারবর্গকে এই ভাতা দেওয়া হ'ত। অল্প কথায় এই হচ্ছে ক্ষমতাগুলো যা সামান্য পরিবর্তিত হয়ে আজও চালু আছে। আমার কাছে সঠিক সংখ্যা নেই তবে যতদূর মনে পড়ে ১২০০-র অধিক লোকের ওপর এই আদেশ জারী করা হয়।

এই অভিযান ছিল অপ্রত্যাশিত। এর ফলে খুনীর দলকে ছত্রভঙ্গ করা সম্ভব হয় এবং তাদের শক্তিকে নৈতিক বলকে ধ্বংস করা হয়।

১৯১৭ সালের শেষাশেষি ষড়যন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছিল। এরপর সরকার যে ব্যবস্থা নেন সেটা হ'ল এক কমিটি নিয়োগ ক'রে ষড়যন্ত্রকারীদের সবকিছু খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া, যাতে ভবিষ্যতে এরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া যায়। চারজনের এক কমিটি নিয়োগ করা হয়[২১] যার মধ্যে দু'জন ছিলেন বিচারক এবং এর তত্ত্বাবধানে ছিলেন রাজ-আদালতের (King's Bench) বিচারক রাউলাট। এই কমিটিকে

সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র দেখার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁরা অনেক সাক্ষীকে জেরা করেন এবং যে সমস্ত পুলিশ অফিসার এই আন্দোলনের মোকাবিলা করেন তাঁদেরও। তাঁদের প্রতিবেদনে তৎকালীন অবস্থার মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁরা কিছু নিয়ন্ত্রণ ক'রে ভারত রক্ষা আইন প্রদত্ত ক্ষমতা চালু রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। "কেবলমাত্র এই ব্যবস্থার মাধ্যমে", তাঁরা মন্তব্য করেন, "ষড়যন্ত্রকে বর্তমানে পঙ্গু করা হয়েছে এবং এর পুনরুজ্জীবন ঠেকাতে, পুনরুজ্জীবিত হ'লে নিয়ন্ত্রণ করা অথবা শেষতঃ নতুন করে দমন করার মত কোন যুক্তিযুক্ত ও নির্ভুল বিচার পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে আমরা অক্ষম। আমরা প্রস্তাব করছি কোন ভবিষ্যৎ আপৎকালীন অবস্থা মোকাবিলার জন্য ক্ষমতা সহজ নাগালের মধ্যে থাকা উচিত। আগেভাগেই সেই আইন লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। এই ব্যবস্থার একটা নৈতিক ফলও পাওয়া যাবে। যতক্ষণ বিপদ না দেখা দিচ্ছে ততক্ষণ আইন-প্রণয়ন স্থগিত রাখা হ'লে ১৯০৬-১৯১৭ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তির সম্ভাব্য বিপদ থেকে যাবে।" পরবর্তী-কালের ঘটনাবলী এই বিজ্ঞ উপলব্ধি এবং প্রতিবেদনে দেওয়া রায় যুক্তি-যুক্ত বলে প্রমাণ করেছে। এই সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে যে আইনের খসড়া তৈরি করা হয় তা আইন হিসেবে দিল্লীর আইনসভায় ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে গৃহীত হয়। স্থির হয় যে ধারাগুলো ভারত রক্ষা আইনের প্রধানতঃ অনুরূপ সেগুলো প্রয়োজন না দেখা দিলে চালু করা হবে না। কোন্ রকমের প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে অপরাধীদের আটক করা হয় সে সম্বন্ধে আমি মনে করি কিছু বলা প্রয়োজন। যে ব্যবস্থার ফলে বিনা বিচারে মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয় তার প্রতি বিরূপতা থাকা স্বাভাবিক। আপনারা নিঃসন্দেহ হ'তে পারেন রাউলাট কমিটি, যার মধ্যে বিচারিক পরিবেশ এত শক্তিশালী ছিল, কখনই এরকম কোন ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করতেন না যদি কোন বিকল্প থাকতো এবং যদি

পুলিশের কাজ-কর্ম দেখে সন্তুষ্ট না হ'তেন যে এই বিচার বহির্ভূত ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে নির্দোষ ব্যক্তিরা অপরাধীদের সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়তে পারে। এখানে এবং ভারতে বহু ব্যক্তি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিক্ত অভিযোগ এনে এই ধারণার সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যে শত শত নির্দোষ ছাত্রদের একজন সাধারণ চরের কথায় আটক করা হয়েছে। এর থেকে বড় অসত্য আর কিছু হ'তে পারে না। এই আবহাওয়ায় সাধারণ চর টিকতে পারে না। সাধারণ অপরাধের, যা করা হয়ে থাকে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এবং যার উদ্দেশ্য সরকারকে অচল করা বা তার ভিত্তিকে আঘাত করা নয়, প্রকৃতি স্বতন্ত্র। যখন কোন ব্যক্তিকে এ ধরণের অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার এবং বিচার করা হয় তার শেষ সেখানেই। সন্ত্রাসবাদী অপরাধের প্রকৃতি ভিন্ন, বিরাট এর ব্যাপ্তি এবং নিরবচ্ছিন্ন এর প্রবাহ। পুলিশ অনুসন্ধান সেইমত অবিচ্ছিন্নভাবে গত পঁচিশ বছর ভারতে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে চলছে। নানা জায়গা থেকে অবিরত তথ্য আসছে। যদি ভুল করা হ'ত অথবা মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করা হ'ত তবে আজ নয় কাল প্রকাশ পেত। যুদ্ধের শেষে, যে ব্যবস্থার বিবরণ দিয়েছি তা ছাড়াও, কলকাতা এবং বোম্বাই হাইকোর্টের দু'জন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল আটক বন্দীদের বিষয় পরীক্ষা ক'রে দেখার উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র আদেশ জারীর সময়ের অভিযোগের ভিত্তিতেই নয় সংগৃহীত তথ্যের ওপরও। প্রত্যেক রাজবন্দীকে বিশেষ আদালতে আমন্ত্রণ জানানো হ'ত আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য। এই বিচারপতিরা প্রায় আটশোর ওপর ঘটনা পরীক্ষা করেন এবং মাত্র দু'টির ক্ষেত্রে তাঁরা মনে করেন আটক আদেশ জারী করার মত যথেষ্ট কারণ ছিল না। সরকারের পক্ষে এই আটক আইন প্রয়োগ কোন তথ্যের ভিত্তিতে করা হচ্ছে সেটা জনসাধারণকে জানানো অসম্ভব কারণ তার ফলে যে উৎস থেকে খবর সংগ্রহ করা হচ্ছে তা বিপন্ন হবে। এই একটি অন্যতম কারণ যা এই আন্দোলন মোকাবিলায়

কর্তৃপক্ষের অসুবিধা সৃষ্টি করছে। সরকার অবিরত বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনা করে দেখছেন এবং প্রত্যেকটি টুকরো টুকরো তথ্যাদি যেমন পাওয়া যায় তা ফাইলে রাখা হয়। স্যার স্ট্যানলি জ্যাকসন[২২] (Sir Stanley Jackson), যিনি নিজে এসব নথিপত্র অনেক দেখেছেন, আমার এই দৃঢ় উক্তিকে, আমি নিশ্চিত, সমর্থন করবেন যে হত্যাকারী দলের সদস্য ছাড়া কেউ যাতে এই নিয়ন্ত্রণের আওতায় না পড়ে এবং নিয়ন্ত্রণের সীমা যাতে নিরপত্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম হয় সে-বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হ'ত। সন্ত্রাসবাদের ইতিহাস সরকারের বিরুদ্ধে নিপীড়নের অভিযোগ সমর্থন করেই না ববং এটাই প্রমাণ করে যে সরকার বরাবরই বিশেষ ক্ষমতা বলে বলীয়ান হ'তে অনিচ্ছুক। এই ক্ষমতা যখনই ব্যবহার করা হয়েছে সেটা নিতান্ত সাময়িকভাবে। যখনই আক্রমণ নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তখনই আপোসের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে এই আশায় যে জনমত সোচ্চার হয়ে উঠবে সেই আন্দোলনের বিরুদ্ধে যা দমন করা না হ'লে উদীয়মান ছাত্ররা সক্রিয় এবং সম্ভাব্য অপরাধীতে পরিণত হবে। এই সমঝোতার নীতি ব্যর্থ হয়েছে এবং সন্ত্রাসবাদী নেতারা এই প্রচেষ্টাকে সবকারের দুর্বলতা বলে গণ্য করেছে।

যখন রাউলাট বিল, যার সরকারী নাম "দি এ্যানারকিক্যাল এ্যাণ্ড রিভল্যিউশনারী ক্রাইমস্ এ্যাক্ট" (The Anarchical and Revolutionary Crimes Act") বিবেচনাধীন ছিল তখন এর বিরুদ্ধে পাঞ্জাবে প্রচণ্ড গুজব রটে গেল। উদাহরণ স্বরূপ, এই আইনের বলে তিন চার জন লোককে আলাপরত দেখলে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারবে। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বেশী কেউ জমি রাখতে পারবে না এবং সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ বিয়ে করতে পারবে না। অশিক্ষিত জনসাধারণ, যাদের ওপর এই আইন প্রযোজ্য নয় এবং যারা এই আইনের ধারা সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল, তারা এই গুজব বিশ্বাস করলো। প্রধানতঃ এই বিলের বিরুদ্ধে এবং এই লোকেদের মধ্যে গান্ধী

১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তাঁর প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করলেন। ফল হ'ল দুঃখজনক। তিনি এমন এক শক্তিকে জাগ্রত করলেন যাকে পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। পাঞ্জাব এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর নানা জায়গায় অভূতপূর্ব দলবদ্ধ হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলো। আক্রমণ ছিল ইউরোপীয় বিরোধী এবং নারী-পুরুষ কাউকে রেহাই দেওয়া হয় নি। ইংরেজ মালিকানায় পরিচালিত ব্যাঙ্ক লুণ্ঠিত এবং পোড়ানো হ'ল। ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের হত্যা করা হল এবং তাদের দেহ স্তূপীকৃত করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। রেলওয়ে লাইন উপড়ে ফেলা হ'ল এবং রেলওয়ে ষ্টেশন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং কর্মচারীদের হত্যা করা হয়। সামরিক আইন জারী করে পাঞ্জাবে শান্তি ফিরিয়ে আনা হয়।[২৩]

এবার আমরা পৌঁছেছি যুদ্ধোত্তরকালে যখন এই দেশ বিরাট হত্যা ও সংঘর্ষের ফলে ক্লান্ত এবং শান্তি ও সুনামের জন্য আগ্রহী। যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যের বীরত্ব এবং মিত্রশক্তির জয়ে ভারতের অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃত ও প্রশংসিত হয়েছিল। রাজকীয় ঘোষণায় কারারুদ্ধ সকলকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ডিউক অব কনট (Duke of Connaught) মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড (Montagu Cheimsford Reforms) রিফর্মস বিধির মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী সংস্কার চালু করলেন। এই বিধি স্বৈরতান্ত্রিক শাসন-যন্ত্রকে ক্রমান্বয়ে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তর করার পথ করেছিল। এই সংস্কার বিধি চালু হবার পর ১৯২২ সালে ফৌজদারী আইনের পরিপূরক রাউলাট বিল, যা কোন দিন প্রয়োগ করা হয় নি, এবং প্রেস এ্যাক্ট সমেত সমস্ত এই জাতীয় আইন বাতিল করা হয়।

এই সংস্কারবিধি চরমপন্থীদের চাহিদা মেটাতে অসমর্থ হয় এবং গান্ধীজী আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সুবাদে। যদিও গান্ধীজীর নিজের আদর্শ ছিল অহিংসা

গান্ধীজীর অনুগামীরা যথারীতি ক্রমে ক্রমে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল এবং এই আন্দোলনের ফলে চৌরি চোরায় পুলিশ হত্যার মর্মান্তিক ঘটনা ঘটলো।

বিধি-নিষেধ মুক্ত সন্ত্রাসবাদীরা ঘটনা প্রবাহের ওপর দৃষ্টি রাখছিল এবং এই স্বপ্রণোদিত আন্দোলন যে সুযোগ সৃষ্টি করেছিল তার সদ্ব্যবহার ক'রে তাদের অনুবর্তীদের সংঘবদ্ধ এবং সমিতিগুলোকে পুনর্গঠন করছিল। ১৯২২ সালে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড তাদের এই ধারণা দৃঢ় করলো যে গান্ধীজীর নীতি, যা তারা কখনও বিশ্বাস ও গ্রহণ করেনি, ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের নিজস্ব পন্থার ওপর নির্ভরশীল হ'তে হবে। তারা হিংসাত্মক অভিযান আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল। প্রেস এ্যাক্ট রদের অব্যবহিত পরেই সন্ত্রাসবাদী প্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয়বার সন্ত্রাসবাদী অভিযান বাংলায় শুরু হ'ল। যুগান্তর গোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানলো এবং ১৯২৩ সালে কলকাতা ও তার উপকণ্ঠে ডাকাতির সঙ্গে হত্যা পুনরায় শুরু হ'ল। এই অভিযানের সঙ্গে যুদ্ধের সময়কার অভিযানের পার্থক্য ছিল। তখন অর্থ-সংগ্রহ করা হ'ত বিত্তশালী নাগরিকদের সম্পত্তি লুঠ ও হত্যা করে—এর ফলে জনমত বিরূপ হয়। সাম্প্রতিককালে এই আক্রমণ সরকারের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়—ডাকঘর, সরকারী মেল এবং রেলের ক্যাশ অফিস লুণ্ঠিত হয়। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো হয় যার আভ্যন্তরীণ উদ্দেশ্য ছিল সদস্য সংগ্রহ ও সংগঠনকে সাহায্য করা এবং বাহ্যত বাংলা কংগ্রেসে প্রবেশ করা এবং তার কার্যনির্বাহক কমিটি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আসন দখল ক'রে জনগণের সহানুভূতি আদায় করা। এই অনুপ্রবেশ এত দ্রুত হয় যে সন্ত্রাসবাদীরা বাংলা কংগ্রেসকে বাধ্য করে প্রশংসাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ করতে সন্ত্রাসবাদী গোপীনাথ সাহার উদ্দেশ্যে, যাকে কলকাতায় একজন ইউরোপীয়কে হত্যা করার অপরাধে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।[২৪] ১৯৩০ সালে যখন তৃতীয়বার সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা

শুরু হয় বাংলা দেশে তখন খুব কম জেলাই ছিল যেখানে স্থানীয় কংগ্রেস কমিটিতে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতিনিধিত্ব ছিল না। সম্প্রতি এক সন্ত্রাসবাদীদের চিঠির খসড়ায় দাবী করা হয় যে বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ কংগ্রেস কর্মীই বিপ্লবী।

কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠান স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করার পর কংগ্রেসই আধিপত্য করছে। ফলে এখানেও সন্ত্রাসবাদীদের প্রভাব প্রবল। এই পৌর প্রতিষ্ঠানও একজন হত্যাকারীর প্রশংসা ক'রে একইভাবে প্রশংসাসূচক গণপ্রস্তাব গ্রহণ করেছে। ঘটনাগুলো এ'রকমের—১৯৩০ সালের ডিসেম্বর মাসে দীনেশ গুপ্ত ৬ জন সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীসহ চূড়ান্ত নিষ্ঠুর ও কাপুরুষোচিতভাবে নিরস্ত্র অবস্থায় কর্মরত কর্ণেল সিম্পসন্-কে (Inspector General, Gaols—Colonel Simpson), হত্যা করে এবং এরপর এলোমেলোভাবে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের অফিসে গুলী চালায় যার ফলে দু'জন আহত হন। দীনেশকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং এই হত্যার জন্য জুলাই মাসে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। এর পাঁচদিন পরে কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান এই কাপুরুষ হত্যাকারীর প্রাণদণ্ডে দুঃখ প্রকাশ করে এবং সদস্যরা দাঁড়িয়ে উঠে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে তাতে বলা হয় "সে তাঁর আদর্শের জন্য আত্মোৎসর্গ করে।" এর তিনদিন পরে প্রকাশিত কলকাতা পৌর-সভার গেজেটে প্রথম পাতায় তার ছবি ছাপা হয় এবং সভার কার্য বিবরণী ও মূল প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। ষোল দিন পর যে ট্রাইবুনাল দীনেশকে দণ্ড দেয় তার প্রেসিডেন্ট মিঃ গার্লিক-কে (Mr. Garlick) তাঁর আদালতে গুলি করে যে সন্ত্রাসবাদী[২৫] তার কাছে একটুকরো কাগজ পাওয়া যায় যাতে লেখা—"সেই আদালতকে অভিসম্পাত দিই যার অবিচারের ফলে দীনেশের মৃত্যু দণ্ড হয়।" যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস এবং কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের মত গণপ্রতিষ্ঠানে এই ধরনের অপরাধী ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানায় তখন যে ভাবপ্রবণ যুবকদের কথা আমি বলেছি যাদের মনকে বিদ্যালয়-

জীবন থেকে বিষাক্ত করা হচ্ছে। তারাও যদি হত্যা ও ধ্বংসের পথ বেছে নেয় তাতে আশ্চর্য হবার কিছু আছে কি? মিঃ সি. আর. দাস কলকাতা পৌর সভার মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথমেই চাকরীর জন্য দরখাস্ত আহ্বান করেন তাদের কাছ থেকে যারা দেশের জন্য দুঃখ কষ্ট ভোগ করেছে। ফলে এই পৌর-প্রতিষ্ঠান শিক্ষক হিসেবে স্থান দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী ও তাদের আত্মীয় স্বজনকে।

সারা রাজ্যে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে প্রথম অভিযানের সময় থেকে এখন আরও বেশী গভীরভাবে সন্ত্রাসবাদীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। আমি মনে করি না যে আমি অতিরঞ্জিত করছি—যদি বলি এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে একটা সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী নেই প্রধান নেতাদের নিয়ন্ত্রণে এবং যার ফলে পুলিশের অজান্তে যুবকেরা হত্যা করে চলেছে। এই নেতাদের অনেকেই গ্রেপ্তার এড়িয়ে ঘুরছে এবং এদের ধরিয়ে দিতে জনসাধারণ ভয় পায়। কোন কোন ক্ষেত্রে এরা বছরের পর বছর তাদের শক্তি ব্যয় করেছে হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দিয়ে। তাদের সাধারণ অনুচররা, যাদের কয়েক'শ কে আমি জানি, করুণার উদ্রেক করে। সরকারের প্রতি ঘৃণায় তাদের অপরিণত মন পরিপূর্ণ এবং তাদের সদ্‌গুণগুলোকে বিকৃত ক'রে এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাদের অপরাধমূলক কাজে প্ররোচিত করা হচ্ছে।

আমি ঘটনার দৃশ্যপট বর্ণনা করলাম। আন্দোলন বিস্তার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরণের সহায়ক দল সৃষ্টি হ'ল। এদের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছিল যেমন নিউ ভায়োলেন্স পার্টি (New Violence Party) ইত্যাদি। যদিও সাধারণভাবে ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র, এই দলগুলো প্রায়ই ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে কাজ করতো। প্রথম অভিযানের মত দ্বিতীয় অভিযান শুরু হওয়ার সময়েও পুলিশের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা ছিল না এই আন্দোলনকে এবং পত্রিকাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। আদালতের সাহায্যে পুলিশ এই অভিযান ব্যর্থ করার চেষ্টা করে, কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণাদির অভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাংলা সরকার

বিশেষ ক্ষমতা গ্রহণে বাধ্য হ'ল এবং ভারত রক্ষা আইন এর অনুকরণে অর্ডিন্যান্স জারী করলো। যেহেতু এ অর্ডিন্যান্স ছয় মাসের জন্য চালু ছিল, বাংলা সরকার অর্ডিন্যান্সের ধারা অন্তর্ভুক্ত করে খসড়া বিল তৈরী করলো কিন্তু কাউন্সিল এর উত্থাপন অস্বীকার করলো। গভর্ণর পাঁচ বছরের জন্য এই বিল অনুমোদন করলেন। ভারত রক্ষা আইন-এর মত এর ক্ষমতা এত ব্যাপক ছিল না ; লক্ষণীয় যে রাজ্যের বাইরে আটক রাখার কোন বিধি এতে ছিল না এবং কেবলমাত্র সক্রিয় সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা রইলো। সদস্য সংগ্রহকারী ও সংগঠকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কোন ধারা ছিল না। ১৯২৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে প্রায় সমস্ত নেতাদের এবং সক্রিয় সদস্যদের আটক করা হ'ল। তারপর আরম্ভ হ'ল ধীরে ধীরে বন্দীদের মুক্তি দেওয়া। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বরে সবাইকে মুক্তি দেওয়া হ'ল। ১৯৩০ সালে আইনের মেয়াদ শেষ হ'ল এবং এই তিন বছরে এই বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়নি। সরকার তখন সিদ্ধান্ত নিল আটক রাখার ক্ষমতা বাতিল করার এবং শুধুমাত্র বিচার সাপেক্ষ ক্ষমতা বহাল রাখার। এই সময়ে মুক্ত সন্ত্রাসবাদীরা আরও বৃহৎ আকারে এবং আরও ব্যাপকভাবে আঘাত হানবার জন্য সংগঠনকে এবং নিজেদের শক্তিশালী করার কাজে ব্যস্ত রইলো।

আইনের মেয়াদ শেষ হওয়ার সতেরো দিন বাদে এক বিস্ময়কর আক্রমণ সংঘটিত হ'ল। খাঁকি পোষাক সজ্জিত, সামরিক কায়দায় অস্ত্র-শস্ত্র, নানা যুদ্ধোপকরণ ও বোমার সাহায্যে রাতে সন্ত্রাসবাদীরা চট্টগ্রামের ইউরোপীয় আবাসস্থল এবং বিভাগীয় সদর কার্যালয়ের ওপর আক্রমণ করে। একই সঙ্গে পুলিশ অস্ত্রাগার, অক্সিলারী ফোর্স (Auxiliary Force)-এর সদর দপ্তরের অস্ত্রাগার এবং টেলিফোন এক্সচেঞ্জের ওপর আক্রমণ চালান হয়। রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা বিনষ্ট করা হয় এবং একটি ট্রেনকে ধ্বংস করা হয়। টেলিফোন অফিসের সুইচ্‌ বোর্ড ভেঙে টুকরো করা হয় এবং বাড়ীটিতে অগ্নি—

সংযোগ করা হয়। অক্সিলারী ফোর্সের অস্ত্রাগারের দুজন প্রহরী, দু'জন সারজেন্ট মেজর এবং আরও চারজন নিহত হন। অস্ত্রাগার বলপ্রয়োগ ক'রে খোলা হয় এবং পিস্তল, রাইফেল এবং একটি লুইস গান চুরি করা হয়; বাড়ীটিতে অগ্নি-সংযোগ করা হয়। পুলিশ লাইনে প্রহরীকে হত্যা করা হয়। অস্ত্রাগার জোর জবরদস্তি খোলা হয় এবং মাসকেটস্ রিভলবার এবং কার্তুজ, গোলা বারুদ লুঠ করা হয়। এই বাড়ীটিও পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এরপর এই সুসংহত ও সুশৃঙ্খল দল একত্রিত হ'য়ে কুচকাওয়াজ করে চট্টগ্রামের চারপাশের জঙ্গল ও পাহাড়ের দিকে চলে যায়।

এই আক্রমণ তৃতীয় অভিযানের সূত্রপাত করলো যার ফলাফল আপনারা দৈনিক সংবাদপত্রে পড়ছেন। ১৯৩০ সালে আইনের মেয়াদ খতম হওয়ার আটমাসের মধ্যে ৩৬টি ঘটনায় কমপক্ষে ১৯ জন নিহত হয় যেখানে গত বছর ১১৮টি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। ১৯০৭ সালের মার্চে যুগান্তর যে আদর্শ প্রচার করেছিল সেই অনুসারে সন্ত্রাসবাদীরা ইউরোপীয় কর্মচারীদের আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করে। কিন্তু তারা ইউরোপীয় সংঘের প্রেসিডেণ্ট এবং ষ্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার, যে পত্রিকা ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রশ্নে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে থাকে, সম্পাদককেও হত্যা করার চেষ্টা করে।[২৬] যখনই সন্ত্রাসবাদী পত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হয়েছে তখনই সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আত্মপ্রকাশ করে এক প্রচণ্ড গোঁড়ামি এই যুক্তিতে যে সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে—এই হিংসাত্মক ঘটনা সেই মনোভাবকে বিদ্রূপ করে। সম্প্রতি নারী সন্ত্রাসবাদীদের আত্মপ্রকাশ আর একটি অশুভজনক ব্যাপার। আইন অমান্য আন্দোলনে নারীরা অফিস কলকারখানা ঘিরে রেখে সক্রিয়ভাবে কাজে যোগদানে বাধা সৃষ্টি করতো, এবং অহিংস আন্দোলন ছেড়ে হিংসার পথে যাওয়া অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার। আপনারা স্মরণ করুণ সেই ঘটনার যখন দু'জন নারী কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ষ্টিভেন্সকে হত্যা করে।[২৭]

আর একজন নারী স্নাতক স্যার ষ্ট্যানলী জ্যাকসন-এর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ করে।[২৮] এরপর একজন নারী ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করে এবং আরও সাম্প্রতিককালে গত সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রাম রেলওয়ে ইন্স্টিটিউট-এর ওপর আক্রমণের পরিচালনা করে। যখন তাস খেলা চলছিল, তখন রাত সাড়ে দশটার সময় সন্ত্রাসবাদীরা বোমা, রিভলবার এবং বন্দুক নিয়ে তিন দিক থেকে ঐ প্রাঙ্গণ আক্রমণ করে। একজন ইংরেজ রমণী নিহত হন এবং চারজন নারীসহ এগারোজন অতিথি আহত হন। পরে ঐ সন্ত্রাসবাদীকে মৃত অবস্থায় বাড়ীটির বাইরে পাওয়া যায়—সে বিষপান করে।[২৯]

প্রথম চট্টগ্রাম আক্রমণের পরই আটক করার ক্ষমতা সমেত অর্ডিন্যান্স পুনরায় চালু করা হয়। পাঁচ বছরের মেয়াদ বিশিষ্ট পরের বিলটি বেঙ্গল কাউন্সিল (Bengal Council)-এ উত্থাপন করা হয় এবং পক্ষে ৬১ বিপক্ষে ১৫ ভোটে গৃহীত হয়। এটি একটি সুলক্ষণ কারণ জনমত বিপদকে উপলব্ধি করে। এরপর আরও ক্ষমতা গ্রহণ করা হয় বিশেষতঃ এবং সম্ভবতঃ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল সংবাদপত্রে হত্যা ও হিংসার প্ররোচনা দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা। এই বিল, যার মেয়াদ ছিল সীমিত, গত অক্টোবর মাসে আইন সভায় পাশ হয়।

বাংলার ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে বেশী সময় নিয়েছি সেজন্য উত্তর ভারতে এই আন্দোলনের প্রসার সম্বন্ধে আমি সংক্ষেপে বলবো। সম্প্রতি বিস্ময়কর আক্রমণগুলো যেমন দিল্লীর আইন সভায় বোমা নিক্ষেপ এবং পাঞ্জাবের গভর্ণরকে হত্যা করার চেষ্টা প্রমাণ করে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব।[৩০] এগুলোর স্রষ্টা বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা এবং বাংলার থেকেই এরা অনুপ্রেরণা পায়।[৩১]

১৯১২ সালে এক সক্রিয় কেন্দ্র দিল্লীতে স্থাপিত হয় যার ফলে ডিসেম্বর মাসে বোমার আক্রমণে লর্ড হার্ডিঞ্জও গুরুতর আহত হন এবং একজন পরিচর্যাকারী নিহত হয়।[৩২] আরও বোমার আক্রমণ

চলে। অবিরাম পুলিশ অনুসন্ধান চলা সত্ত্বেও ১৯২৪ সালের আগে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয় নি। বাংলায় পুলিশ অনুসন্ধান চলার পর প্রকাশ পায় যে এই ঘটনার পেছনে বাংলার সুদক্ষ নৈরাজ্যবাদীদের হাত রয়েছে। পরে বেনারসেও একটি সক্রিয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়।[৩৩]

উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে যে গোষ্ঠী তৎপরতা চালাচ্ছে তারা নিজেদের নাম দিয়েছে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান পার্টি যে নাম বাংলার এক গোষ্ঠীকে এমন মোহিত করেছে যে তারা ঐ নাম গ্রহণ করেছে।

উত্তর ভারতের গোষ্ঠী বিচ্ছিন্ন এবং বাংলার মত তাদের পেছনে বাংলার মত মারাত্মক এবং দৃঢ়তা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান নেই। এর কারণ এই নয় যে বাংলার সন্ত্রাসবাদীরা চেষ্টার কোন ত্রুটি করেছে তাদেরই মত উত্তর প্রদেশে ও পাঞ্জাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে যার বিবরণ আমি দিয়েছি। দ্বিতীয়বার অভিযানের সময় তারা ঐ রাজ্যে প্রায় ২৩টি কেন্দ্রে সংগঠক প্রেরণ করে এই নির্দেশ দিয়ে যে তারা সমস্ত এলাকা জুড়ে কাজ করবে যতদিন না আরও সংগঠক পাঠানো সম্ভব হবে। স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশ করতে হবে এবং কংগ্রেসে আসন দখল করতে হবে। আন্দোলন যে রূপ নিয়েছে তাতে আতঙ্ক রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গত ফেব্রুয়ারীতে এক সপ্তাহে এলাহাবাদে চারটি বোমা পুলিশের ওপর পড়ে তার মধ্যে একটি ফাটে নি এবং ঐমাসের প্রথম সপ্তাহে আজমগড়ে এবং লাখ্নৌয়ে বোমার আক্রমণে ১০ জন পুলিশ অফিসার এবং সাতজন সাধারণ মানুষ আহত হয়।

শেষ করার আগে বাংলার কথায় ফিরে যাই এবং বিশেষ করে পুলিশ সম্পর্কে কিছু বলবো। সাধারণ আইন যেমন সম্পূর্ণভাবে এই অবস্থার মোকাবিলায় অক্ষম ছিল, সে-রকম সাধারণ পুলিশী ব্যবস্থাও ছিল অক্ষম। গোয়েন্দা বিভাগ সৃষ্টি হ'ল বিশেষভাবে নির্বাচিত অফিসারদের নিয়ে। আমি বলতে পারি এই বিভাগের ভারতীয় অফিসাররা সাহস, আনুগত্য ও উৎসর্গীকৃত মনোভাব নিয়ে তাদের কর্তব্য করেছেন যার জন্য সরকার ও জনসাধারণ তাঁদেরা

কাছে ঋণী। অনেক রক্তপাত ঘটেছে কিন্তু ঘটনা আরও দুর্ভাগ্যজনক হ'ত যদি এই বীরের দল সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন করাকে তাঁদের জীবনের এক মহান খেলা বলে মনে না করতেন।

তাঁদের এবং তাঁদের পরিবার বর্গ নিপীড়িত হয়েছেন এবং তাঁদের একঘরে করা হয়েছে—সামাজিক সম্পর্ক বর্জন ভারতে এক নির্মম অস্ত্র। তাঁদের সব সময়ে ভয় দেখানো হয়েছে এবং তাঁদের অনেকে খুন হয়েছেন। আমি দেখছি তিনজন বিভাগীয় প্রধান ভারতীয় খুন হয়েছেন কিন্তু বিনা দ্বিধায় আর একজন সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন। এই সাহস এবং দৃঢ় সঙ্কল্প ভবিষ্যৎ ভারতের মঙ্গলময় পূর্বাভাষ।

১। ওয়ালটার চার্লস্ র‍্যাণ্ড ছিলেন সাতারার এসিষ্টাণ্ট কালেক্টর। সরকার প্লেগ নিবারণের উদ্দেশ্যে এক কমিশন গঠন করে এবং র‍্যাণ্ডকে কমিশনার করা হয়। প্লেগ সংক্রামিত অঞ্চলে রোগীর খোঁজে পুলিশ ও মিলিটারী অকথ্য অত্যাচার চালায়। হাসপাতালে অব্যবস্থা, অনুসন্ধানের নামে বাড়ী ঘর তছ্‌নছ্‌ এবং দেহ পরীক্ষার অজুহাতে মেয়েদের শ্লীলতাহানী জনসাধারণের মনে তিক্ত ক্ষোভের সঞ্চার করে। এই নির্যাতন ও অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার এক পরিকল্পনা করা হয় এবং ২২-এ জুন ১৮৯৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার শাসনের হীরক জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবের দিন পুণা গণেশ খিন্দ অঞ্চলে তিন ভাই চাপেকর দামোদর, বালকৃষ্ণ ও বাসুদেও ও বাসুদেও-র বন্ধু মহাদেব বিনায়ক রাণাডের ষড়যন্ত্রে র‍্যাণ্ড ও অপর এক সামরিক অফিসার লেঃ আয়ার্ষ্ট নিহত হন। এই হত্যার অপরাধে দামোদর ও বালকৃষ্ণ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। দুটি গুপ্তচর হত্যা ও ষড়যন্ত্রের অপরাধে বাসুদেও এবং রাণাডের মৃত্যুদণ্ড হয়। —অনুবাদক।

২। গণেশ সাভারকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'ল তিনি মিত্র মেলার জন্য দুটি গানের বই লিখেছিলেন। ৯ই জুন ১৯০৯ সালে তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষের বিবরণ অনুযায়ী এই দণ্ডাজ্ঞা দেওয়ার পর ২০শে জুন ইণ্ডিয়া হাউস-এর রবিবাসরীয় সভাতে বিনায়ক

সাভারকার অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন এবং তিনি ভারতে ইংরেজদের পাইকারীভাবে হত্যার সমর্থন করেন।

ভারত সরকারের গোয়েন্দা দপ্তর উইলীকে হত্যার পেছনে বিনায়ক সাভারকারের হাত ছিল বলে মনে করে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উইলীর হত্যাকারী খিংড়া লণ্ডনে যান ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে এবং ১৯শে অক্টোবর তিনি ইউনিভার্সিটি কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য ভর্তি হন।

—অনুবাদক।

২ক। গ্রেপ্তার করার সময় মদনলাল খিংড়ার পকেটে যে কাগজ পাওয়া যায় তাতে লেখা ছিল—"I attempted to shed English blood intentionally and of purpose, as an hnmble protest against the inhuman transportations and hangings of Indian youth.

"In this attempt I consulted none but my own conscience, conspired with none but my own duty.

"I believe that a nation unwillingly held down by foreign bayonets is in a perpetual state of war. Since open battle is rendered impossible—I attacked by surprise—since cannon could not be had I drew forth and fired a revolver.

"...The only lesson required in India is to learn how to die and the only way to teach it is by dying alone.

"The soul is immortal and if every one of my countrymen takes at least two lives of Englishmen before his body falls the Mother's salvation is a day's work.

"...It is my fervent prayer, may I be reborn of the same mother and may I redie in the same sacred cause till my mission is done...." (Political Tronble in India by J. C. Ker, p. 164, Calcutta, 1973) গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ সন্দেহ করে এই লেখা সাভারকারের খিংড়ার নয়।

—অনুবাদক।

৩। ১ জুলাই ১৯০৯ টাইমস্ পত্রিকায় কৃষ্ণবর্মা লেখেন যে স্যার উইলিয়ম তাঁর বন্ধু ছিলেন এবং এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তবে

তিনি আরও বলেন—"I frankly admit I approve of the deed and regard its author as a martyr in the cause of Indian independence." (Political Trouble in India, p. 164) —অনুবাদক।

৪। ২১শে ডিসেম্বর ১৯০৯ সালে মিঃ জ্যাকশনকে বিজয়ানন্দ্ থিয়াটারে অনন্ত লক্ষণ কানহেরে '(Anant Lakshman' Kan here) গুলী ক'রে হত্যা করে। উল্লেখ্য গণেশের আপীল বোম্বাই হাইকোর্ট ১০ই নভেম্বর ১৯০৯ সালে অগ্রাহ্য করেন। এই হত্যাকাণ্ডে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য বিনায়ক সাভারকারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। —অনুবাদক।

৫। মিঃ কার-এর বিবরণ অনুযায়ী ভি. ভি. এস. আয়ার লণ্ডন থেকে প্যারীতে যান ১৯শে এপ্রিল, ১৯১০ সালে এবং ৯ই জুন ১৯১০ সালে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ও সেখানে যান। আয়ারের মতে সন্ত্রাসবাদ বা ব্যক্তি হত্যা বিপ্লবের প্রথম পর্যায় যা দৃঢ়ভাবে চালিয়ে যেতে হবে যদিও বিপ্লবীদের চরম লক্ষ্য বিপ্লব এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরি করা শিখতে লোক পাঠানো প্রয়োজন আমেরিকা অথবা ফ্রান্সে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্যারী নগরীতে একটি কেন্দ্র গড়ে ওঠে যেখানে কৃষ্ণভর্মা, পারসী মহিলা মাদাম কামা, পাঞ্জাবী যুবক হরদয়াল ও রাজপুত এস. আর. রাণা বৈপ্লবিক কর্মপন্থা রচনায় লিপ্ত হন। —অনুবাদক।

৬। ১৭ই জুন ১৯১১ সালে তিন্নেভেলী জেলার মনিয়াচী (Maniyachi) জংশন স্টেশনে রেলগাড়ীর কামরায় মিঃ আস্ তাঁর স্ত্রীর সামনে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। তাঁর আততায়ীর নাম বানচী (Vanchi) আয়ার। তিনি ছিলেন ত্রিবাঙ্কুর ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কেরানী। তিনি নিজে আত্মহত্যা করেন।

৭। বঙ্গ বিভাগের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় ১৯০৫ সালের জুলাই মাসে এবং কার্যকরী করা হয় ১৬ই অক্টোবর। লর্ড কার্জন বাঙালী জাতিকে শায়েস্তা করার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি যে চরমপন্থী তৎপরতা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেন সে কথা স্বীকার করেন পরোক্ষভাবে C. R. Cleveland, Director of Criminal Intelligence। Political Trouble in India, 1907-1917, বইটি লেখেন J. C. Ker, ICS, গোয়েন্দা বিভাগ সংগৃহীত গোপন তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। এই বইটি ছিল অত্যন্ত গোপনীয়। Mr. Ker ছিলেন Director, Criminal Intelligence এর Personal Assistant ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত। আবার Officer on Special Duty এই পদে ১৯১৭ সালের

ফেব্রুয়ারী থেকে নভেম্বর পর্যন্ত তিনি বহাল থাকেন। C. R. Cleveland, যিনি ছিলেন Director, এই বই-এর মুখবন্ধে বলেন—"I venture to close this preface with a fairly long quotation from Farquhar's 'Modern Religious Movements in India,' a book, in my opinion, of fascinating interest and deep knowledge and insight" এই মন্তব্য ক'রে তিনি ঐ বই থেকে যে উদ্ধৃতি দেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ "…Then there came in 1905, the Partition of Bengal.…Lord Curzon believed he was carrying out the best policy ; but he paid little attention to Bengali feeling and opinion, and some of the speeches which he delivered in a tour through the province were provocative in the last degree. In any case, his action infuriated the educated classes in Bengal ; the whole country was soon rocking sympathy with them ;…

"It was these events that gave the anarchist party their opportunity…"

গোয়েন্দা বিভাগ স্বীকার করে যে Lord Curzon-এর "arrogant spirit and manner" সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বৃদ্ধিতে প্ররোচনা দেয়।

—অনুবাদক।

৮। রুশ জাপান যুদ্ধ শুরু হয় ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সালে। এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করে। আমেরিকার মধ্যস্থতায় সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় ২৯-এ অগাষ্ট ১৯০৫ সালে। শ্বেতাঙ্গজাতির এই পরাজয় ভারতে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

৯। বারীনের পরামর্শে অরবিন্দ লেখেন 'ভবানী মন্দির'। ১৯০৪ সালে বইটি বরোদা থেকে প্রকাশিত হয়। শক্তির আরাধনা ও দেশ সেবায় জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই এই বই-এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সরকার এই বইটির প্রচার নিষিদ্ধ করে।

১০। ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায়ের পত্রিকা "সন্ধ্যা"-র শুভ আবির্ভাব হয় ২৬-এ নভেম্বর ১৯০৪ সালে। প্রতিদিন বিকেলে প্রকাশিত হ'ত। শুরু থেকেই ব্রহ্মবান্ধবের সম্পাদনায় "সন্ধ্যা" কৌতুকভরা, শ্লেষপূর্ণ এবং তেজোদীপ্ত ভাষায়

জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট, ব্যথা-বেদনার কথা বলতো এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। "সন্ধ্যা" প্রচারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ব্রহ্মবান্ধব লেখেন— "...আমরা "সন্ধ্যা" নামে যে এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিবার মানস করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে—কেবল এই একমাত্র উপায় ভাল করিয়া বুঝান। রাজা ম্লেচ্ছ। উপজীবিকার জন্য মান সম্ভ্রমের জন্য ম্লেচ্ছ ভাষা, ম্লেচ্ছ বিদ্যা শিখিতে হইবে। ম্লেচ্ছ হাবভাব ধরিতে হইবে। নইলে উপায় নাই। ·যাহা শুন—যাহা শিখ—যাহা কর—হিন্দু থাকিও, বাঙ্গালী থাকিও।" আমবা যে কাবও অপেক্ষা ছোট নই। এটাই ছিল "সন্ধ্যা"-ব প্রচারমন্ত্র। (কালীচরণ ঘোষের জাগরণ ও বিস্ফোরণ ১ম খণ্ড এবং দেবজ্যোতি বর্মণের বাঙ্গলার রাষ্ট্রীয় সাধনা দ্রষ্টব্য) —অনুবাদক।

১৯০৬ সালের ৩রা মার্চ যুগান্তর পত্রিকার প্রথম প্রকাশ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শাসক গোষ্ঠীর মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। যুগান্তর দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করে— "ভারতবাসীর একটা নিরঙ্কুশ স্বদেশ চাই।" যুগান্তর দেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলে—"কোষমুক্ত তরবারি অত্যাচারীর হাতে শক্তিহীন, কিন্তু তারাই আবার ন্যায্য অধিকার বা ধর্মরক্ষায় দুর্দম দুর্বার অপরিমিত শক্তির আধার।" আবার বলে—"অর্থের প্রয়োজন? এসে যাবে: লুঠ ও ট্যাক্স আদায় করে অভাব মেটাতে পারা যাবে।" (জাগরণ ও বিস্ফোরণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৫)—অনুবাদক।

"বন্দেমাতরম্" দৈনিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ৬ই অগাষ্ট ১৯০৬ সালে। অরবিন্দ পত্রিকাব প্রকাশ সম্পর্কে লেখেন—"বিপিন পাল সামান্য পুঁজি নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' আরম্ভ করলেন এবং আমায় তার সঙ্গে যোগ দিতে ডাকলেন, আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলাম...বিপ্লবের জন্য যে প্রচার কার্যের প্রয়োজন তার সুবিধা হ'ল।" (জাগরণ ও বিস্ফোরণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৬) অরবিন্দ, বিপিন পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এই পত্রিকায় লিখতেন। যুগান্তরে লিখতেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, দেউস্কর প্রভৃতি।

আইন শৃঙ্খলার অর্থ কি? বন্দেমাতরম্ এর ভাষায়—"The Britishers' word is law, his presence and existence in the land a signal for the suppression and suspension of many patriotic activities. Reconciliation with foreign despotism is perfect order. --It is the height of impertinence to be begging and asking. To wish for

our eternal serfdom is prudence and peacefulness···To imagine ourselves a nation is madness. To love our country is superstition. To work for its emancipation is treason. To harbour any such sentiment is sedition." (5 June, 1907) জাগরণ ও বিস্ফোরণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯০ —অনুবাদক।

১১। ২৯-এ অগাস্ট ১৯৩০ সালে বাংলার ইণ্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যান ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে সকাল ৯টায় এলেন অসুস্থ জন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখতে। সঙ্গে ঢাকার পুলিশ সুপার হড্‌সন। রোগী দেখে তাঁরা বারান্দায় আলাপ করছিলেন। বিনয় বসু সোজা বারান্দায় গিয়ে গুলী বিদ্ধ করলেন লোম্যান ও হড্‌সনকে। লোম্যান নিহত হন। (বাঙলার বিপ্লব সাধনা-পুলকেশ দে সরকার। পৃঃ ১৪১-১৪২) —অনুবাদক।

১২। বিপ্লবী গণেশ ঘোষ লেখেন—"তৃতীয় দশকেই প্রয়াত বিপ্লবী নেতা ডাঃ নারায়ণ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় বোমার খোলেরও প্রভূত উন্নতি হয়। পূর্বের লোহার খোলের বদলে লোহার সাথে অ্যালুমিনিয়ম মিশিয়ে খোল তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। পূর্বের বোমা অপেক্ষা এইগুলি আয়তনে হয়ত অতি সামান্য ছোট ছিল কিন্তু এই ধরনের বোমাগুলি ছিল ওজনে পূর্বের বোমাগুলির চেয়ে অনেক হালকা···"ডাঃ নারায়ণ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় এই সময় 'T. N. T.' (Tri Nitro Toluene) বিস্ফোরক প্রস্তুত করা সম্ভব হয় এবং ব্যবহৃত হ'তে থাকে। এই বিস্ফোরক পদার্থ পূর্বে ব্যবহৃত বিস্ফোরক অপেক্ষা অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল।" (অগ্নিযুগের আগ্নেয়াস্ত্র—অমলেন্দু বাগচী. পৃঃ ১৬)

নানা সূত্র থেকে জানা যায় যে বোমা তৈরির ব্যাপারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক ল্যাডলি মোহন মিত্র এবং রসায়ন শাস্ত্রের মেধাবী ছাত্র রসিকলাল দত্ত বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন।

১৩। ১৯০২ সালের ২৪শে মার্চ (দোল পূর্ণিমার তিথি) অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যারিষ্টার প্রমথনাথ মিত্র হলেন সভাপতি আর তাঁর সহকর্মী ও সমিতির প্রাণ স্বরূপ ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা ও সতীশচন্দ্র বসু। উত্তরকালে পুলিনচন্দ্র দাস এই সমিতি পরিচালনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, চিত্তরঞ্জন, প্রমুখ বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

সদস্যদের মধ্যে মতান্তরের ফলে যুগান্তর দল-এর সৃষ্টি হয়। কালীচরণ

ঘোষ তাঁর জাগরণ ও বিস্ফোরণ বই-তে লেখেন—"যুগান্তর দল (পুলিশের খাতায় 'পার্টি') নিতান্ত স্বতন্ত্রভাবে উদ্ভূত হয়নি। যখন অবস্থা গুরুতর আকার ধারণ করেছে, তখন কেন্দ্রীয় বৈপ্লবিক সংস্থায় ছিলেন সভাপতি পি. মিত্র, সহ-সভাপতি অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাশ। কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।" (পৃঃ ১১১, ১ম খণ্ড) —অনুবাদক।

১৪। ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় রেলষ্টেশনে রেল লাইনে মাইন পাতা হয় ছোটলাট স্যার এণ্ড ফেজার-এর (Sir Andrew Frafer) ট্রেন ধ্বংসের জন্য। ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয় কিন্তু লাটসাহেব প্রাণে বাঁচলেন। উল্লাসকর দত্ত এই মাইন তৈরী করেন গোয়াবাগানের এক বাড়ীতে।

১৫। মেদিনীপুবের ক্ষুদিরাম বসু ও রংপুরের দীনেশচন্দ্র রায় (ওরফে প্রফুল্ল চাকী) ১৯০৮ সালের এপ্রিলের ১৭-১৮ তারিখ নাগাদ মজঃফরপুর পৌঁছান। কিংস্‌ফোর্ড তাঁর কোয়ার্টারের কাছে ক্লাবে তাস খেলতে যেতেন। ১৯০৮ সালের ৩০-এ এপ্রিল স্থানীয় প্রখ্যাত উকিল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা রাত ৮-৩০টা নাগাদ কিংসফোর্ড-এর ঘোড়ার গাড়ীর মত দেখতে একটা 'ভিক্টোরিয়া' চড়ে ঐ ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরছিলেন। কেনেডীর গাড়ী কিংসফোর্ড-এর ফটকের সামনে আসতেই ক্ষুদিরাম বোমা ছোঁড়েন। কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা মারা যান। ক্ষুদিরাম বসু ওয়াইনী ষ্টেশনের কাছে এক দোকানে মুড়ি কিনে খাওয়ার সময় ধরা পড়েন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়।

সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মোকামা ষ্টেশন প্লাটফর্মে প্রফুল্ল চাকীকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করলে তিনি নিজের পিস্তলের গুলীর সাহায্যে আত্মহত্যা করেন।

১৬। মজঃফরপুরের বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার পর পুলিশ নানা জায়গায়-খানা তল্লাসী চালায় এবং ১৯০৮ সালের ২রা মে মুরারিপুকুর বাগান বাড়ী, ১৩৪ নং হ্যারিসন রোড, ২৩ নং স্কট্‌স লেন, ৪৮ নং গ্রে ষ্ট্রীট, ৩৮/২ নং রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, ১৫ নং গোপীমোহন দত্ত লেন—একদিনে একই সময়ে খানা-তল্লাসী হয় এবং বোমার মামলার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। কলকাতা পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে এবং ২৪-পরগণা জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লি-র (Leonard Birley) কাছে আসামীদের হাজির করা হয়।

দায়রা জজ সি. পি. বীচক্রফ্‌ট্ (Charles Porten Beachroft) ১৯-এ অক্টোবর শুনানি আরম্ভ করেন এবং দায়রার রায় ঘোষিত হয় ৬-ই মে ১৯০৯ সালে। অরবিন্দ সহ সতেরজন মুক্তি পান। দু'জনের ফাঁসী, দশ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তিন জনের দশ বছর দ্বীপান্তর হুকুম হয়। (এদের সকলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়)। তিন জনের সাত বছর ও এক জনের এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

বারীন ও উল্লাসকরের আপীল ১৯০৯ ১৩ই মে ও অন্যান্যদের ১৭ই মে হাইকোর্টে দাখিল করা হয়। ৯ই অগাষ্ট সাওয়াল আরম্ভ হয় এবং ২৩শে নভেম্বর রায় ঘোষিত হয়। বারীন ও উল্লাসকরের ফাঁসি রদ হয়। চারজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, তিনজনের দশ বছরের দ্বীপান্তর, তিন জনের সাত বছরের দ্বীপান্তর এবং দু'জনের পাঁচ বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়। জজ জেন্‌কিন্স্ (Mr. Jenkins) ও কার্ণ্‌ডাফ (Mr Carnduff) রায় দেন। (জাগরণ ও বিস্ফোরণ পৃঃ ৩০০—৩০১ এবং বাংলার বিপ্লব সাধনা পৃঃ ৩১ দ্রষ্টব্য)

—অনুবাদক।

১৭। শ্রীরামপুরের নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী ১৯০৮ সালের ২৯শে মে পুলিশের কাছে গোপনে জবানবন্দী দেয়। ২৩শে জুন তার বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানানো হয়। নরেন ৩১শে অগাষ্ট ১৯০৮ সালে জেল হাসপাতালে মেদিনীপুরের সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং চন্দননগরের কানাইলাল দত্তের গুলীতে নিহত হয়। ৩রা সেপ্টেম্বর তাঁদের দায়রা সোপার্দ করা হয় এবং ২১শে অক্টোবর হাইকোর্ট তাঁদের মৃত্যুদণ্ড দেন। ১০ই নভেম্বর কানাই দত্তের এবং ২১শে নভেম্বর সতোন বসুর ফাঁসি হয়।

১৮। সাব-ইন্সপেক্টর নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০৮ সালের ৯ই নভেম্বর সার্পেনটাইন লেনে আততায়ীর গুলীতে নিহত হন।

১৯। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ সালে আলিপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে চারুচন্দ্র বসুর গুলীতে নিহত হন। ১৯শে মার্চ তাঁর ফাঁসি হয়।

২০। মানিকতলা বাগানবাড়ী মামলা হাইকোর্টে চলার সময় সামসুল আলম, সরকারী তদ্বিরকার, ২৪শে জানুয়ারী ১৯১০ সালে হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় বীরেন্দ্র চন্দ্র দত্তগুপ্ত-র গুলীতে নিহত হন। ২১শে ফেব্রুয়ারী বীরেন দত্তগুপ্ত-র ফাঁসি হয়।

২১। সিডিশন কমিটি নামে কুখ্যাত। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন S. A. T. Rowlatt। —অনুবাদক।

২২। বাংলার গভর্ণর ছিলেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে বক্তৃতা দেওয়ার সময় আক্রান্ত হন। আততায়ী বীণা দাসের ন'বছর কারাদণ্ড হয়।

২৩। ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে হাজার হাজার নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলী চালান হয়। অন্ততঃ শ-পাঁচেক লোক ঘটনাস্থলে নিহত হয়। অমৃতসর, লাহোর, গুজরানওয়ালা জেলার ওপর সামরিক আইন (Martial Law) জারী হয়। এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২৭শে মে রবীন্দ্রনাথ "স্যার" উপাধি বর্জন করেন।

২৪। ১৯২৪ সালের ১২ই জানুয়ারী গোপীমোহন সাহা পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব ভেবে ভুল করে মিঃ ডে-কে চৌরঙ্গীর ওপর গুলী করে হত্যা করেন। ১লা মার্চ ১৯২৪ সালে তাঁর ফাঁসি হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী রায় ঘোষণার আগে তিনি বলেন—"আমার দেহের প্রতি রক্ত বিন্দু ভারতের প্রতি গৃহে স্বাধীনতার বীজ রোপণ করবে। যতদিন ভারতবর্ষে জালিয়ানওয়ালাবাগ ও চাঁদপুরের মত অত্যাচার চলবে, এ অবস্থার বিরাম হবে না।"··· —অনুবাদক।

২৫। ১৭শে জুলাই ১৯৩১ সালে আলিপুরের জেলা ও সেসন জজের আদালতে মিঃ গার্লিককে গুলী করে হত্যা করা হয়। যুবকটি পুলিশ সার্জেণ্ট-এর গুলীতে নিহত হন। —অনুবাদক।

২৬। ষ্টেট্সম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসন (Alfred Watson) সরকারকে কঠোরতম পন্থা গ্রহণের জন্য অবিরত প্ররোচিত করে চলেন। ৫ই অগাষ্ট ১৯৩২ সালে তাঁর অফিসের সামনে তাঁকে লক্ষ্য করে গুলী করা হয় কিন্তু লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।

আবার ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে ক্লাইভ রোডের মোড়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা হয় কিন্তু সে যাত্রায়ও তিনি বেঁচে যান। প্রধান আসামী হিসেবে সুনীল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে সুনীল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় ১৭ই নভেম্বর ১৯৩২ সালে।

—অনুবাদক।

২৭। শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট C. G. B.

Stevensকে ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৩১ সালে তাঁর নিজের কোয়াটার্সে কর্মরত অবস্থায় গুলী করে হত্যা করেন। তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় এবং কলকাতা হাইকোর্টে ১৮ই জানুয়ারী ১৯৩২ সালে হাজির করা হয়। ২৭শে জানুয়ারী তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। —অনুবাদক।

২৮। আততায়ী বীণা দাস ডায়োশিসান কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন এবং কনভোকেশনে যোগ দেওয়ার সুযোগ লাভ করেন। —অনুবাদক।

২৯। পাহাড়তলী ইনষ্টিটিউটের ওপর আক্রমণ সংঘটিত হয় ২৪শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালে। প্রী.তিলতা ওয়াদ্দেদার এই আক্রমণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন এবং তিনি পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। —অনুবাদক।

৩০। ৮ই এপ্রিল ১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অধিবেশন (চলা কালে) সভাকক্ষে বোমা নিক্ষেপ করেন সর্দার ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত। উদ্দেশ্য সরকারী কাজে বাধা দান করা কারণ বিদেশী সরকার দেশের ক্ষতিসাধন করছে অথচ জগৎকে দেখানো হচ্ছে যে তাদের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন জনপ্রতিনিধিরা। দু'জন যুবকই গ্রেপ্তার হন। বিস্ফোরক আইন ভঙ্গ ও হত্যার প্রচেষ্টা এই দুই অভিযোগ আনা হয় এবং বিচারে তাঁদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয় ১০ই জুন ১৯২৯ সালে। মামলার শেষ এখানেই নয়। লাহোরের সহকারী পুলিশ সুপার স্যাণ্ডার্স ১৭ই ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে নিহত হন। দিল্লী ও তার আশেপাশের ঘটনা নিয়ে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ হয় ৭ই জুলাই ১৯২৯ সালে। ৭ই অক্টোবর ১৯৩০ সালে রায় ঘোষিত হয় যার ফলে ভগৎ সিং, শিবরাম রাজগুরু ও শুকদেবের ফাঁসির হুকুম হয়। উল্লেখ্য যতীন দাস এই মামলার একজন আসামী ছিলেন। আসামীদের ওপর বীভৎস অত্যাচারের প্রতিবাদে কয়েকজন রাজবন্দী অনশন শুরু করেন। এই অনশনের ফলে যতীন দাসের মৃত্যু হয় ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯ সালে। —অনুবাদক।

৩১। রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁদের বিশ্বস্ত অনুচরেরা উত্তর-ভারতে ব্যাপক ষড়যন্ত্র ও বিপ্লবী তৎপরতা সৃষ্টির মূলে ছিলেন। —অনুবাদক।

৩২। ২৩শে ডিসেম্বর ১৯১২ সালে এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয় যখন বড়লাটের মিছিল রাজধানীর পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছিল। এই বোমাটি ফেলেছিলেন বসন্তকুমার বিশ্বাস যদিও রাসবিহারী বোস ছিলেন এর উদ্যোগী। —অনুবাদক।

৩৩। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ছিলেন বেনারসে র‍্যাসবিহারী বসুর প্রধান অনুচর। তিনি বেনারসে এই উদ্দেশ্যে ছিলেন যে যে-দিন লাহোরে বিপ্লবের আগুন জ্বলবে সেই-দিনই বেনারসে বিপ্লব শুরু করবেন। তাঁর পরিচালনায় বেনারসের সপ্তম রাজপুত এবং দানাপুরের উননব্বই পাঞ্জাব রেজিমেণ্টের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সে প্রচেষ্টা বিশেষ সফল হয়নি যদিও কয়েক জনের সহানুভূতি তাঁরা লাভ করেছিলেন। বেনারসের বিপ্লবীদের জানানো হয় নি যে লাহোরে বিদ্রোহ শুরু করার দিন ১৯১৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পরিবর্তন করা হয়েছে। এই তারিখ পরিবর্তন করা হয় কারণ বিপ্লবীদের সন্দেহ হয় যে তাঁদের পরিকল্পনা জানাজানি হয়ে গেছে। শোনা যায় যে ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় শচীন সান্যাল এবং তাঁর কয়েকজন বন্ধু সৈন্যদের কুচকাওয়াজের জন্য নির্দিষ্ট ময়দানে বৃথা অপেক্ষা করেছিলেন এই আশায় যে বিদ্রোহ শুরু হবে। ১৯শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় লাহোর ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়। বেনারস ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা আবিষ্কার হওয়ার ফলে বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা বিশেষ আদালতে ৫ই নভেম্বর ১৯১৫ সালে আরম্ভ হয় এবং শেষ হয় ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯১৬ সালে। ২৪ জন অভিযুক্ত হয় এবং মামলা শুরু হওয়ার সময় ৮ জন পলাতক থাকে এবং একজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ২ জনের সাত বছর, চারজনের পাঁচ বছর, তিনজনের তিন বছর, একজনের ২ বছর জেল হয় এবং ৪ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বাংলা পরিশিষ্ট

প্রীতিলতার নিজের হাতে লেখা ইংরেজী বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ—

"বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

"আমি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোষণা করছি, আমি ভারতীয় গণতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার একজন সৈনিক, এই বাহিনীর উচ্চ আদর্শ আমাদের মাতৃভূমিকে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকের অত্যাচার ও শোষণ থেকে মুক্ত করে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় গণতন্ত্র স্থাপন করা। চট্টগ্রাম শাখার অত্যাশ্চর্য সাফল্য বাংলা দেশের, শুধু বাংলা দেশের নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের নতুন উৎসাহ, উদ্দীপনা ও কল্পনা-শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। ১৯৩০ সালের এপ্রিলের অবিস্মরণীয় ঘটনা, পবিত্র জালালাবাদ পাহাড়ের সাফল্যমণ্ডিত সংগ্রাম এবং পরবর্তী সমীরপুর, ফেণী, চন্দননগর, চাঁদপুর, ঢাকা, কুমিল্লা এবং ধলঘাটের খণ্ডযুদ্ধ সবই তাদের প্রেরণা দিয়েছে। এইরূপ এক গৌরবোজ্জ্বল সংস্থার সভ্য হবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে আমি গর্ববোধ করছি।

"আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছি। আজকের সংঘর্ষও সেই ধারাবাহিক সংগ্রামের একটি অংশ। ইংরেজ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছে, লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নরনারীর জীবন ধ্বংস করেছে, বহু বছর ধরে আমাদের রক্ত শোষণ করেছে। এইভাবে নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং দৈহিক দিক থেকে আমাদের সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার তারাই একমাত্র কারণ; কাজেই তারা আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু এবং আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। এইজন্য আমরা আজ ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে

বাধ্য হয়েছি, সে ইংরেজ সরকারী কর্মচারী বা সাধারণ লোক যেই হোক না কেন। যদিও কোন মানুষের প্রাণ হরণ করা একেবারেই আনন্দের কাজ নয়, তবু স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে-কোন উপায়ে পথের সমস্ত বাধা অপসারণের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

"আমাদের মহান নেতা মাষ্টারদা যখন আজকের সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমাকে আহ্বান জানা'লেন, আমি তখন আমার এতদিনের আকাঙ্খা পূর্ণ হতে চলেছে দেখে নিজেকে ভাগ্যবতী বলে মনে করলাম এবং আমার দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে এ ভার গ্রহণ করলাম। কিন্তু সেই মহান নেতা যখন আমাকে এই আক্রমণ পরিচালনার দায়িত্ব নিতে বললেন তখন আমি আমার নিজের শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করে বললাম, এত অভিজ্ঞ ও শক্তিমান দাদারা থাকতে আমার মত একটি বোনকে কেন এ দায়িত্ব দিতে চাইছেন? মাষ্টারদা তাঁর অপূর্ব যুক্তির সাহায্যে শীঘ্রই আমার সন্দেহ ভঞ্জন করলেন এবং আমি আমার নেতার আদেশ মাথা পেতে নিলাম। যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে আমি ছোটবেলা থেকে পুজো করে এসেছি আজ এই গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলাম।

"আমার দেশবাসীর কাছে বোধহয় আমার কাজের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন। দুঃখের বিষয় আজও আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা ভারতীয় ঐতিহ্যে লালিত-পালিত একটি মেয়ে নৃশংসভাবে নরহত্যা করেছে শুনলে চমকে উঠবেন। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই এই ভেবে যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীপুরুষে ভেদাভেদ কেন থাকবে। চিরস্মরণীয় রাজপুত রমণীরা তো বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রাম করেছেন এবং দেশের শত্রুদের বধ করতে একটুও দ্বিধা করেননি। এই সমস্ত মহীয়সী নারীদের প্রশস্তিতে ইতিহাসের পাতা পূর্ণ হয়ে আছে। তবে আমরা, আজকের যুগের মেয়েরা বিদেশী শাসন থেকে আমাদের দেশকে মুক্ত করার

মহৎ কাজ থেকে বঞ্চিত হব কেন? সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যদি ভাই-বোনেরা পাশাপাশি দাঁড়াতে পারে, তবে বিপ্লবী আন্দোলনেই বা পারবে না কেন? এর কারণ কি এই যে, ছুটো আন্দোলনের ধারা আলাদা, না মেয়েরা বিপ্লবী আন্দোলনের উপযুক্ত নয়? আন্দোলনের ধারা হিসাবে অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম বলে এ একটা নতুন কিছু নয়। বহু দেশেই এই সংগ্রাম সাফল্যলাভ করেছে। তবে কেন একমাত্র ভারতেই একে নিন্দা বলে মনে করা হবে? সামর্থ্যের কথা যদি ধরা হয় তবে স্বাধীনতা সংগ্রামে পুরুষের চেয়ে নারীরা কম সক্ষম একথা মনে করা কি অন্যায় নয়? এই ভুল ধারণা দূর করবার সময় আজ এসেছে। মেয়েরা যে এখনও পিছিয়ে আছে তার কারণ—তাদের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে।

"নারীরা এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে তারা আর পিছিয়ে থাকবে না এবং সংগ্রাম যতই কঠিন ও বিপদসঙ্কুল হোক না কেন ভায়েদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তারাও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে। আমি আন্তরিকভাবে আশাকরি আমার বোনেরা আর নিজেদের দুর্বল ভাববেন না, এবং ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামে হাজারে হাজারে যোগদান করে সমস্ত রকম বাধা এবং বিঘ্নের সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হবেন।

"এখন আমি কেমন করে বিপ্লবী সংগঠনের সংস্পর্শে এলাম তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবো।

"ডাঃ খাস্তগীর হাইস্কুলে ম্যাট্রিকুলেশন ক্লাসে পড়ার সময় আমি চট্টগ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের কথা জানতে পারি এবং শুনতে পাই যে বিপ্লবী সংগঠনে নেতৃত্ব দেবার উপযুক্ত সর্বগুণ-সম্পন্ন এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একজন এই দলের নেতা। ঢাকায় দু'বছর ইণ্টার-মিডিয়েট পড়ার সময় আমি নিজেকে মাষ্টারদার উপযুক্ত সহকর্মী হিসেবে গড়ে তোলবার জন্য চেষ্টা করতে থাকি। অবশ্য লেখাপড়া আমি অবহেলা করিনি; ১৯৩০ সালে মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সব মিলিয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আমি ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করি।

"১৯৩০ সালের ২৯শে এপ্রিল আমি পরীক্ষা শেষ করে বাড়ী ফিরে আসি এবং চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের (গতরাত্রের) গৌরবোজ্জ্বল কীর্তির কথা শুনতে পাই। এই মহান্ বীরদের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার অন্তর ভরে ওঠে। কিন্তু এই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে আমি কোন অংশ নিতে পারলাম না বলে, এবং যে মাষ্টারদার নাম শোনার পর থেকেই শ্রদ্ধা করে আসছি তাঁকে, একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না বলে আমার মনে খুব দুঃখ হ'ল। জালালাবাদের শহীদের জন্য আমার অন্তরে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম। মনের এই অবস্থায় আমি বি. এ. পড়তে কলকাতায় চলে গেলাম। আমার স্বদেশের কথা তখন সর্বদাই আমার মনে জেগে থাকতো। যে সন্তানেরা স্বাধীনতা'র বেদীমূলে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, সেই প্রিয় সন্তান বিচ্ছেদ বিধবা জননীদের শোকাশ্রু আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেতাম।

"মনের এইরকম অবস্থায় আমার এক দাদা আমাকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে বললেন। রামকৃষ্ণ তখন একটি নির্জন সেলে নিজের দেশকে ভালবাসার জন্য চরম দণ্ডের অপেক্ষা করছেন। এই সাক্ষাৎকার আমাকে নতুন উদ্দীপনা এনে দিল। আমি রামকৃষ্ণদাদার মাসতুতো বোন হিসেবে যেতাম এবং প্রায় প্রতিদিনই আমি এই সপ্রতিভ আনন্দোচ্ছল তরুণ বীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতাম। প্রাণ দণ্ডের আগে প্রায় চল্লিশ দিন আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি। তাঁর আত্মমর্যাদাপূর্ণভাব, সহজ কথাবার্তা, মৃত্যুর কাছে শান্ত আত্মসমর্পণ, অকপট ঈশ্বর-ভক্তি, শিশুসুলভ সরলতা, স্নেহপূর্ণ হৃদয়, গভীর জ্ঞান ও সুগভীর অনুভূতি আমাকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। রামকৃষ্ণদার প্রাণদণ্ডের পরে কোন একটি বাস্তব বৈপ্লবিক অভিযানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। অবশ্য, আমাকে আমার বি. এ. পরীক্ষার জন্য আরও ন'মাস কলকাতায় থাকতে হ'ল। এর মধ্যে আমি কয়েকবার মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই।

"১৯৩২ সালে আমার পরীক্ষার পর যে কোন উপায়ে মাষ্টারদার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরে আসি। অল্প ক'দিনের মধ্যেই আমার দীর্ঘ দিনের আশা পূর্ণ হ'ল। চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের দুই বিখ্যাত নেতা মাষ্টারদা ও নির্মলদার সামনে আমি উপস্থিত হলাম।

"নির্মলদার সঙ্গে অল্প ক'দিনের সাক্ষাতেই আমি তার চরিত্রে সুদৃঢ় নীতিবোধ এবং গভীর ধর্মবোধের সমন্বয় লক্ষ্য করেছি। আমার সৌভাগ্য যে, আমি মহাত্মার সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলাম। তাঁর দেশের লোক জানলো না কত বড় পবিত্র, কী অসাধারণ এক মানুষ নিঃশব্দে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন।

"নির্মলদার শোচনীয় মৃত্যু আমাকে তীব্র আঘাত হানলো এবং আমি আরও মরীয়া হয়ে উঠলাম। এই সময় আমার বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরুলো এবং আমি ডিষ্টিংশনে পাশ করলাম। এর কিছুকাল পরেই আমি আমার প্রিয় পরিবার ও আত্মীয়স্বজনদের চিরদিনের জন্য ছেড়ে এসে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে বৈপ্লবিক কাজে আত্মনিয়োগ করলাম।

"শৈশব থেকেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে অখণ্ড বিশ্বাস ও দৃঢ়তা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদ আমি সারাজীবন সযত্নে রক্ষা করেছি এবং আজ যখন আমি তাঁর চরণে আত্মসমর্পণ করতে চলেছি তখন এই সম্পদ যেন আরও সুখকর, মূল্যবান, আরও দীপ্তমান বলে মনে হচ্ছে। আমার বৈপ্লবিক আদর্শ যদি সর্বশক্তিমানের ভক্তির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতে না পারতো তা'হলে বোধহয় আমি কখনই বিপ্লবী হতে পারতাম না।

"ঈশ্বরের প্রতি আবাহন জানিয়ে আমি আজকের দায়িত্ব পালন করতে চলেছি এবং প্রার্থনা করছি তিনি যেন আজ আমাকে মলিনতা মুক্ত করে তোলেন, যাতে আমি তাঁর চরণে স্থান পাবার উপযুক্ত হই।"

এই বিবৃতিটির বাংলা অনুবাদ অনন্ত সিংহ তাঁর 'মহানায়ক সূর্যসেন ও চট্টগ্রাম বিপ্লব' বইটিতে প্রকাশ করেন। পৃঃ ১৪০-১৪৪

মাননীয় বিচারপতিদের জাজমেণ্ট কপিতে এর উল্লেখ করে বলা হয়—

"On Prithilata's dead body was found a document Ex. 56, which, it is not disputed, is in her handwriting. In it she states that she was summoned by 'Masterda' to join in the raid, but that when asked to lead it. she felt diffident on account of her sex. But 'Masterda soon convinced me and I took my leader's command ;"

পাহাড়তলীর আক্রমণ যে মাষ্টারদার প্ররোচনায় সংঘটিত হয় তার উল্লেখ করে বিচারপতিগণ বলেন—The appellant's own version of his conncetion with the Pahartali outrage is to be found in Ex 189 which was found at Gairala, and has been satisfactorily proved to be in his handwriting. It is headed 'Bejoya', and it was clearly written on the Bejoya day at the end of September 1932. After referring to other revolutionaries, who have been killed or convicted, he writes of Prithilata as follows : 6 To day—I remember that emblem shed, pure and beautiful whom I immersed fifteen days ago, putting weapon in her one hand and nectar in the other. The remembrance of her is predominant to-day. I have not been able to forget her remembrance even for a moment during these fifteen days, whom I sent to the field of battle dressing her up with my own hands in battle attire whom I permitted to jump into the sure jaws of death. When I told her piteously after I had dressed her up that I had dressed her for the last time and dada would never in his life dress her again the idol smiled a little.'

"It is admitted that the reference is to Prithi—the 'nectar' can only mean the poison, and 'battle attire' the male dress she was wearing at the time of her death." (Ref. 10R file no. L/P & J/7/331)

* ("আজ আমার মনে পড়ছে সেই অশ্রুসিক্ত পবিত্র ও সুন্দর প্রতিমাকে যাকে আমি পনের দিন আগে বিসর্জন দিয়েছি তার এক হাতে অস্ত্র আর অন্য হাতে অমৃত দিয়ে। তার স্মৃতি আজ প্রাধান্য লাভ করেছে। আমি এই পনের দিন্ এক মুহূর্তের জন্য তার স্মৃতি ভুলতে পারি নি যাকে, আমি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠিয়ে ছিলাম নিজের হাতে রণসাজে সজ্জিত করে, যাকে আমি অনুমতি দিয়েছিলাম মৃত্যুর নিশ্চিত গহ্বরে ঝাঁপ দিতে। যখন আমি তাকে সাজিয়ে করুণভাবে বললাম আমি তাকে শেষ বারের মত সাজালাম এবং দাদা তার জীবনে আর কখনো তাকে সাজিয়ে দেবে না, প্রতিমা তখন একটু মুচকি হেসেছিল।"—ভাষান্তর)

'প্রিয় মিঃ লোম্যান,

আমি ২৮শে জুন ১৯৩০ সাল, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব। আমি নিশ্চিতভাবে জানি আমাকে গ্রেফতার করিবার সেই সুযোগ আপনি হারাইবেন না। দয়া করিয়া ভুলেও মনে স্থান দিবেন না যে আমি আত্মসমর্পণ করিতে যাইতেছি। একজন নতি স্বীকার করে কখন? যখন আত্মরক্ষায় সম্পূর্ণ অপারগ হয় ও নিজেকে বাঁচাইবার আর কোন পথই থাকে না, একমাত্র তখনই মানুষ পরাজয় মানিয়া লইতে বাধ্য হয়।

"আমি কি এখন সত্যই অক্ষম ও অপারগ? না কখনই না। আত্মরক্ষার্থে আমার অস্ত্র আছে, প্রয়োজনে খরচ করিবার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ আছে, বহু দরদী বন্ধু সাহায্য করিতে প্রস্তুত এবং বাংলাদেশে, এমন কি বাংলা ও ভারতের বাহিরেও, আমার গোপন নিরাপদ আস্তানার অভাব নাই। বর্তমানে আমি বন্ধুদের সহিত খুব নিরাপদেই আছি। এমত অবস্থায়ও আপনাকে আমি গ্রেফতারের সুযোগ দিতেছি—কেন? আপনি কি মনে করেন আমার অতীত কার্যকলাপের জন্য বিন্দুমাত্রও অনুতপ্ত? না, নিশ্চয়ই না—বিন্দু-মাত্রও অনুতপ্ত নহি। তবে কি আমার প্রতি ইহা কোন উচ্চ বিপ্লবী পরিষদের নির্দেশ? না, তাহাও নহে। এ আমার একান্ত ব্যক্তিগত কারণ—নিতান্তই নিজস্ব।

ইতি—

বিপ্লবী অনন্তলাল সিংহ।

২৫শে জুন ১৯৩০ সালে পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল মিঃ লোম্যানকে ইংরেজীতে লেখা যে চিঠিটি পাঠান তার অনুবাদ (অনন্ত সিংহ—চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ—পৃঃ ১৬১-১৬২)।

অনন্ত সিংহের স্বেচ্ছায় গ্রেপ্তার বরণ বিপ্লবী মহলে ও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। তাঁর স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে মাষ্টারদা যে কর্মসূচীর উল্লেখ করেন তার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ছিল—সরকার

যেন “রাজসাক্ষী নিযুক্ত করতে অসমর্থ হয় ; জেল-প্রাচীরের অভ্যন্তরে অস্ত্র-শস্ত্র ও গোলা-বারুদ মজুত করতে হবে ; বাইরে ও জেলের মধ্যে ব্যাপকভাবে ডিনামাইট ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে…।” এ সম্পর্কে অনন্ত সিংহ লেখেন—“ ..বাস্তব ঘটনাবলী থেকে মাষ্টারদার কর্মসূচীর সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমার প্রত্যক্ষ চেষ্টাতেই কেউ রাজসাক্ষী হয় নি এবং স্বীকারোক্তিও সত্যিই প্রত্যাহার করেছে। কর্মসূচী অনুযায়ী জেলে ও বাইরে ব্যাপক ল্যাণ্ডমাইনের তাণ্ডব সৃষ্টির প্রস্তুতি জেলের ভিতর থেকেই যে আমরা সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছিলাম তাও অভ্রান্ত সত্য।” কিন্তু ধরা দেওয়ার এটা মূল কারণ নয়। অনন্ত সিংহ স্পষ্টই বলেন—“এ আমার দুর্বলতা, কোন বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য নয়, এ আমার নেহাতই ব্যক্তিগত কারণ।” তাঁর বন্ধুদের তিনি এক চিঠিতে লেখেন—“আমি অত্যন্ত ভাবপ্রবণ তা তোমরা সবাই জান। কি করবো—এতে আমার কোন হাত নেই। আমি তোমাদের কাছে কতই শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেয়েছি—কারো বিরুদ্ধেই আমার কোন অভিযোগ নেই। তবু প্রতি মুহূর্তে আমার আহত মনের অভিমান আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, আমি আমার ন্যায্য স্বীকৃতি হ'তে বঞ্চিত। আমার কোন দাবি নেই।” (চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ—পৃঃ ১৪৭-১৪৮ ও ১৫৯)

স্যার চার্লস টেগার্টের প্রাণনাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টার বিবরণ:

সকাল ১১টার সময় আমি আমার গাড়ীতে ডালহাউসি স্কোয়ার হ'য়ে আমার কর্মস্থল লালবাজারে যাচ্ছিলাম। আমার গাড়ীতে আমি এবং আমার গাড়ীর চালক ছাড়া কেউ ছিল না। গাড়ী রাস্তার বাঁ'দিকে ট্রাম লাইন থেকে ছ' ফিটের মধ্যে ছিল। আমার গাড়ী যখন মেসার্স হ্যারল্ড এ্যাণ্ড কোং-র সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন গাড়ীর খুব কাছেই এক বিরাট বিস্ফোরণের আওয়াজ আমি শুনতে পাই। এটা বোমা বিস্ফোরণ বুঝতে পেরে আমার পায়ের কাছে রাখা রিভলবারটা তুলতে নিচু হই। যেমন নিচু হয়েছি ঠিক সেই সময় গাড়ীর নিকটে কিন্তু বাঁদিকে দ্বিতীয় বোমা বিস্ফোরিত হয়। ডালহাউসি স্কোয়ারের দিকের ফুটপাত থেকে বোমা দুটো ছোঁড়া হয়। আমি আমার চালককে গাড়ী ঘোরাতে বলি। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী ঘুরিয়ে যেখানে বোমাগুলো ফাটে তার প্রায় দশ গজের মধ্যে থামায়। যখন গাড়ী ঘোরে আমি দেখলাম লোকেরা ডালহাউসি স্কোয়ারের দক্ষিণ-পূর্ব দিক ধরে হেয়ার ষ্ট্রীটের দিকে দৌড়াচ্ছে। আমি গাড়ীতে নেমে তাদের পিছু নিলাম। রাস্তার ফুটপাতে প্রায় ৬০ গজ দূরে একজন বাঙালী যুবক রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল এবং ব্যাহতঃ মৃতপ্রায়। তার কাছে ছিল দুটি তাজা Mill-type বোমা, আপতদৃষ্টিতে Aluminium alloy-এর তৈরি, একটা Belgian make Six Chambered ·455 Service Calibre রিভলবারও। প্রত্যেকটি Chamber ভর্তি ছিল কিরকির সরকারী কারখানার সরকারী কার্তুজে।

ইতিমধ্যে আর একজন বাঙালী যুবক, যার ক্ষত থেকে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, যে অবস্থায় ধরা পড়ে তার বিবরণ নিচে দেওয়া হ'ল—

একজন কনষ্টেবল, যে মেসার্স রড্ডা এ্যাণ্ড কোং-র সামনে পাহারা দিচ্ছিল, দেখতে পায় একজন বাঙালী যুবক ওয়েলেসলী প্লেস ধরে

গভরমেণ্ট প্লেস নর্থ-এর দিকে দৌড়াচ্ছে। সে তাকে ধরতে চেষ্টা করে কিন্তু লোকটি রিভলবার বার করে এবং তার দিকে গুলি ছোঁড়ে। এই কনষ্টেবল, সেক্সন-'জি'-র শেখ মোকবুল, তার বাঁশী বাজায় এবং গভরমেণ্ট প্লেস নর্থের ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে কর্তব্যরত ট্যাফিক কনষ্টেবল মহম্মদ রেজা খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মহম্মদ রেজা খান এই যুবকটিকে দৌড়তে দেখে এবং ধরে ফেলে, যদিও যুবকটি তাকে গুলি করতে চেষ্টা করে। যে ধরনের বোমা আগের লোকটির কাছে পাওয়া যায় সে-রকম বোমা তার কাছেও পাওয়া যায় এবং একটা ·320 bore Six Chambered Belgian make রিভলবার —প্রত্যেকটি চেম্বার ভর্তি ছিল কিন্তু একটা চেম্বার থেকে বোঝা যায় একটা গুলি চালানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তা'ছাড়া এই যুবকটির পকেটে চারটে অতিরিক্ত কার্তুজ পাওয়া যায়। যেহেতু সে আহত হয়েছিল তাকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সে বলে তার নাম দীনেশচন্দ্র মজুমদার—বসিরহাট, ২৪ পরগণা এবং কলকাতার ৭নং রামমোহন রায় রোড নিবাসী পূর্ণচন্দ্র মজুমদার-এর ছেলে এবং ইউনিভার্সিটি কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক আইন বিভাগের ছাত্র।

আর একটি বিবরণে প্রকাশ, যা নিয়ে অনুসন্ধান চলছে, সেটা হ'ল কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসের কর্মচারী মিঃ জেনিংস, যিনি বিস্ফোরণের সময় অফিস ছুটির পর যাচ্ছিলেন, লক্ষ্য করেন একজন বাঙালী যুবক টেলিগ্রাফ অফিসের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। তিনি তাকে ধরার চেষ্টা করেন কিন্তু যুবকটি রিভলবার বার করে এবং পালিয়ে যায়। এটা পরিষ্কার নয় যে এই ব্যক্তি সেই যুবক কিনা যে তার নাম দীনেশচন্দ্র মজুমদার বলে জানায়।

বোমা বিস্ফোরণ যেখানে ঘটে সেখানে ফিরে গিয়ে দেখি বোমার দুটো টুকরো আমার গাড়ীর বাঁ দিকের পেছনের দরজায় লাগে এবং দরজা ও ভেতরের আস্তর ভেদ করে। গাড়ীর পেছনের ডান দিকের চাকার টায়ারে বোমার একটা টুকরো ব'সে যায়। আর বোমার

একটা ছোট টুকরো আমার গাড়ীর চালকের কোট্ ও শার্ট ভেদ ক'রে বাঁ হাতের বাহুতে আঘাত ক'রে ক্ষতের সৃষ্টি করে। বোমার আর একটি অংশ তার পাগড়ীতে লাগে এবং ভেদ ক'রে বেরিয়ে যায়।

এরপর আমি রাস্তা পার হ'য়ে মেসার্স হ্যারল্ড এ্যাণ্ড কোং-র দোকানে গিয়ে দেখি জানলার কাঁচের প্লেট বোমার অংশগুলোর আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ এবং বোমা বিস্ফোরণের সময় মেসার্স হ্যারল্ড এ্যাণ্ড কোং-র দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটো বেসরকারী গাড়ীতেও নিক্ষিপ্ত বস্তুর আঘাত লাগে। বোমার একটি অংশ রাস্তার উপরে ২০ গজ দূরে মেসার্স টমাস কুক এ্যাণ্ড কোং-র অফিসের জানলার কাঁচের প্লেটে আঘাত করে। মেসার্স হ্যারল্ড এ্যাণ্ড কোং-র বাইরের ফুটপাতে আমি রক্ত পড়ে থাকতে দেখি এবং জানতে পারি যে তিনজন পথচারী বোমার টুকরোর আঘাতে আহত হয়—এদের দু'জন কুলী আর একজন ভারতীয় গাড়ী চালক। তাদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

ঘটনাস্থল পরীক্ষা করে মনে হয় একটা বোমা কাছেই পড়ে এবং ট্রাম লাইনের মাঝখানে। আর একটা বোমা গাড়ীর ওপর দিয়ে ছোঁড়া হয় এবং রাস্তার মাঝখানে পড়ে। মনে হয় যে বোমা কাছে পড়ে তার টুকরো নিক্ষেপকারীদের আঘাত ও আহত করে। যে লোকটি গুরুতরভাবে আহত হয় লালবাজার পৌঁছবার পরই তার মৃত্যু হয়। তিন নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত দীনেশ মজুমদারের বিবৃতি অনুযায়ী মৃত ব্যক্তি খুলনার অনুজা সেন। যদি এ কথা ঠিক হয়, সে হচ্ছে সন্ত্রাস দলের একজন বিখ্যাত সদস্য যার নাম খুলনা জেলার গ্রেপ্তারের তালিকায় রয়েছে। আরও তদন্ত চলছে। আমি মনে করি কনষ্টেবল শেখ মোকবুল ও মহম্মদ রেজা খান যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহস দেখিয়েছে অপরাধী দীনেশ মজুমদারকে গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে।*

* ঘটনাটি ঘটে ২৫শে অগাষ্ট ১৯৩০ সালে এবং সেইদিনই স্যার চার্লস টেগার্ট বাঙলা সরকারের মুখ্য সচিবকে যে চিঠি মারফৎ ঘটনার বিবরণ জানান সেই চিঠির ভাষান্তর। (Ref. 10R : L/P & J/6/2000)

বিনয়, বাদল ও দীনেশের রাইটার্স বিল্ডিং অভিযান সম্পর্কে বাঙলা সরকারের মুখ্য সচিবকে লেখা স্যার চার্লস টেগার্টের চিঠির ভাষান্তর।

মহাশয়,

…সরকারের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে ৮ তাং প্রায় বেলা ১২-৩০টার সময় তিনজন বাঙালী, পরে যাদের বিনয়কৃষ্ণ বোস, দীনেশচন্দ্র গুপ্ত ও সুধীরচন্দ্র গুপ্ত বলে সনাক্ত করা হয়, রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করে এবং দোতলার দিকে যায়। তাদের প্রথম লক্ষ্য করেন মিঃ হডসন, সরকারী সলিসিটর। যিনি বলেন যে তিনি রাইটার্স বিল্ডিং-এ রাজস্ব সচিব, মিঃ ফিলপটের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি তাদের কর্ণেল সিম্পসনের ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন এবং যখন তিনি পশ্চিমদিকে তাকিয়ে মিঃ ফিলপটের ডাকের অপেক্ষায় ছিলেন তিনি কর্ণেল সিম্পসনের ঘরের ভেতরে গুলির আওয়াজ শুনতে পান। তিনি দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময় চারদিক তাকিয়ে দেখছিলেন এবং একজন বাঙালীকে কর্ণেল সিম্পসনের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসতে দেখেন এবং তার পেছনে সেই তিনজন যাদের তিনি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন। তিনি দেখেন তাদের একজনের হাতে দীর্ঘ-নলা রিভলবার। স্বভাবতই মিঃ হডসন তখন একটু বিচলিত হয়ে পড়েন এবং অন্য দু'জনের হাতে কোন অস্ত্র ছিল কিনা তা তিনি লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু বারান্দা ধ'রে যখন তারা পুবদিকে এগোয়, তিনি তিনজনকে কর্মচারীদের ঘর লক্ষ্য করে গুলি চালাতে দেখেন। তিনি কোন একজনকে আক্রমণকারীদের একজনের উদ্দেশ্যে চেয়ার ছুঁড়ে মারতে দেখেন। এরপর মিঃ হডসন আর তাদের দেখতে পাননি, কারণ তারা বারান্দা বরাবর আরও পুবদিকে চলে যায়। যে বাঙালীটি কর্ণেল সিম্পসনের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন তিনি ইন্সপেক্টর জেনারেলের পার্সোনাল এসিষ্ট্যাণ্ট রায়সাহেব জে. সি. গুহ।

কর্ণেল সিম্পসনের ঘরের দরজায় কর্মরত চাপড়াসী ফাগু সিং বলে যে তিনজন লোক, ইউরোপীয় পোষাকে সজ্জিত, তার সামনে হাজির হয় এবং ইন্সপেক্টর জেনারল অব্ প্রিজন্স-এর সঙ্গে দেখা করতে চায়। চাপড়াসী তাদের একটি স্লিপ দেয় এবং তাদের নাম লিখে দিতে অনুরোধ করে। তারা স্লিপে কিছু লেখেনি কিন্তু একজন ফাগুর দিকে রিভলবার তাক করে এবং পরে তিনজনই কর্ণেলের ঘরে প্রবেশ করে। রায়সাহেব জে. সি. গুহ, ইন্সপেক্টর জেনারলের পার্সোনাল এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট, তাঁর সঙ্গে কথা-বার্তায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি বলেন যে তিনি যখন ঘরের মধ্যে তিনজনকে দেখেন তিনি একপাশে সরে যান এই ভেবে যে তারা সাক্ষাৎপ্রার্থী, যারা সাধারণত ইন্সপেক্টর জেনারলের সঙ্গে কাজের খাতিরে দেখা করতে আসে। হঠাৎ একজন রিভলবার বার করে এবং ডেস্কে চিঠি লেখায় ব্যস্ত কর্ণেল সিম্পসনকে লক্ষ্য করে কয়েকটি গুলি চালান। এই দেখে রায়সাহেব ঘরের বাইরে ছুটে পালিয়ে যান এবং তিনি বলেন যে তাদের একজন তাঁর দিকে রিভলবার তুলে ধরে। এরপর তিনজন আক্রমণকারী বারান্দায় বেরিয়ে আসে যখন মিঃ হডসন তাদের দেখেন প্রত্যেক দরজার দিকে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পূবের দিকে চলে যেতে।

মিঃ টাউসেণ্ড, কৃষি ও শিল্প সচিব, যিনি তাঁর ঘরে ছিলেন, গুলির আওয়াজ শুনতে পান। তিনি বারান্দার দিকে তাকিয়ে দেখেন পশ্চিমদিক থেকে তিনজন তাঁর দিকে রিভলবার হাতে এগিয়ে আসছে। তিনি তাঁর ঘরে ফিরে যান এবং যখন তারা তাঁর চাপড়াসীর ঘরের বিপরীত দিকে আসে তখন তিনি একটি চেয়ার তুলে একজনের দিকে ছোঁড়েন। চেয়ারটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়—একজন তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এবং তাঁর পিঠে লাগে। তিনি পড়ে যান কিন্তু তিনি উঠে দেখেন তারা পূবের দিকে চলে গেছে। তিনি পূবের দিকে আরও রিভলবারের গুলির আওয়াজ শোনেন। তিনি ঘর থেকে

বেরিয়ে আসেন এবং মাননীয় মিঃ মার-এর ঘরের দিকে এগিয়ে যান এবং সেখান থেকে দেখেন বিচারবিভাগীয় সচিব মিঃ নেলসনকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন মাননীয় মিঃ প্রেনটিস তাঁর ঘরে। যে বুলেট মিঃ টাউসেগুকে আঘাত করে সেটা সুইং-ডোর ভেদ ক'রে তার ঘরে যায় এবং তাঁর চামড়া ভেদ করতে পারেনি।

মাননীয় মিঃ মার তাঁর ডেস্কে বসে ছিলেন যখন তিনি গুলির আওয়াজ পান এবং ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখেন তিনজন লোক রিভলবার হাতে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নিজের ডেস্কে ফিরে যান এবং এক বা একাধিক বুলেট সুইং-ডোর ভেদ ক'রে সোঁ সোঁ শব্দে তাঁর পাশ দিয়ে চলে যায়। একটা বুলেট সুইং ডোর-এর কাঁচ, স্নানাগার ও ঘরের মাঝের কাঠের দেওয়াল ও ঘরের অপর দিকের পর্দা ভেদ করে।

ঐ তিনজন লোক নিশ্চয়ই বারান্দা বরাবর এলোপাথাড়ি গুলি চালায়, কারণ দেওয়ালে বুলেটের কয়েকটি চিহ্ন রয়েছে। এটা স্পষ্ট যে সবশেষে মিঃ নেলসনকে আক্রমণ করা হয়। তিনি "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি এবং রিভলবারের গুলির আওয়াজ শোনেন এবং ঘরের বাইরে তাকিয়ে দেখতে পান একজন লোক হাতে রিভলবার নিয়ে তার ঘরের বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে। তিনি যখন ঘরে ছুটে ফিরে আসেন তখন লোকটি বারান্দা থেকে তাঁকে গুলি করে। বুলেটটি তাঁর উরুতে লাগে। অস্ত্রধারী লোকটি তাঁকে অনুসরণ ক'রে ঘরে ঢোকে এবং একটা কি দু'টো গুলি ছোঁড়ে। নির্ভীকভাবে মিঃ নেলসন লোকটির দিকে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরেন। এই সময় লোকটি চেষ্টা করে তাঁর দিকে রিভলবার তাক করে গুলি করতে। কিন্তু মিঃ নেলসন রিভলবার ধরে ফেলেন এবং রিভলবারের মুখ আক্রমণ-কারীর বুকের দিকে ঘুরিয়ে দেন। তিনি ট্রিগার টেপারও চেষ্টা করেন কিন্তু যথেষ্ট চাপ দিতে পারেননি কারণ তিনি আক্রমণকারীর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছিলেন। তার অবস্থা কাহিল হওয়ায় লোকটি

সাহায্যের জন্য তার সহচরদের চীৎকার করে ডাকে। এরপর অন্য দু'জন অস্ত্রধারী ঘরে প্রবেশ করে এবং তাদের একজন রিভলবারের বাট দিয়ে মিঃ নেলসনের মাথায় আঘাত করে। মিঃ নেলসন পড়ে যান। এরপর তিনজন ছুটে পালায়। মিঃ নেলসন টলতে টলতে ঘরের বাইরে আসেন এবং মাননীয় মিঃ প্রেনটিস তাঁর ঘরে তাঁকে ধরে নিয়ে যান এবং প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে হাসপাতালে পাঠান হয়।

ইতিমধ্যে মিঃ ক্রেগ, ইন্সপেক্টর জেনারল অব পুলিশ, মিঃ জোন্স, এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইন্সপেক্টর জেনারল অব্ পুলিশ এবং সার্জেণ্ট ফোর্ড এসে গুলি ছুঁড়তে শুরু করায় আততায়ী তিনজন বুঝতে পারে পালাবার কোন আশা নেই এবং মিঃ নেলসনের ঘরে ছুটে ফিরে যায়। দু'জন নিজেরাই নিজেদের গুলি করে এবং অন্যজন বিষপান করে কারণ চেয়ারে যে মৃতদেহ পাওয়া যায় তাতে বাহ্য আঘাতের কোন চিহ্ন ছিল না। কিছু সাদা পাউডার রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পাঠান হয়েছে এবং তার পরীক্ষার ফল এখনও জানা যায়নি। বিনয়ের পকেটে একটি গুলি ভর্তি রিভলবার নিঃশেষিত অবস্থায় পাওয়া যায়। দীনেশের দু'পায়ের মাঝে আর একটি পাওয়া যায় এবং যে বিষপান করে তার সামনের টেবিলে দু'টো পাওয়া যায়। একটা 38 bore-এর যে রিভলবার পাওয়া যায় সেটা হিলজার্স এ্যাণ্ড কোং-র মিঃ পি. এ. জে হ্যাকারডনের হেপাজতে ১৯২৯ সাল অবধি ছিল—এরপর লাইসেন্সের মেয়াদ বাড়ানো হয়নি এবং অস্ত্রটি Arms Act File-এর নজরের বাইরে চলে যায়। এটি এবং অন্য তিনটে মনে হয় চুরি করা হয়, কিন্তু এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট খবর এখন অবধি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

তিন-রঙা স্বরাজ পতাকাও তিনজন আক্রমণকারীর কাছে পাওয়া যায়।

এটা সব্যস্ত করা গেছে যে বিনয়কৃষ্ণ বোস-ই প্রয়াত মিঃ

লোম্যানের হত্যাকারী। দীনেশ গুপ্ত ময়মনসিংয়ের জামালপুর পোষ্ট অফিসের পোষ্ট মাষ্টারের ছেলে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। ঢাকার মুন্সীগঞ্জের সিমুলিয়ার অবনী গুপ্তের ছেলে সুধীর গুপ্ত মুন্সীগঞ্জ বানারী উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্র। তার বাবা তাঁর নিজের সিমুলিয়া গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতা করেন। একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে নেওয়া বিনয় এবং দীনেশের মুমূর্ষুক্তির নকল এর সঙ্গে পাঠান হ'ল।

ব্যবহৃত অস্ত্র ও কার্তুজ সম্বন্ধে অস্ত্র-আইন পরীক্ষক পরীক্ষা করে যে মন্তব্য এখন অবধি পেশ করেছেন তার একটি নকলও সঙ্গে দেওয়া হ'ল।

প্রয়াত কর্ণেল সিম্পসনের দেহের ময়না তদন্তে প্রকাশ পায় যে তিনি গুলি বিদ্ধ হ'য়ে মারা যান এবং তাঁকে ছটি গুলি করা হয় যার তিনটে তাঁর ফুসফুস, একটি ঘাড় এবং একটি করে দু'টো হাত ভেদ করে যায়।

ভিসেরার রাসায়নিক পরীক্ষার বিবরণ না পাওয়ায় পুলিশ সার্জেন সুধীর গুপ্তের মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কোন মতামত এখনও দেন নি। দু'জন আক্রমণকারীকে—বিনয় এবং দীনেশকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান হয়েছে এবং ১৩ তারিখ সেখানে বিনয়ের মৃত্যু হয়েছে। দীনেশকে পুলিশ পাহারায় রাখা হয়েছে। বিনয়ের বাবা, রেবতী মোহন বোস, চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে বিনয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য আবেদন জানান এবং চীফ্ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট সম্মতি দেওয়ায় তা মঞ্জুর করা হয়েছে। বিনয় প্রায় সংজ্ঞাহীন ছিল এবং কথা বলতে পারেনি।

দক্ষিণ অঞ্চলের ডেপুটি কমিশনার অব্ পুলিশ মর্গে ও হাসপাতালে সনাক্তকরণের যে ব্যবস্থা করেন তাতে সচিবালয়ের অনেক সাক্ষী তিনজনকে অপরাধী হিসেবে সনাক্ত করে। রায়সাহেব জে. সি. গুহ বিনয়কে সেই ব্যক্তি হিসেবে সনাক্ত করেন যে কর্ণেল সিম্পসনকে প্রথম গুলি করে।

যে অপরাধীরা এখন হাসপাতালে রয়েছে তাদের আঘাত প্রধানত মাথায় এবং মনে হয় নিজেরাই এই আঘাত হানে। অন্যান্য আঘাত স্পষ্টত পুলিশের গুলির ফল।

সুধীর গুপ্ত, বাদল, গত জুনে মুন্সীগঞ্জ টেলিগ্রাফ কেসের তদন্তের সময় উধাও হয়ে যায়। দীনেশ গুপ্ত শ্রীসংঘ ও মুন্সীগঞ্জ দলের সভ্য এবং একই সময় উধাও হয়।

---

* চিঠিটি লেখা হয় ২৬ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে এবং এটি সই করেন স্যার চার্লস টেগার্টের তরফে মিঃ এফ. বার্টলে।

(Ref. India Office Record, London,—file no. L/P & J/6/2000)

বিনয়কৃষ্ণ বোসের মুমূর্ষু উক্তি* (Dying declaration)—বাংলা অনুবাদ : আমার নাম বিনয়কৃষ্ণ বোস। আমি ঢাকা নিবাসী। আমি গত বুধবার কলকাতায় এসেছি ঢাকা থেকে। আমি কলকাতার এক মেসে তিনদিন ছিলাম। মেসটি পটলডাঙা কোয়ার্টারে। আমি ও ত্রিপুরার সুপতি রায় অন্য বিছানায় শায়িত দীনেশ গুপ্তকে সনাক্ত করি এবং প্রফুল্ল সাও, যে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল, এই কলেজে আছে এবং ঐদিন দুপুরে সে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের ভেতরে যায়। আমাদের সঙ্গে দুটো রিভলবার ছিল। আমার কাছে একটা ছিল। আমি এর চেয়ে বেশী কিছু বলবো না।

---

* বিনয় কৃষ্ণ বোসের এই এজাহার লিপিবদ্ধ করেন মিঃ এ টি ঘোষ ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে রাত ১১টা থেকে ১১-১৫ মিঃ এর মধ্যে। তিনি এই এজাহার বিনয় কৃষ্ণ বোসকে পড়ে শোনান এবং ব্যাখ্যা করেন। বিনয় কৃষ্ণ বোস ইংরেজী ভাষায় এজাহার দেন এবং যে কাগজে জবানবন্দি নেওয়া হয় তার ওপর তাঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়।

৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালে বেলা ২-৫৮ মিনিটে বিনয় কৃষ্ণ বোসকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মেজর মুখার্জীর ওয়ার্ডে বুলেটের আঘাতে গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয়। (Ref. 10R file no. L/P & J/6/2000)

দীনেশচন্দ্র গুপ্তের মুমূর্ষু উক্তি—বাংলা অনুবাদঃ আমার নাম দীনেশচন্দ্র গুপ্ত। ময়মনসিংয়ের জামালপুরের পোষ্টমাষ্টার বাবু সতীশচন্দ্র গুপ্তের আমি তৃতীয় পুত্র। আমি ঢাকা কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। গত জুলাই মাসে পিকেটিং আন্দোলনের সময় আমি পড়াশুনা ছেড়ে দিই। এরপর আমি আসাম, ডিব্রুগড় ইত্যাদি নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াই। আমার একজন ভাই (দ্বিতীয় ভাই) ডিব্রুগড়, মুরিয়ানীতে একজন চিকিৎসক। আমি ওখানে কয়েকদিন থাকি এবং এরপর ত্রিপুরায় গেছিলাম। তারপর আমি মেদিনীপুরে আমার সবচেয়ে বড় ভায়ের কাছে যাই। আমার বড় ভায়ের নাম বাবু জ্যোতিশচন্দ্র গুপ্ত। তিনি মেদিনীপুরের একজন উকিল। গতকাল রাত ১১-৩০টার সময় আমি পার্সেল এক্সপ্রেসে মেদিনীপুর ত্যাগ করি এবং আজ ভোর পাঁচটায় কলকাতায় পৌঁছাই। আমি আমার ভাই জ্যোতিশচন্দ্র গুপ্তের ইউরোপীয় পোষাক পরি। আমি কলকাতায় ইণ্টার ক্লাশ কামরায় আসি। আমার সঙ্গে কেউ ছিল না। হাওড়া থেকে বাসে চড়ে আলিপুর চিড়িয়াখানায় গেছিলাম। আমি ২।৩ বার কলকাতা দেখার জন্য এসেছিলাম। আমি কলকাতায় এসেছিলাম কিন্তু হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশন থেকে চলে যাই। কলকাতা সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। হাওড়া থেকে আমি চিড়িয়াখানায় গেছিলাম। আমি সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম কারণ চিড়িয়াখানার দরজা বন্ধ ছিল। আমি অধৈর্য হয়ে পড়ি এবং চলে যাই। আমি এক জায়গায় বাস বদলাই কিন্তু সেটা কোন জায়গা আমার কোন ধারণা নেই। এরপর আমি এই বড় লাল বাড়ীটি দেখি এবং কৌতূহলবশতঃ বাড়ীটির ভেতরে প্রবেশ করি। সিঁড়ি দিয়ে ওপরের তলায় যাই যেখানে লেখা আছে গেজেটেড অফিসারদের জন্য। আমি দোতলার বারান্দায় যাই। আমি যখন ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম তখন বিরাট আওয়াজ শুনি—আমি ছুটতে শুরু করি যখন আমায় একজন ইউরোপীয়

ভদ্রলোক গুলি করে। আমি একটি ঘরের ভেতর আশ্রয় নেই এবং আমার গলায় আবার গুলি করা হয়। কে আমায় গুলি করেছিল তাকে আমি সনাক্ত করতে পারবো না এবং তার বিবরণও দিতে পারবো না। আমি সংজ্ঞা হারাই এবং জ্ঞান ফিরে পাই হাসপাতালে আসার পর। আমি কাউকে চিনি না। আমি যখন মেদিনীপুর থেকে আসি তখন আমার সঙ্গে কোন স্যুটকেস ছিল না। আমার সঙ্গে ১০ টাকা এবং খুচরো কয়েক আনা ছাড়া পরার পোষাক কিছু ছিল না।…আমি আজ সন্ধ্যায় যে ট্রেন শিয়ালদহ থেকে সন্ধ্যায় ছাড়ে তাতে জামালপুর যেতে চেয়েছিলাম আমার বাবাকে দেখার জন্য। আমি একসাইজ ডি. এস. পি. সি. আই. ডি. বাবু হরিকুমার গুপ্তের পরিচিত।

দীনেশ চন্দ্র গুপ্তের এই জবানবন্দি লেখেন মিঃ এ. টি. ঘোষ ৮ই ডিসেম্বর ১৯৩০ সালের রাত ৯-৪০ মিঃ থেকে ১০-৪০ মিনিটের মধ্যে। দীনেশ চন্দ্র গুপ্ত ইংরেজীতে জবানবন্দি দেন। লেখার পর তাঁকে মিঃ ঘোষ পড়ে শোনান এবং ব্যাখ্যা করেন। এই এজাহার যে কাগজে লেখা হয় তার ওপর তাঁর বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ নেওয়া হয়। তিনি সই করতে পারেন নি কারণ ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ থাকায় হয়ত নাড়াতে পারেন নি।

গলায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দীনেশ গুপ্তকে বেলা ২-৫৮ মিনিটে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কেবিন সি ২৬১ বি-তে ভর্তি করা হয়।

(Ref. 10R file no. L/P & J/6/2000)

নাইট পদবী থেকে নিষ্কৃতিদানের অনুরোধ জানিয়ে বড়লাট চেমস্‌ফোর্ডকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি*—

"কয়েকটি স্থানীয় হাঙ্গামা শান্ত করিবার উপলক্ষে পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহার প্রচণ্ডতায় আজ আমাদের মন কঠিন আঘাত পাইয়া ভারতীয় প্রজাবৃন্দের নিরূপায় অবস্থার কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছে। হতভাগ্য পাঞ্জাবীদিগকে যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে, তাহার অপরিমিত কঠোরতা ও সেই দণ্ডপ্রয়োগবিধির বিশেষত্ব, আমাদের মতে কয়েকটি আধুনিক ও পূর্বতন দৃষ্টান্ত বাদে সকল সভ্য শাসনতন্ত্রের ইতিহাসে তুলনাহীন। যে প্রজাদের প্রতি এইরূপ বিধান করা হইয়াছে, যখন চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহারা কিরূপ নিরস্ত্র ও নিঃসম্বল, এবং যাঁহারা এইরূপ বিধান করিয়াছেন, তাঁহাদের লোকহনন-ব্যবস্থা কিরূপ নিদারুণ নৈপুণ্যশালী, তখন একথা আমাদিগকে জোর করিয়াই বলিতে হইবে যে, এরূপ বিধান পোলিটিক্যাল প্রয়োজন বা ধর্মবিচারের দোহাই দিয়া নিজের সাফাই করিতে পারে না। পাঞ্জাবী নেতারা যে অপমান ও দুঃখ ভোগ করিয়াছেন, নিষেধরুদ্ধ কঠোর বাধা ভেদ করিয়াও তাহার বিষয় ভারতবর্ষের দূরদূরান্তে ব্যাপ্ত হইয়াছে। তদুপলক্ষে সর্বত্র জনসাধারণের মনে যে বেদনাপূর্ণ ধিক্কার জাগ্রত হইল আমাদের কর্তৃপক্ষ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন এবং সম্ভবতঃ এই কল্পনা করিয়া তাঁহারা আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেছেন যে, ইহাতে আমাদিগের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইল। এখানকার ইংরেজচালিত অধিকাংশ সংবাদপত্র এই নির্মমতার প্রশংসা করিয়াছে এবং কোনও কোনও কাগজে পাশব নৈষ্ঠুর্যের সহিত আমাদের দুঃখ লইয়া পরিহাস করা হইয়াছে, অথচ যে সকল শাসনকর্তা পীড়িতপক্ষের সংবাদপত্রে ব্যথিতের আর্তধ্বনি বা শাসননীতির ঔচিত্য আলোচনা বলপূর্বক অবরুদ্ধ করিবার জন্য নিদারুণ তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছেন তাঁহারাই উক্ত ইংরাজচালিত সংবাদপত্রের কোন চাঞ্চল্যকে কিছুমাত্র নিবারণ করেন নাই। যখন

জানিলাম যে আমাদের সকল দরবার ব্যর্থ হইল, যখন দেখা গেল, প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিতে আমাদের গবর্ণমেণ্টের রাজধর্মদৃষ্টি অন্ধ করিয়াছে, অথচ যখন নিশ্চয় জানি, নিজের প্রভূত বাহুবল ও চিরাগত ধর্মনিয়মের অনুযায়িক মহদাশয়তা অবলম্বন করা এই গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কত সহজ কার্য ছিল, তখন স্বদেশের কল্যাণকামনায় আমি এইটুকুমাত্র করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি যে, আমাদের বহু কোটি যে ভারতীয় প্রজা অদ্য আকস্মিক আতঙ্কে নির্বাক হইয়াছে, তাহাদের আপত্তিকে বাণীদান করিবার সমস্ত দায়িত্ব পত্রযোগে আমি নিজে গ্রহণ করিব। অদ্যকার দিনে আমার ব্যক্তিগত সম্মানের পদবীগুলি চতুর্দিকবর্তী জাতিগত অবমাননার অসামঞ্জস্যের মধ্যে নিজের লজ্জাকেই স্পষ্টতর করিয়া প্রকাশ করিতেছে। অন্ততঃ আমি নিজের সম্বন্ধে এই কথা বলিতে পারি যে, আমাব যে সকল স্বদেশবাসী তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতার লাঞ্ছনায় মনুষ্যের অযোগ্য সম্মান সহ্য করিবার অধিকারী বলিয়া গণ্য হয়, নিজের সমস্ত বিশেষ সম্মান-চিহ্ন বর্জন করিয়া আমি তাহাদেরই পার্শ্বে নামিয়া দাঁড়াইতে ইচ্ছা করি। রাজাধিরাজ ভারতেশ্বর আমাকে 'নাইট' উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, সেই উপাধি পূর্বতন যে রাজপ্রতিনিধির হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছিলাম তাঁহার উদারচিত্ততার প্রতি চিরদিন আমার শ্রদ্ধা আছে। উপরে বিবৃত কারণবশতঃ বড় দুঃখেই আমি যথোচিত বিনয়ের সহিত শ্রীলশ্রীযুক্তের নিকট অদ্য এই উপরোধ উপস্থাপিত করিতে বাধ্য হইয়াছি যে, সেই 'নাইট' পদবী হইতে আমাকে নিষ্কৃতিদান করিবার ব্যবস্থা করা হয়।"

---

* টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট প্রকাশিত "রবীন্দ্রনাথ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ" পুস্তিকা থেকে উদ্ধৃত।

একথা স্মরণ করা যেতে পারে যে কবি মহাত্মাজীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন পাঞ্জাব যাবার জন্য। তিনি রাজী হন নি। কবির এই চিঠি সম্পর্কে গান্ধীজী রামস্বামী শাস্ত্রীকে লেখেন—"The Punjab horrors have produced a burning letter from the Poet. I personally think it is premature. But he cannot be blamed for it." (রবীন্দ্রনাথ ও জালিয়ানওয়ালাবাগ, পৃঃ ২৪)

—অনুবাদক।

APPENDICES

THE LITERATURE OF THE REVOLUTION*

The books of which a short account is given in this chapter are all known to have been eagerly read by the young revolutionaries of Bengal, as well-thumbed copies of each of them have been found from time to time in their various haunts. In particular the Anusilan Samiti of Dacca possessed a library of several hundred volumes, and a copy found there afforded a clear indication of the relative popularity of the various works it contained. Easily the first favourite was a book called Jaliyat Clive, or "Clive the Forger", which was taken out 13 times during the period specified. The title is enough to indicate the character of the work, the object of which is to show that British rule in India was inaugurated by forgery and fraud. One of the youths who took this book out, instead of using his own name, signed the register "Profulla Chandra Chaki" ; his adoption of the name of one of the Muzaffarpore murderers...shows what he was thinking about when he took up the study of the early days of British rule. Another historical libel of a very similar character, the life of Maharaj Nanda Kumar, better known to readers of Macaulay as Nuncomar, was issued from the library 9 times, and owes its popularity to the same causes. The second favourite was the life of Rana Pratap Singh. It was published in Calcutta in 1906, and dedicated to the student community of Bengal in the hope that they would emulate the example of Pratap Singh in heroically adhering to his vow to fight for his motherland against Akbar. Closely following these three came Sikher Balidan and the Bhagwat Gita which are mentioned below ; they were taken out 8 times each. Almost equally popular were the works of Bankim Chandra Chatterji which were taken out 6 times. The most celebrated of these, and at the same time the one which events have proved appealed most strongly to the imagination of the young revolutionaries..., is the novel entitled...Ananda Math of which a short account is

given here. It is easy to see how the course of reading contained in the books described in this chapter would lead a young man by easy and direct stages from the study of religion and philosophy to the use of the revolver and the bomb. The speech on *Sakti Puja* never appeared in book form ; it is included in this chapter as it is a very clear exposition of the subject by one who knew what he wanted to say and how to say it.

ANANDA MATH

A work of fiction which exercised great influence over the Bengali revolutionaries was the novel entitled Ananda Math (The Abbey of Bliss) by Bankim Chandra Chatterji, whom it is the fashion to call the Walter Scott of Bengal. The follwing account of his life is given in the preface to one of his works by an admiring translator :—"Born in 1838, Bankim soon found his way into an English School. From School to College was an easy slide. He graduated at the Hughli College, passed his law at the Presidency College at Calcutta, and was one of the first graduates of the Calcutta University. He was made a Deputy Magistrate, he obtained the title of Rai Bahadur and the distinction of the Order of a Companion of the Indian Empire was conferred on him. By the time Bankim finished his College career English education had done its work, and Bankim throbbed and palpitated with an intellectual ferment. The Occident had projected on the Orient and the new thoughts and ideas surged up for a vent. Bankim began to write novels and conduct a periodical entitled the *Bangadarshan*. The magic charm of his pen soon resuscitated the Bengali language and imparted a unique life and vigour to it. Was ever genius baffled by poverty of the language ? Bankim created a new language for him and began to bring forth his immortal creations. During the latter days of his life he devoted himself to religion and religious literature, the inevitable denouement of an oriental's life-story. He wrote the life of Krishna, the Hindu incarnation of the Deity and also other religious books. His task done in this vale of tears the

spirit of Bankim...winged its flight for its eternal home, and India was less by one of her noblest sons in May, 1894."

Ananda Math is a story of the so-called Sanyasi rebellion of 1772 to 1774. A *sanyasi* or *fakir* is a sort of religious mendicant of whom there are always hundreds of thousands roaming about everywhere in India. In the years mentioned bands of men calling themselves *sanyasis* traversed Bengal, begging, stealing and plundering wherever they went. Owing to a famine their ranks were swollen by crowds of starving peasants, and a party of sepoys sent against them, with their leader Captain Thomas, was cut off near Rangpur in January, 1773. It was not till regular operations were undertaken that these wandering marauders were gradually suppressed.

The novel describes the adventures of one of these bands who called themselves *Santans* (Children), that is children of the Motherland. Their headquarters were in the temple called *Ananda Math*, and they were initiated by taking a vow to renounce home and friends "till the Mother is saved", to give up riches and pleasures, to conquer their passions, to make over all their earnings to the Society, to fight for the true religion and never to fly from the battle-field. They were also required to give up distinctions of caste. "All the Children belong to one caste ; we do not make any distinction between Brahmins and Sudras in this great mission." The Children greeted one another with the words "Bande Mataram" (Hail ! Mother) and part of the initiation ceremony was to sing the *Bande Mataram* song, a song in praise of the Motherland. Those who were initiated gave up their own names, as Hindu devotees usually do, and adopted religious names such as Bhavananda, Satyananda and Jivananda. Many ideas were afterwards borrowed from this novel by the leaders of the Bengal revolutionary societies, and the special vow taken by the members of the Anusilan Samiti of Dacca...was practically the same as that imposed upon the Children. The greeting "Bande Mataram" became the war-cry of the extremist party in Bengal ; it was raised at political meetings to welcome popular leaders and to express approval of

particularly exciting passages in their speeches, and also occasionally...as a shout of defiance of Europeans in the streets. The *Bande Mataram* song was also very frequently sung at political gatherings. It was of course invariably represented by the Bengali nationalist press that the cry of "Bande Matarm", as it meant nothing more than "Hail ! Mother", must be perfectly harmless ; but although the words are harmless enough they were used as an outward sign of sympathy with revolution and definance of Government. It need scarcely be added that the novelist himself was no more a revolutionary than Sir Walter Scott was a Rob Roy ; there are many passages in his works which show that he was fully alive to the benefits of settled government under British rule.

BHAWANI MANDIR

This pamphlet first came to notice in August, 1905, when a copy was sent anonymously from Baroda to the Head Clerk to the District Magistrate of Broach. There is nothing on the pamphlet to show who the author or the publisher is, but the Head Clerk stated at the time that he thought the author was "a Mr. Bose, a Bengali Babu who is in the employ of the Baroda Durbar and once passed for the I. C. S. but was rejected for failing to pass the test in riding." Though the name is wrong this obviously refers to Arabindo Ghose, who was a Professor in the Gaekwar's College at Baroda at the time, and there is no doubt that he was the author. In the course of the searches in Calcutta in May, 1908, a copy of this pamphlet in English, with the name Barin Ghose on the cover, was found in the *Bande Mataram* office · a copy was also found in the bomb store at 134, Harrison Road and another in the house of Debabrata Bose, who wsa committed for trial as a member of the conspiracy but acquitted.

The pamphlet is of great interest as it explains the ideas underlying the revolutionary movement centred in the Maniktolla conspiracy......, particularly the establishment of a sort of monastic retreat, or *Ashram* as it is called, for the teaching of

revolutionary work. It also supplies the meaning of many of the Hindu religious terms used in revolutionary literature. As the author...points out, *Bhawani* is one of the manifestations of the goddess Durga ; she was the tutelary goddess of Shivaji, the Maratha hero, and his celebrated sword was called after her *Bhawani*. Arabindo Ghose, who wrote the pamphlet in the capital of an important Maratha state, perhaps had this in his mind in choosing the subject and title ; this would not be surprising in view of the close connection between the Shivaji movement and the cult of the bomb in Bengal...

BHAWANI
OM
NAMAS CHANDIKAYAI

A temple is to be erected and consecrated to Bhawani, the mother, among the hills. To all the children of the mother the call is sent forth to help in the sacred work.

WHO IS BHAWANI ?

Who is Bhawani, the mother, and why should we erect a temple to her ?

BHAWANI IS THE INFINITE ENERGY

In the unending revolutions of the world, as the wheel of the Eternal turns mightily in its courses, the Infinite Energy, which streams forth from the Eternal and sets the wheel to work, looms up in the vision of man in various aspects and infinite forms. Each aspect creates and marks an age. Sometimes She is Love, sometimes She is Knowledge, sometimes She is Renunciation, sometimes She is Pity. This Infinite Energy is Bhawani, She also is Durga, She is Kali, She is Radha the Beloved, She is Lakshmi, She is our Mother and the Creatress of us all.

BHAWANI IS SHAKTI

In the present age, the Mother is manifested as the mother of Strength. She is pure Shakti.

THE WHOLE WORLD IS GROWING FULL OF THE MOTHER AS SHAKTI

Let us raise our eyes and cast them upon the world around us. Wherever we turn our gaze, huge masses of strength rise before our vision, tremendous, swift and inexorable forces, gigantic figures of energy, terrible sweeping columns of force. All is growing large and strong. The Shakti of war, the Shakti of wealth, the Shakti of Science are tenfold more mighty and colossal, a hundredfold...more fierce, rapid and busy in their activity, a thousandfold more prolific in resources, weapons and instruments than ever before in recorded history. Everywhere the mother is at work; from her mighty and shaping hands enormous forms of Rakshasas, Asuras, Devas are leaping forth into the arena of the world. We have seen the slow but mighty rise of great empires in the West, we have seen the swift, irresistible and impetuous bounding into life of Japan. Some are *Mleccha* Shaktis clouded in their strength, black or blood-crimson with *tamas* or *rajas*, others are *Arya* Shaktis, bathed in a pure flame of renunciation and utter self-sacrifice : but all are the Mother in Her new phase, remoulding, creating. She is pouring her spirit into the old ; She is whirling into life the new.

WE IN INDIA FAIL IN ALL THINGS FOR WANT OF SHAKTI

But in India the breath moves slowly, the afflatus is long in coming. India, the ancient mother, is indeed striving to be reborn, striving with agony and tears, but she strives in vain. What ails her, she who is after all so vast and might be so strong ? There is surely some enormous defect, something vital is wanting in us nor is it difficult to lay our finger on the spot.

We have all things else, but we are empty of strength, void of energy. We have abandoned Shakti and are therefore abandoned by Shakti. The Mother is not in our hearts, in our brains, in our arms.

The wish to be reborn we have in abundance, there is no deficiency there. How many attempts have been made, how many movements have been begun, in religion, in society, in politics: But the same fate has overtaken or is preparing to overtake them all. They flourish for a moment then the impulse wa es, the fire dies out, and if they endure, it is only as empty shells, forms from which the Brahma has gone or in which it lies overpowered with *tamas* and inert. Our beginnings are mighty, but they have neither sequel nor fruit.

Now we are beginning in another direction ; we have started a great industrial movement which is to enrich and regenerate an impoverished land. Untaught by experience, we do not perceive that this movement must go the way of all the others, unless we first seek the one essential thing, unless we acquire strength.

OUR KNOWLEDGE IS A DEAD THING FOR WANT OF SHAKTI

Is it knowledge that is wanting? We Indians, born and bred in a country where Jnana has been stored and accumulated since the race began, bear about in us the inherited gains of many thousands of years. Great giants of knowledge rise among us even to-day to add to the store. Our capacity has not shrunk, the edge of our intellect has not been dulled or blunted, its receptivity and flexibility are as varied as of old. But it is a dead knowledge, a burden under which we are bowed, a poison which is corroding us, rather than as it should be a staff to support our feet, and a weapon in our hands ; for this is the nature of all great things that when they are not used or are ill used, they turn upon the bearer and destroy him.

Our knowledge then, weighed down with a heavy load of

tamas, lies under the curse of impotence and inertia. We choose to fancy indeed, now-a-days, that if we acquire Science, all will be well. Let us first ask ourselves what we have done with the knowledge we already possess or what have those who have already acquired Science been able to do for India. Imitative and incapable of initiative, we have striven to copy the methods of England, and we had not the strength; we would not copy the methods of the Japanese, a still more energetic people; are we likely to succeed any better? The mighty force of knowledge which European Science bestows is a weapon for the hands of a giant, it is the mace of Bheemsen; what can a weakling do with it but crush himself in the attempts to wield it?

OUR BHAKTI CANNOT LIVE AND WORK FOR WANT OF SHAKTI

Is it love, enthusiasm, Bhakti that is wanting? These are ingrained in the Indian nature, but in the absence of Shakti we cannot concentrate, we cannot direct, we cannot even preserve it. Bhakti is the leaping flame, Shakti is the fuel. If the fuel is scanty how long can the fire endure?

When the strong nature, enlightened by knowledge, disciplined and given a giant's strength by *Karma*, lifts itself up in love and adoration to God, that is the Bhakti which endures and keeps the soul for ever united with the Divine. But the weak nature is too feeble to bear the impetus of so mighty a thing as perfect Bhakti; he is lifted up for a moment, then the flame soars up to Heaven, leaving him behind exhausted and even weaker than before. Every movement of any kind of which enthusiasm and adoration are the life must fail and soon burn itself out so long as the human material from which it proceeds is frail and light in substance.

INDIA THEREFORE NEEDS SHAKTI ALONE

The deeper we look, the more we shall be convinced that the one thing wanting, which we must strive to acquire before all

others, is strength—strength physical, strength mental, strength moral, but above all strength spiritual which is the one inexhaustible and imperishable source of all the others. If we have strength everything else will be added to us easily and naturally. In the absence of strength we are like men in a dream who have hands but cannot seize or strike, who have feet but cannot run.

INDIA, GROWN OLD AND DECREPIT IN WILL, HAS TO BE REBORN

Whenever we strive to do anything, after the first rush of enthusiasm is spent a paralysing helplessness seizes upon us. We often see in the cases of old men full of years and experience that the very excess of knowledge seems to have frozen their powers of action and their powers of will. When a great feeling or a great need overtakes them and it is necessary to carry out its promptings in action, they hesitate, ponder, discuss, make tentative efforts and abandon them or wait for the safest and easiest way to suggest itself, instead of taking the most direct ; thus the time when it was possible and necessary to act passes away. Our race has grown just such an old man with stores of knowledge, with ability to feel and desire, but paralysed by senile sluggishness, senile timidty, senile feebleness. If India is to survive, she must be made young again. Rushing and billowing streams of energy must be poured into her ; her soul must become, as it was in the old times, like the surges, vast, puissant, calm or turbulent at will, an ocean of action or of force.

INDIA CAN BE REBORN

Many of us, utterly overcome by *tamas* the dark and heavy demon of inertia, are saying now-a-days that it is impossible ; that India is decayed, bloodless and lifeless, too weak ever to recover ; that our race is doomed to extinction. It is a foolish and idle saying. No man or nation need be weak unless he chooses, no man or nation need perish unless he deliberately chooses extinction.

WHAT IS A NATION ? THE SHAKTI OF ITS MILLIONS

For what is a nation ? What is our mother-country ? It is not a piece of earth, nor a figure of speech. nor a fiction of the mind. It is a mighty Shakti, composed of the Shaktis of all the millions of units that make up the nation, just as Bhawani Mahisha Mardini sprang into being from the Shakti of all the millions of gods assembled in one mass of force and welded into unity. The Shakti we call India, Bhawani Bharati, is the living unity of the Shaktis of three hundred million people ; but she is inactive, imprisoned in the magic circle of *tamas*, the self-indulgent inertia and ignorance of her sons. To get rid of *tamas* we have but to wake the Brahma within.

IT IS OUR OWN CHOICE WHETHER WE CREATE A NATION OR PERISH

What is it that so many thousands of holy men, Sadhus and Sannyasis, have preached to us silently by their lives ? What was the message that radiated from the personality of Bhagawan Ramakrishna Paramahansa ? What was it that formed the kernel of the eloquence with which the lion like heart of Vivekananda sought to shake the world ? It is this, that in every one of these three hundred millions of men, from the Raja on his throne to the coolie at his labour, from the Brahmin absorbed in his *sandhya* to the Pariah walking shunned of men. GOD LIVETH. We are all gods and creators ; because the energy of God is within us and all life is creation ; not only the making of new forms is creation, but preservation is creation, destruction itself is creation. It rests with us what we shall create ; for we are not, unless we choose, puppets dominated by Fate and Maya ; we are facets and manifestations of Almighty Power.

INDIA MUST BE REBORN, BECAUSE HER REBIRTH IS DEMANDED BY THE FUTURE OF THE WORLD

India cannot perish, our race cannot become extinct, because among all the divisions of mankind it is to India that is reserved

the highest and the most splendid destiny, the most essential to the future of the human race. It is she who must send forth from herself the future religion of the entire world, the Eternal religion which is to harmonise all religion, science and philosophies and make mankind one soul. In the sphere of morality, likewise it is her mission to purge barbarism (mlecchahood) out of humanity and to Aryanise the world. In order to do this, she must first re-aryanise herself.

It was to initiate this great work, the greatest and most wonderful work ever given to a race, that Bhagawan Ramakrishna came and Vivekananda preached. If the work does not progress as it once promised to do it is because we have once again allowed the terrible cloud of *Tamas* to settle down on our souls— fear, doubt, hesitation, sluggishness. We have taken, some of us, the Bhakti which poured forth from the one and the Jnana given us by the other, but from lack of Shakti, from the lack of Karma, we have not been able to make our Bhakti a living thing. May we yet remember that it was Kali, who is Bhawani, mother of strength whom Ramakrishna worshipped and with whom he became one.

But the destiny of India will not wait on the falterings and failings of individuals ; the mother demands that men shall arise to institute her worship and make it universal.

TO GET STRENGTH WE MUST ADORE THE MOTHER OF STRENGTH

Strength then and again strength and yet more strength is the need of our race. But if it is strength we desire, how shall we gain it if we do not adore the mother of strength ? She demands worship not for Her own sake, but in order that She may help us and give Herself to us. This is no fantastic idea, no superstition but the ordinary law of the universe. The gods cannot, if they would, give themselves unasked. Even the Eternal comes not unaware upon men. Every devotee knows by experience that we must turn to Him and desire and adore Him before the

Divine. .Spirit pours in its ineffable beauty and ecstacy upon the soul. What is true of the Eternal, is true also of Her who goes forth from Him

RELIGION THE TRUE PATH

Those who possessed with Western ideas, look askance at any return to the old sources of energy may well consider a few fundamental facts.

THE EXAMPLE OF JAPAN

I There is no instance in history of a more marvellous and sudden up surging of strength in a nation than modern Japan All sorts of theories had been started to account for the uprising, but now intellectual Japanese are telling us what were the fountains of that mighty awakening, the sources of that inexhaustible strength They were drawn from religion It was the Vedantic teachings of Ovomei and the recovery of Shintoism with its worship of the national Shakti of Japan in the image and person of the Mikado that enabled the little island empire to wield the stupendous weapons of Western knowledge and science as lightly and invincibly as Arjun wielded the Gandiv

INDIA'S GREATER NEED OF SPIRITUAL REGENERATION

II India's need of drawing from the fountains of religion is far greater than was ever Japan's , for the Japanese had only to revitalise and perfect a strength that already existed We have to create strength where it did not exist before , we have to change our natures, and become new men with new hearts, to be born again. There is no scientific process, no machinery for that. Strength can only be created by drawing it from the internal and inexhaustible reservoirs of the Spirit, from that Adya-Shakti of the Eternal which is the fountain of all new existence. To be born again means nothing but to revive the

Brahma within us, and that is a spiritual process—no effort of the body or the intellect can compass it.

RELIGION THE PATH NATURAL TO THE NATIONAL MIND

III. All great awakenings in India, all her periods of mightiest and most varied vigour have drawn their vitality from the fountain-heads of some deep religious awakening. Wherever the religious awakeninng has been complete and grand, the national energy it has created has been gigantic and puissant ; wherever the religious movement has been narrow or incomplete, the national movement has been broken, imperfect or temporary. The persistence of this phenomenon is proof that it is ingrained in the temperament of the race. If you try other and foreign methods we shall either gain our end with tedious slowness, painfully and imperfectly, or we shall not attain it at all. Why abandon the plain way which God...and the Mother have marked out for you, to choose faint and devious paths of your own treading ?

THE SPIRIT WITHIN IS THE SOURCE OF STRENGTH

IV. The Brahma within, the one and indivisible ocean of spiritual force is that from which all life, material and mental, is drawn. This is beginning to be as much recognised by leading Western thinkers as it was from the old days by the East. If it be so, then spiritual energy is the source of all other strength. There are the fathomless fountain-heads, the deep and inexhaustible sources. The shallow surface springs are easier to reach, but they soon run dry. Why not then go deep instead of scratching the surface ? The result will repay the labour.

THREE THINGS NEEDFUL

We need three things answering to three fundamental laws.

I. BHAKTI—THE TEMPIE OF THE MOTHER

We cannot get strength unless we adore the Mother of Strength.

We will therefore build a temple to the white Bhawani, the mother of strength, the Mother of India ; and we will build it in a place far from the contamination of modern cities and as yet little trodden by man, in a high and pure air steeped in calm and energy. This temple will be the centre from which Her worship is to flow over the whole country ; for there, worshipped among the hills, She will pass like fire into the brains and hearts of Her worshippers. This also is what the Mother has commanded.

II. KARMA—A NEW ORDER OF BRAHMACHARINS

Adoration will be dead and ineffective unless it is transmuted into Karma.

We will therefore have a *math* with a new Order of Karma Yogins attached to the temple, men who have renounced all in order to work for the Mother. Some may, if they choose, be complete Sannyasins, most will be Brahmacharins who will return to the *grihasthasram* when their allotted work is finished, but all must accept renunciation.

WHY ? FOR TWO REASONS

(1) Because it is only in proportion as we put from us the pre-occupation of bodily desires and interests, the sensual gratifications, lusts, longings, indolences of the material world, that we can return to the ocean of spiritual force within us.

(2) Because for the development of Shakti, entire concentration is necessary , the mind must be devoted entirely to its aim as a spear is hurled to its mark ; if other cares and longings distract the mind, the spear will be carried out from its straight course and miss the target. We need a nucleus of men in whom the Shakti is developed to its uttermost extent in whom it fills every corner of the personality and overflows to fertilize the earth. These, having the fire of Bhawani in their hearts and brains, will go forth and carry the flame to every nook and cranny of our land.

III. JNAN, THE GREAT MESSAGE

Bhakti and Karma cannot be perfect and enduring unless they are based upon Jnana.

The Brahmacharins of the Order will therefore be taught to fill their souls with knowledge and base their work upon it as upon a rock. What shall be the basis of their knowledge? What but the great *so-aham*, the mighty formula of the Vedanta, the ancient gospel which has yet to reach the heart of the nation, the knowledge which when vivified by Karma and Bhakti delivers man out of all fear and all weakness.

THE MESSAGE OF THE MOTHER

When, therefore, you ask who is Bhawani the mother, She herself answer you "I am the Infinite Energy which streams forth from the Eternal in the world and Eternal in yourselves. I am the Mother of the Universe, the Mother of the Worlds, and for you who are children of the Sacred Land, Aryabhumi, made of her clay and reared by her sun and winds. I am Bhawani Bharati, Mother of India."

Then if you ask why we should erect a temple to Bhawani, the Mother, hear Her answer, "Because I have commanded it, and because by making a centre for the future religion you will be furthering the immediate will of the Eternal and storing up merit which will make you strong in this life and great in another. You will be helping to create a nation, to consolidate an age, to aryanise a world. And that nation is your own, that age is the age of yourselves and your children, that world is no fragment of land bounded by seas and hills, but the whole earth with her teeming millions."

Come then, hearken to the call of the Mother. She is already in our hearts waiting to manifest Herself, waiting to be worshipped,—inactive because the God in us is concealed by *tamas*, troubled by Her inactivity, sorrowful because Her children will not call on Her to help them. You who feel Her stirring within you, fling off the black veil of self, break down

the imprisoning walls of indolence, help Her each as you feel impelled, with your bodies or with your intellect or with your speech or with your wealth or with your prayers and worship, each man according to his capacity. Draw not back, for against those who were called and heard Her not...She may well be worth in the day of Her coming ; but to those who help Her advent even a little, how radiant with beauty and kindness will be the face of their Mother !

APPENDIX

The work and rules of the new Order of Sannyasis will be some-what as follows :—

I. GENERAL RULES

1. All who undertake the life of Brahmacharya for the Mother will have to vow themselves to Her service for four years, after which they will be free to continue the work or return to family life.

2. All money received by them in the Mother's name will go to the Mother's Service. For themselves they will be allowed to receive shelter and their meals, when necessary, and nothing more.

3. Whatever they may earn for themselves, e.g., by the publication of books, etc., they must give at least half of it to the service of the Mother.

4. They will observe entire obedience to the Head of the Order and his one or two assistants in all things connected with the work or with their religious life.

5. They will observe strictly the discipline and rules of *achar* and purity, bodily and mental, prescribed by the Heads of the Order.

6. They will be given periods for rest or for religious improvement during which they will stop at the *math*, but the greater part of the year they will spend in work outside. This rule will apply to all except the few necessary for the service

of the Temple and those required for the central direction of the work.

7. There will be no gradations of rank among the workers, and none must seek for distinction or mere personal fame but practise strength and self-effacement.

II. WORK FOR THE PEOPLE

8. Their chief work will be that of mass instruction and help to the poor and ignorant.

9. This they will strive to effect in various ways :—

(1) Lectures and demonstrations suited to an uneducated intelligence.

(2) Class and nightly schools.

(3) Religious teachings.

(4) Nursing the sick.

(5) Conducting works of charity.

(6) Whatever other good work their hands may find to do and the Order approves.

III. WORKS FOR THE MIDDLE CLASS

10. They will undertake, according as they may be directed, various works of public utility in the big towns and elsewhere, connected especially with the education and religious life and instruction of the middle classes, as well as with other public needs.

IV. WORK WITH THE WEALTHY CLASSES

11. They will approach the zamindars, landholders and rich men generally, and endeavour :—

(1) To promote sympathy between the zamindars and the peasants and heal all discords.

(2) To create the link of a single and living religious spirit and a common passion for one great ideal between all classes.

(3) To turn the minds of rich men to works of public beneficience and charity to those in their neighbourhood independent of the hope of reward and official distinction.

V. GENERAL WORK FOR THE COUNTRY

12. As soon as funds permit, some will be sent to foreign countries to study lucrative arts and manufactures.

13. They will be as Sannyasis during their period of study, never losing hold of their habits of purity and self-abnegation.

14. On their return they will establish with the aid of the Order, factories and workshops, still living the life of Sannyasis and devoting all their profits to the sending of more and more such students to foreign countries.

15. Others will be sent to travel through various countries on foot, inspiring by their lives, behaviour and conversation, sympathy and love for the Indian people in the European nations and preparing the way for their acceptance of Aryan ideals.

After the erection and consecration of the Temple, the development of the work of the Order will be pushed on as rapidly as possible or as the support and sympathy of the public allows. With the blessing of the Mother this will not fail us.

THE BHAGWAT GITA AND CHANDI

Two religious books that found a prominent place in the literature of the revolution were the *Bhagwat Gita*...and *Chandi*, 17 copies of the *Gita* were found in the Dacca Anusilan Samiti, with four copies of *Chandi*, and three copies of the *Gita* were found in the Maniktolla garden. The importance of the former is very plainly expressed in the following extract from a speech by B. G. Tilak of Poona, quoted in a Bengali magazine article discovered in the Anusilan Samiti at Dacca. 'The most practical teaching of the *Gita*, and one for which it is of abiding interest and value to men of the world, with whom life is a series of struggles, is not to give way to any morbid sentimentality when duty demands sternness and boldness to face terrible things." The passage in the *Gita* which appealed most to the revolutionaries is that which relates how the family of Pandavas, with Arjuna at their head, is drawn up in battle against their cousins the Kauravas. Arjuna, seeing his relatives arrayed

against him, declares to the god Sri Krishna, who acts as his charioteer, that for nothing in the world will he, slay his kinsmen even though they are prepared to kill him. Then follows the great exhortation of Shri Krishna, from which the following is taken "These bodies appertaining to the embodied self which is eternal, indestructible indefinable, are said to be perishable ; therefore engage in battle, O descendant of Bharata ! He who thinks the self to be the killer and he who thinks it to be killed, both know nothing. It kills not, is not killed. It is not born, nor does it ever die, nor, having existed, does it cease to exist. Unborn, ever-lasting, unchangeable, and primeval, it is not killed when the body is killed. O son of Pritha ! How can that man who knows it thus to be indestructible, everlasting, unborn, and inexhaustible, how and whom can he kill, whom can he cause to be killed ? As a man, casting off old clothes puts on new ones, so the self casting off old bodies, goes to new ones. Weapons do not divide it into pieces ; fire does not burn it ; waters do not moisten it : the wind does not dry it up. It is not divisible ; it is not combustible ; it is not to be moistened ; it is not to be dried up. It is everlasting, all-pervading, stable, firm, and eternal. It is said to be unperceived, to be unthinkable, to be unchangeable. Therefore. knowing it to be so, you ought not to...grieve. But even if you think that it is constantly born, and constantly dies, still, O you of mighty arms : you ought not to grieve thus. For to one that is born, death is certain ; and to one that dies, birth is certain. Therefore about this unavoidable thing you ought not to grieve...Happy those Kshatriyas, O son of Pritha : to whom such a battle as this comes of itself—an open door to heaven !"..."If slain you will attain heaven ; victorious you will possess the earth."

Another passage which had great influence is the following :— "He whose heart, is not agitated in the midst of calamities, he who has no longing for pleasures, and from whom affection, fear and wrath have departed, is called a sage of steady mind. His mind is steady, who being without attachments anywhere,

feels no exultation and no aversion on encountering agreeable and disagreeable things."

Sri Krishna's advice to Arjuna is constantly quoted in the revolutionary books and newspapers, and a picture of the scene before the battle, with Arjuna in his chariot and the god holding the reins beside him, adorned tbe front page of Arabindo Ghose's paper the *Karmayogin*. The motto printed on the front page of the *Yugantar* was also taken from the *Gita* and reads as follows :

"When righteousness decays, Oh son of Bharat, and unrighteonsness flourishes, then I manifest myself. For protection of the good, for the destruction of evil-doers, for the establishment of righteousness I am reborn from age to age."

The book called *Chandi* is named afer one of the epithets of the goddess Durga regarded as the destroyer of the demon Chanda. It relates how the gods, driven from their kingdom by the demons, created the goddess Kali, or Adya Sakti (which means primordial energy), a manifestation of the goddess Durga, to destroy the demons. In other words Durga has many aspects. As the destroyer of demons she takes the form of Kali, and in this form she is sometimes called *Chandi* the destroyer of the particular demon Chanda. The destruction of the demons is a regular metaphor in Indian revolutionary...literature, the gods being the people of India and the demons the English, and this accounts for the great popularity of the book in these circles. One of the members of the Anusilan Samiti was something of a poet, and the following quotations from two of his song books illustrate the use to which *Chandi* was put. It should be explained that Kali is usually represented wearing a garland of human skulls and specially affects the Hindu burning ground.

> "Come, Oh Mother Bhairabi ! Come, Oh Mother
> adorned with skulls, to this earth, making the earth
> tremble with dreadful sound to kill the hosts of
> wicked demons."

*   *   *

> "Here a cremation ground extends far and wide ;

Come, Oh Mother, to the cremation ground of India.
Where will you find a better place ?
The demons have reduced India to ashes,
Committing terrible oppression upon her."

"Come, Oh Chandi, to punish, in a different age,
Chanda and Murda. Scoundrels are mangling the
body to pieces with violent fury.......
The earth is dumfounded. and tears flow from the
eyes of all at the insolence of Shambu and
Nishambu "

The personages mentioned are some of the demons destroyed by Kali in a former age, and the "different age" to which the poet refers is obviously the present one.

BARTAMAN RANANITI

If the real meaning of thia worship of the goddess of power, by whatever name—Kali, Sakti Chandi or Bhawani—she may be known, were in any doubt, the doubt is entirely removed by the book which falls to be considered next. It was published in October, 1907, by Abinash Chandra Bhattacharji, the friend, or as they preferred to call it for the purposes of the Maniktolla Conspiracy trial, the servant of Arabindo Ghose. This book was the principal revolutionary text-book ; 394 copies were found in the Maniktolla Garden, and it was, as the issue register showed one of the most popular books in the Dacca Anusilan Samiti Library.

The title Bartaman Rananiti means "The Modern Art of War", but before going on to deal with military subjects the author reprints, as Chapter I of his book, an article which appeared in the *Yugantar* newspaper in October, 1906, entitled "War is the order of creation". After explaining that destruction is but creation in another form, the writer proceeds, "Destruction is natural and war is, therefore, also natural.

When any part of the body is rotten it should be cut off with the help of surgical instruments, otherwise, the gangrenous wound would expand and cause destruction to the body. Vice, persecution, dependence are but gangrenous sores in the body of the nation. War is inevitable when oppression cannot be stopped by any other means whatsoever, when the leprosy of slavery corrupts the blood of the body of the nation and robs it of its vitality. It is for this reason that Sri Krishna, god himself, acted as charioteer, holding the reins in his hands at the battle of Kurukshetra. It is for this reason that the god Ram Chandra planned the destruction of Ravan. It is for this that Chandi, inspired with the prowess of 33 crores of gods, appeared to kill the Daityas, and for this reason that the incarnation of Kali in this Kali age, 'Kali holding two swords to destroy the Mlechhas," has passed into a saying of the Shastras.

The writer then discusses the rapid rise of Japan, and says "This remarkable development is but the results of unflagging, and disinterested work. Hence Okakura has said, : "Until the moment we shook it off, the same lethargy lay upon us which now lies upon China and India...Religion could but soothe, not cure, the suffering of the wounded soul." But to-day Japan has been cured of her disease. Japan is now, therefore, not only the land of beautiful flowers and pictures of fair women, but also the Pithabhumi (place of pilgrimage) of the goddess of war."

Karma (or action) is the way to salvation and wealth, and it is to establish this Karma that the Hindus have...set up worship of Sakti. The new India, the worshipper of Sakti, must not forget this principle of Karma. Action is wanted ; fame is the reward of action, but the price of fame is very high. The sage Kamalakanta, wandering about in the market of the world, came to the Shop of Fame. "I saw" he says, "darkness in the shop". I called the shopkeeper but no answer came. I heard only great cries striking terror into hearts of all. In a faint light I read on the signboard at the door :—

Shop of Fame

Things sold—eternal fame.

Price—Life.

To attain to national fame five things are needful, religious faith, food, wealth, men and a warlike spirit. There is no want of faith or food or men in India ; the remaining two things must be acquired. Swadeshi and boycott will bring wealth, while time, pointing to the English rifle, says, "See, the warlike spirit is the artificer of the European palace ; acquire the warlike spirit." The warrior's weapons are intelligence and physical strength, and strength of fame is necessary to demolish the rule of evil and to establish a kingdom of righteousness.

"We Indians are disarmed under the orders of the King. The foreign King being in fear of his life least his subjects, driven mad with oppression, should strike him on the head, has disarmed all the subjects of this country. The English employ the Sikhs, the Marathas and the Rajputs as soldiers, and teach them a little of the military art, but the intelligent Bengalis and the Brahmins of Poona are not even allowed to use a long stick. For who can say that the all destroying arm will not in the twinkling of an eye demolish the British Kingdom ? Because the King, in fear of his life, passed laws contrary to religion, will therefore eight crores of Bengalis, more than twenty crores of Marathas and countless...other warlike nations remain like beasts ? True, we may not have opportunities of learning military manoeuvres and drlll openly and in a lawful way. If, however, the Bengalis take this system of instruction into their own hands, they can, through self-exertion, become experts in horsemanship, and acquire courage, strength of arm, power of endurance and other heroic qualities, and they can master all the underlying principles of the science of war in the country by study and by preaching. If the Bengalis can do so much through diligence, they will never feel the want merely of arms. This book is published to lay the fourdation of this new system of instruction.

If, as a result of it, even one of the fetters drops off from the red lotus foot of the captive mother, her wretched son will consider himself fortunate."

The remainder of the book deals with the weapons of war, the organisation of armies, and tactics, particularly the tactics of guerilla warfare which is described as "the mode of fighting adopted by a nation which is weak, disarmed and oppressed by conquerors, but resolved to break the bondage of slavery." Great stress is laid on the importance of the intellect in war. "Hence it was that the Japanese, though weaker and smaller in stature than the Russians, were more expert in war. Hence it was that 60,000 Boer peasants kept lakhs of British soldiers under their feet for three years. Hence it is that the British do not enlist the Bengalis or the Brahmins of Poona as soldiers."

In the last chapter the writer asks "How can a weak and disarmed nation fight against armed and trained soldiers ?", and replies, "The answer is very simple. There are many instances in the world's history which show that it is not impossible for a conquered people to gain victory. A nation may be disarmed and in the power of others. But if the people are firmly determined to drink the nectar of liberty, and if they accept death as desirable, then God will make them heroes. Regular fighting is then possible for them, because :—

(1) Being inspired with patriotism, the native troops desert the side of the foreign king and join the heroes.

(2) The mountain tribes become excited by the greedy and fiery tongue of revolution and rush to the battle-field.

(3) The strength of the youths of a country being applied to irregular warfare, they gradually become fearless and expert in sword-play. Irregular fighting is therefore a test for them. Facing dangers constantly for the good of the country, they attain heroic qualities, such as courage, strength, presence of mind, etc.

(4) During the long period of anarchy and collision, people increase in number and they venture to accumulate wealth and arms.

(5) In a long protracted war even the enemy suffer. Many soldiers are destroyed, and commerce, taxes and other means of obtaining money being stopped, famine appears in their own country, and other ruling powers take advantage of the occasion to harass them. In these circumstances who will not venture to defeat such worn-out foes? People perceive that two or more defeats will completely crush the oppressor, and they come in bands under the flag of the revolutionists, and the door of the treasury is flung open for the country's sake. Then with a swadeshi government in power, agriculture and commerce will flourish again."

In October, 1907, Arabindo Ghosh's paper, the *Bande Mataram* published an appreciative notice of this book, remarking that it showed the new trend of the National mind, and that no doubt it would be eagerly sought after. "It is perfectly true", says the writer, "that no practical use can be made of its contents at the present moment; but the will and desire of thousand create its own field, and when the spirit of a nation demands any sphere of activity material events are shaped by that demand in ways that at the time seem to be the wild dreams of an unbridled imagination."

MUKTI KON PATHE?

This book, the title of which means. "Which Way lies Salvation?" is in four parts, and is simply a reprint of articles from the *Yugantar* newspaper. It also was a text-book both for the Maniktolla Garden gang and for the Anusilan Samiti, and it is of importance as indicating the objects of the training that went on in both institutions, and the programme which the leaders adopted for the collection of men, money and arms.

For example in Part II it is stated that the Bengalis are at a disadvantage in the way of muscular development. That is to be made good by training, so far as training can do so. There must be greater muscular development, but if the time at their disposal is not sufficient to secure such development, there is

consolation in the thought that not much muscle is required to kill a European with a revolver or a rifle, or to kill many Europeans with a Maxim gun. It does not take much strength to pull a trigger ; even a Bengali can do that.

In another article, under the heading "Revolution" and the sub-heading "Building up public opinion", the means are stated as follows :—

(1) Newspapers.

(2) Music (i.e., Songs, etc.)

(3) Literature.

(4) Secret meetings and associations.

Regarding No. (4) the writer says :—

"Secret societies are necessary since it is impossible to talk of freedom openly because of bayonets and guns. If one wants to talk of freedom publicly he must neessarily do so in a round about way. It is precisely for this reason that a secret place is necessary where people may discuss. "What is truth ?" without having recourse to hypocricy. But it must be a place which the tyrant cannot see. The Russian revolutionists used to meet at dead of night in secret places to discuss what they ought to do, and they still do so. It is precisely this state of things which has been described by Bankim Babu in his Ananda Math. In the dead of night the sanyasis used to collect weapons for freedom in the dense forest."..."When revolution is absolutely necessary for the sake of freedom it must be preached by all possible means. All means, great or small, important or unimportant, should be adopted."

In an article in Part IV the collection of arms is discussed, and the writer says that if firm determination be there arms come of themselves. "A nation yearning for freedom does not shrink even, if it be necessary, from collecting money by theft and dacoity. So, in the matter of collecting arms, the power of discriminating between right and wrong is gone. Everything is sacrificed at the feet of the goddess of liberty." There are three ways of obtaining arms :—

(i) By preparing weapons silently in some secret place. In

this way bombs are prepared by the Russian nihilists. Indians will be sent to foreign countries to learn the art of making weapons. On their return to India they will manufacture cannon, guns, etc., with the help of enthusiatic youths.

(ii) By importing weapons of all kinds from foreign countries.

(iii) Through the assistance of Native Soldiers. The native Army serves under the tyrannical King only to earn a livelihood. But they are human beings, and "when the revolutionists explain to them the misery and wretchedness of the country, they swell the bands of revolutionists at the proper time, taking with them the arms given to them by the King"..."It is because soldiers may thus be made to understand the situation that the present English King of India does not allow the clever Bengali to enter the army."

The reference made above to the collection of money by so-called political dacoitics is elaborated in another article, in which it is explained that at first the work of preaching should be managed with the money obtained by begging or as a free gift. Secret preachers begin secretly to form bands in all directions at home and abroad. Much money is not needed for this purpose. If the work has not passed its infancy, the expenses can be met by subscriptions, etc. But if the work advances so far that we are compelled to collect much money it becomes impossible to depend on the money that is given willingly; money should then be exacted from society by the application of force...If the revolution is being brought about for the welfare of society, then it is perfectly just to collect money from society for the purpose. It is admitted that theft and dacoity are crimes because they violate the principle of the good of society. But the "political dacoit" is aiming at the good of society; "so no sin but rather virtue attaches to the destruction of this small good for the sake of some higher good. Therefore if revolutionists extort money from the miserly or luxurious wealthy members of society by the application of force, their conduct is perfectly just."

The last stage is the robbery of Government treasuries. This also is justified because, from the moment the kingly power tramples upon the welfare of the subjects, the king may be regarded as a robber from whom it is perfectly right to snatch away his stolen money, in order, "to defray the expenses of establishing the future kingly power."

SIKHER BALIDAN

This is a small book in Bengali by Miss Kumudini Mitter, afterwards editress of the *Suprabhat* magazine, the daughter of Krishna Kumar Mitter, editor of the *Sanjibani*, and cousin of Arabindo Ghosh. K. K. Mitter was one of the nine leading agitators deported from Bengal in December, 1908. The book was first published in 1905, and the third edition appeared in 1908. The title means "The Sikh's Self-Sacrifice;" it gives and account of some incidents in the conflict between the Sikhs and their Mahomedan oppressors, and the moral of it all is contained in the following short dedication by the authoress to her brother Sukumar. "The Sikhs gave up their lives, but still they did not forsake God. May your tender heart love God as they did". It is related, for example, in the account of Guru Tegh Bahadur, that on one occasion his disciples came to him with tales of their sufferings under the Mahomedans. "Guru" Tegh Bahadur meditated for a little and concluded that the time for self-sacrifice had come, and that without it oppression could not be stopped." Accordingly he instructed his disciples that when evil and oppression were increasing in any country an attempt should be made to sacrifice something dear to them for its removal, and asked what was the dearest thing they could sacrifice at that time. "His son Gobind Singh, aged 15 years, was listening attentively to his father's words. His faith had become strong in his tender youth and the seed of self-sacrifice was germinating in his heart. As soon as Tegh Bahadur had ceased speaking he stood up and said 'Father, the Sikhs consider you to be the dearest thing.' Tegh Bahadur and

his disciples remained silent, and the Guru on reflection found that his son's reply was exactly what he had himself resolved." The account goes on to describe Tegh Bahadur's firmness in the presence of the Emperor Aurangzeb, and his imprisonment and execution.

The following note, printed at the end of the third eddition, leaves no doubt as to the lessons intended to be learned from the book by young Bengal.

"Babu Surendra Nath Bannerji, the great orator and political leader in Bengal, writes in the *Bengalee* of the 2nd August, 1906 :—

For Sometime two little books in Bengali "Sikher Balidan" and a life of Miss Mary Carpenter by Kumari Kumudini Mitter, B.A., have been lying on our table The authoress is the daughter of Babu Krishna Kumar Mitter, the well known Editor of the *Sanjibani* newspaper. We have read the books with pleasure and profit. The style is simple and vigorous and there is a fascinating air of sincerity which has a charm all its own.

"Sikher Balidan" is a book which ought to be in the hands of every school boy. It is a thrilling record of Sikh martyrdom. It tells us in a few well written biographical sketches the story of the up-building of the Sikh character which made the Sikhs what they were and what we hope they will yet be. In all great movement boys and young men play a prominent part, the divine message first comes to them, and they are persecuted and they suffer for their faith. "Suffer the little children to come unto me" are the words of the divinely inspired founder of the Christian religion ; and the faith that is inseparable from childhood and youth is the faith which has built up great creeds and has diffused them through the world. Our boys and young men have been persecuted for thelr Swadeshism ; and their sufferings have made Swadeshism strong and vigorous. The blood of the martyrs is the cement of the church ; and the sturdy faith of the Sikh which braved death and disaster with unflinching courage was reflected in the heroic suffering of its youthful martyrs. Our authoress tells us the story of the martyrdom of Fateh Singh and Jarwar Singh the youthful sons

of Guru Govind. The two boys, confronted with their persecutor, never flinched from the faith of their fathers. They were entreated to save themselves by abjuring their religion. They firmly refused. They rose above all temptation even the terrors of death. Mark the heroic words of these boy-martyrs ;—"He who has foresaken his God fears death. To the devoted, death is real birth. We rejoice in the presence of death. In death shall we find our overlasting joy." Thus exclaimed the sons of Guru Govind, and torture followed by execution terminated their young lives. The little book reveals the process of nation building through the ordeal of fire and persecution. It should be in the hands of everybody who has his eyes open to the significance of the events that are passing around us."

DESHER KATHA AND SHIVAJI

In the accounts of the Maniktolla Conspiracy and of the Anusilan Samiti attention is drawn to the Maratha influence, and this is reflected also in the literature of both bodies. A book in Bengali entitled *Desher Katha* (Tales of the Country) by Sakharam Ganesh Deuskar, a Maratha Brahmin resident in Calcutta, was in great request ; it was published in three editions, and was described in an advertisement as "the only resort for worshippers of the Motherland". The Life of Shivaji was also carefully studied and the war-cry of the Marathas, "Har, Har, Mahadeva !" was practised in the Anusilan Samiti, and used at the mock fights in which the members engaged. The following passages are taken from a book on Shivaji found in the possession of one of them :—

"There is absolutely no sin in killing with great cruelty that base-born man, who, being a native of the soil, throws obstacles in the way of the establishment of the freedom of his native land.". ."To expect one's country to prosper without an uprising is as unreal as the flowers of the sky. It is for this reason that prominent politicians say that there is nothing so sacred as revolution."..."Shivaji is firmly convinced that it is the primary duty of every man to protect his faith and his country from the oppression of foreigners. He who fails to perform this duty goes to hell and becomes infamous."

* Political Trouble in India—1907-1917 by James Campbell Ker, I. C. S. Personal Assistant to the Director of Criminal Intelligence, Simla, from August 1907 to December 1913. pp 28-55. Calcutta 1973. This book was strictly confidential.

GERMAN PLOTS

107. Bernhardi in his book "Germany and the Next War," published in October 1911, had indicated the German hope that the Hindu population of Bengal, in which a pronounced revolutionary and nationalist tendency shewed itself, might unite with the Muhammadans of India and that the co-operation of these elements might create a very grave danger capable of shaking the foundations of England's high position in the world.

German interest in Indian revolution

On the 6th of March 1914 the Berliner Tageblatt published an article on "England's Indian Trouble," depicting a very gloomy situation in India and representing that secret societies flourished and spread and were helped from outside. In California especially, it was said there appeared to be an organised enterprise for the purpose of providing India with arms and explosives.

108. According to the case disclosed by the prosectuion in a State trial which opened in San Francisco on the 22nd of November 1917 Hardayal had planned a campaign in America prior to 1911 with German agents and Indian revolutionaries in Europe and in pursuance of the scheme founded the *Ghadr* Revolutionary Party in California, spreading throughout California, Oregon and Washington the German doctrine that the Fatherland would strike England.

Plot of Hardayal and German agents.

109. In September 1914 a young Tamil named Chempakaraman Pillai, President of a body in Zurich called the International Pro-India Committee, applied to the German Consul in Zurich to obtain permission for him to publish anti-British literature in Germany. In October 1914 he left Zurich to work

German use of Indian nationalists

* A Hindu ex-student of the Panjab University.

under the German Foreign Office in Berlin. He established there the "Indian National Party" attached to the German General Staff. It included among its members Hardayal, the founder of the *Ghadr*, Taraknath Das, Barkatulla, Chandra K. Chakrabarti and Heramba Lal Gupta (two of the accused in the German Indian conspiracy trial in San Francisco).

The Germans appear to have employed the members of the Indian party at first chiefly in the production of anti-British literature, which was as far as possible disseminated in all regions where it might be expected to do injury to Great Britain. At a later stage they were engaged in other duties. Barkatulla was detailed to direct a campaign to win Indian prisoners of war captured by the Germans from the British ranks from their allegiance. Pillai was at one time trusted with a Berlin Office code, which he made o er in Amsterdam in 1915 to an agent who was leaving for Bangkok via America to start a printing plant and publish war news to be smuggled, over the Siamese-Burmese frontier. Heramba Lal Gupta was for a time Indian agent of Germany in America and arranged with Boehm, of whom more will be said, that he should go to Siam and train men for an attack on Burma. Gupta was succeeded as German agent in America by Chakrabarti under the following letter of the Berlin Foreign Office :— "Berlin, February 4th, 1916.

THE GERMAN EMBASSY, WASH.

In future all Indian affairs are to be exclusively handled by the Committee to be formed by Dr. Chakravarty. Birendra Sarkar and Heramba Lal Gupta, which latter person has meantime been expelled from Japan, thus cease to be independent representatives of the Indian Independence Committee existing here.

(Sd.) ZIMMERMAN

German schemes against India.

110. The German General Staff had definite schemes aimed directly against India. It is with such schemes, in so far as they depended on co-operation with the non-Muhammadan population of India, that this chapter is chiefly concerned.

The scheme which depended on Moslem disaffection was directed against the North-Western Frontier, but the other schemes, which relied upon co-operation with the Ghadr party of San Francisco and the Bengali revolutionaries, centred in Bangkok and Batavia. The Bangkok scheme depended chiefly on returned Sikhs of the Ghadr party, the Batavian scheme upon the Bengalis. Both the schemes were under the general direction of the Consul-General for Germany in Shangnai acting under orders from the German Embassy at Washington.

The German plot in Bengal.

111. In August 1915 the French Police reported that it was generally believed among revolutionary Indians in Europe that a rebellion would break out in India in a short time and that Germany would support the movement with all her power. What ground there was for this belief the following recital of facts will show.

In November 1914 Pingley (a Maratha) and Satyendra Sen (a Bengali) arrived in Calcutta from America by the S. S. Salamis. Pingley went up-country to help to organise a rising there. Satyendra remained in Calcutta at No. 159, Bow Bazar.

Towards the close of 1914 it was reported to the police that the partners in a swadeshi cloth-shop named the Sramajibi Samabaya, viz., Ram Chandra Mazumdar and Amarendra Chatarji, were scheming with Jatindra Mukharji, Atul Ghosh and Narendra Bhattacharji to keep arms on a large scale.

Early in 1915 certain of the Bengal revolutionaries met and decided to organize and put the whole scheme of raising a rebellion in India with the help of Germans upon a proper footing, establshing co-operation between revolutionaries in Siam and other places with Bengal and getting into touch with the Germans, and that funds should be raised by dacoities.

Thereupon the Garden Reach, and Beliaghata dacoities were committed on the 12th January and 22nd February which brought in Rs. 40,000. Bholanath Chatarji had already been sent to Bangkok to get in touch with conspirators there. Jitendra Nath Lahiri, who arrived in Bombay from Europe

early in March, brought to the Bengal revolutionaries offers of German help and invited them to send an agent to Batavia to co-operate. A meeting was thereupon held, as a result of which Naren Bhattacharji was sent to Batavia to discuss plans with the Germans there. He started in April and adopted the pseudonym of C. Martin. In the same month another Bengali, Abani Mukharji, was sent by the conspirators to Japan, while the leader, Jatin Mukharji, went into hiding at Balasore owing to the police investigations in connection with the Garden Reach and Beliaghata dacoities. In the same manth the S. S. Maverick, of which more will be told, starte l on a voyage from San Pedro in California.

On his arrival at Batavia "Martin" was introduced by the German Consul to Theodor Helfferich, who stated that a cargo of arms and ammunition was on its way to Karachi to assist the Indians in a revolution. "Martin" then urged that the ship should be diverted to Bengal. This was eventually agreed to after reference to the German Consul-General in Shanghai. "Martin" then returned to make arrangements to receive the cargo of the Maverick, as the ship was called, at Rai Mangal in the Sundarbans. The cargo was said to consist of 30,000 rifles with 400 rounds of ammunition each and 2 lakhs of rupees. Meanwhile "Martin" had telegraphed to Harry and Sons in Calcutta, a bogus firm kept by a well-known revolutionary, that "business was helpful". In June Harry and Sons wired to "Martin" for money, and then began a series of remittances from Helfferich in Batavia to Harry and Sons in Calcutta between June and August, which aggregated Rs. 43,000, of which the revolutionaries received Rs. 33,000 before the authorities discovered what was going on.

"Martin" returned to India in the middle of June, and the conspirators Jatin Mukharji, Jadu Gopal Mukharji, Narendra Bhattacharji ("Martin"), Bholanath Chatarji and Atul Ghosh set about making plans to receive the Maverick's cargo and employ it to the best advantage. They decided to divide the arms into three parts, to be sent respectively to—

(1) Hatia, for the Eastern Bengal districts, to be worked by the members of the Barisal party.

(2) Calcutta.

(3) Balasore.

They considered that they were numerically strong enough to deal with the troops in Bengal, but they feared reinforcements from outside. With thie idea in view they decided to hold up the three main railways in Bengal by blowing up the principal bridges. Jatindra was to deal with the Madras railway from Balasore, Bholanath Chatarji was sent to Chakradharpur to take charge of the Bengal-Nagpur Railway, while Satish Chakrabarti was to go to Ajay and blow up the bridge on the East Indian Railway. Naren Chaudhuri and Phanindra Chakrabarti were told off to go to Hatia, where a force was to collect, first, to obtain control of the Eastern Bengal districts, and, then to March on to Calcutta. The Calcutta party, under Naren Bhattacharji and Bepin Ganguli, were first to take possession of all the arms and arsenals around Calcutta. then to take Fort William, and afterwards to sack the town of Calcutta. The German officers arriving in the Maverick were to stay in Eastern Bengal and raise and train armies.

In the meantime, the work of taking delivery of the cargo of the Maverick was apparently arranged by Jadu Gopal Mukharji who is seid to have placed himself in communication with a zamindar in the vicinity of Rai Mangal, who had promised to provide men, lighters, etc., for the unloading of the vessel. The Maverick would arrive at night and would be recognised by a series of lamps hung horizontally. It was hoped that the first distribution of arms would take place by the 1st of July 1915.

There was no doubt that some men, under instruction from Atul Ghosh, actually went down by boat to the neighbourhood of Rai Mangal to help in the unloading of the Maverick. They seemed to have stayed there about ten days, but by the end of June the Maverick had not arrived, nor had any message been received from Batavia to explain the delay.

While the conspirators were waiting for the Maverick a

Bengali arrived from Bangkok on the 3rd July with a message from Atmaram, a Punjabi conspirator there, that the German Consul in Siam was sending by boat a consignment of 5,000 rifles and ammunition and 1 lakh of rupees to Rai Mangal. The conspirators thinking this was in substitution of the Maverick's cargo induced the Bengali messengers to Bangkok via Batavia and tell Hellferich not to change the original plan and that other consignments of arms might be landed at Hatia (Sandwip) and Balasore in the Bay of Bengal or Gokarn on the west coast of India, south of Karwar. In July Government learnt of the projected landing of arms at Rai Mangal and took precautions.

On the 7th August the police, on information received, searched the premises of Harry & Sons and effected some arrests.

On the 13th August one of the conspirators sent from Bombay a warning telegram to Hellferich in Java and on the 15th of August Narendra Bhattacharji ("Martin") and another started for Batavia to discuss matters with Hellferich.

On the 4th September the Universal Emporium at Balasore, a branch of Harry & Sons, was searched as also a revolutionary retreat at Kaptipada 20 miles distant, where a map of the Sunderbans was found together with a cutting from a Penang paper about the Maverick. Eventually a gang of five Bengalis was "rounded up," and in the fight which ensued Jatin Mukharji, the leader, and Chittapriya Ray Chaudhuri, the murderer of Inspector Suresh Chandra Mukharji, were killed.

During this year nothing more was heard from "Martin" by the conspirators and eventually two of them went to Goa to try and telegraph to Batavia. On the 27th December 1915 the following telegram was sent to "Martin" at Batavia from Goa :— "How doing—no news ; very anxious. B, Chatterton." This led to inquiries in Goa and two Bengalis were found one of whom proved to be Bholanath Chatarji. He committed suicide in the Poona Jail on the 27th January 1916.

112. **We will now shortly narrate the story of the Maverick and another vessel, the Henry S. both of which started from America for Eastern Waters in connection with the German plot, and describe certain other schemes entertained by the Germans.**

Ships chartered by Germany.

The S. S. Maverick was an old oil tank steamer of the Standard Oil Company, which had been purchased by a German firm, F. Jebsen & Co., of San Francisco. She sailed about the 2nd of April 1916 from San Pedro in California without cargo. She had a crew of 25 officers and men and five so-called Persians, who signed on as waiters. They were all Indians and had been shipped by Von Brincken of the German Consulate at San Francisco and Ram Chandra, the successor of Hardayal on the Ghadr. One of them, Hari Singh, a Punjabi, had quantities of Ghadr literature in trunks. The Maverick went first to San Jose del Cabo in Lower California and obtained clearance for Anjer in Java. They then sailed for the Island of Socorro, 600 miles west of Mexico, to meet a schooner called the Annie Larsen which had a cargo of arms and ammunition purchased by a German in New York named Tauscner and shipped at San Diego on the Annie Larsen. The master of the Maverick had been instructed to stow the rifles in one of the empty oil tanks and flood them with oil and stow the ammunition in another tank, and in case of urgent necessity to sink the ship. The Annie Larsen never effected a meeting with the Maverick and after some weeks the Maverick sailed for Java via Honolulu. In Java she was searched by the Dutch authorities and found to be empty. The Annie Larsen eventually about the end of June 1916 arrived at Hoquiam in Washington territory where her cargo was seized by the United States authorities. It was claimed by Count Bernsdorf, the German Ambassador at Washington, as belonging to Germany, but the claim was disallowed by the American Government.

Helfferich took care of the crew of the Maverick in Batavia and eventually sent them back in her to America, "Martin" being substituted for Hari Singh. Thus "Martin" escaped to

America. After his arrival there he was arrested by the American Government.

Another vessel which started in pursuance of a German-Indian plot was the Henry S., a schooner—with auxiliary crew. She cleared from Manila for Shanghai with a cargo of arms and ammunition which were discovered by the Customs authorities who made the master unload them before sailing. Her destination was then changed to Pontianak. Eventually her motor broke down and she put into a port in the Celebes. She had on board two German-Americans, Wehde and Boehm. The general intention seems to have been that she should go to Bangkok and land some of her arms which were to be concealed in a tunnel at Pakoh on the Siam-Burma frontier while Boehm trained Indians on the frontier for the invasion of Burma. Boehm was arrested in Singapore on his way from Batavia, which he had reached from the Celebes. He had joined the Henry S. at Manila under instructions received from Heramba Lal Gupta in Chicago, and was instructed by the German Consul at Manila to see that 600 revolvers were landed at Bankok and the rest of the consigmment of 5,000 sent on to Chittagong. The arms were said to be revolvers with rifle stocks : probably therefore they were Mauser pistols.

There is reason to believe that. when the scheme connected with the Maverick falied, the German Consul-General at Shanghai arranged to send two other ships with arms to the Bay of Bengal, one to Rai Mangal and the other to Balasore. The first was to carry 20,000 rifles, 8,000,000 cartridges, 2,000 pistols and hand grenades and explosives and two lakhs of rupees, the other was to carry 10,000 rifles, a million cartridges and grenades and explosives. "Martin," however, pointed out to the German Consul at Batavia that Rai Mangal was no longer a safe landing-place and suggested Hatia was better. The proposed change of place was discussed with Helfferich and eventually the following plan was evolved :—

The steamer for Hatia was to come direct from Shanghai and arrive about the end of December. The ship for Balasore was

to be a German steamer lying in a Dutch port and was to pick up a cargo at sea. A third steamer, also a war-bound German vessel, was to sail to the Andamans shipping a cargo of arms at sea and raid Port Blair, pick up anarchists, convicts and men of the mutinous Singapore regiment, who it was thought were interned there, and then proceed to Rangoon and raid it. To assist the conspirators in Bengal a Chinaman was sent to Helfferich with 66,000 guilders and a letter to be delivered to a Bengali at Penang or to one of two addresses in Calcutta : he never delivered his message for he was arrested at Singapore with the money on his person.

At the same time the Bengali who had accompanied "Martin" to Batavia was sent to Shanghai to confer with the German Consul-General there and to return in the ship destined for Hatia. He reached Shanghai with some difficulty and was arrested there.

Meanwhile the Calcutta conspirators, after Jatin Mukharji's death, had gone into asylum at Chandernagore. Upon the arrest of the Bengali messenger in Shanghai the last scheme of the Germans for landing arms in the Bay of Bengal appears to have been abandoned.

Wenhde, Boehm and Heramba Lal Gupta were tried and convicted in a State trial at Chicago for their share in the German-Indian plots. The San Francisco trial which began in November 1917 resulted in further convictions in connection with these plots, but the details have not yet reached India.

Shanghai arrests.

113. In October 1915 the Shanghai Municipal Police arrested two Chinamen in possession of 129 automatic pistols and 20,830 rounds of ammunition which had been instructed by a German named Nielsen to take to Calcutta concealed in the centre of bundles of planks. The address to which they were to be delivered was Amarendra Chatarji, Sramajibi Samabaya, Calcutta. Amarendra was one of the conspirators who absconded to Chandernagore.

The address of Nielsen, namely, 32, Yangtsepoo Road, which was proved in the trial of these Chinamen, appears in a note-book

found on the person of Abani, the emissary to Japan mentioned in paragraph 6, when he was arrested at Singapore on his homeward voyage. There is reason to believe that this or a similar plot was hatched in consultation with Rash Behari Basu, who was then living in Nielsen's house, for pistols which Rash Behari wished to send to India were obtained by a Chinaman from the Mai Tah dispensary, 108, Chao Tung Road, which was one of Nielsen's addresses recorded in the note-book. Another revolutionary who lived in the same house was Abinash Ray. He had been concerned in Shanghai in German schemes for sending arms to India and asked Abani to give a message to Mati Lal Ray at Chandernagore saying everything was all right and they must devise some means by which Ray could be got safely into India. Abani's note-book contained the addresses of Mati Lal Ray and several other known revolutionaries of Chandernagore, Calcutta, Dacca and Comilla. Among other addresses was that of Amar Singh, engineer, Pakoh, Siam, the place in which it had been arranged that some of the arms on the Henry S. should be concealed. Amar Singh was sentenced to death at Mandalay and hanged.

German schemes ill-informed.

114. Our examination of the German arms schemes suggests that the revolutionaries concerned were far too sanguine and that the German with whom they got in touch were very ignorant of the movement of which they attempted to take advantage.

Ref. Sedition Committee (1918) Report.
(Chapter VII)
India Office Library, London : V 19977

INTELLIGENCE BUREAU ON THE CHITTAGONG RAIDS*

These events** were however, nothing compared with the amazing coup which was now brought off in Chittagong. The local group of the Jugantar Party had always held violent views,

and it was the first to strike. One of the leaders there, Ganesh Ghose had been in touch with Niranjan Sen Gupta, who was... put out of action by the Mechuabazar case. It was therefore left to the group to work on its own, and on the night of April 18th 1930, at about 10-30 P. M. the blow was struck. Preparations had been going on for several months. Money for buying equipment and arms was steadily collected by members of the party who stole it from their parents ; khaki uniforms, badges, belts, leggings, and boots, were bought ; arms were collected : bombshells were filled , and members of the party were taught how to fire Every detail of the attack had been worked out down to the synchronizing of the watches owned by members of the party who were to take part, and several mobilization lists were drawn up giving the constitution of the various groups told off for different branches of the assault. The mobilization scheme was so well thought out that when Ananta Singh and Ganesh Ghosh, two of the principal leaders, alarmed by indications that the police were meditating some action against them, decided to make their attempt earlier than they had originally planned, they were able to collect their force in one day, detail off the various batches under leaders, and proceed to the attack only one hour later than their scheduled time. Four batches set out from the Congress Office and Ganesh Ghosh's shop, one to capture the police armoury, one to capture the Auxiliary Force armoury, one to massacre the Europeans in the Club, and the last to destroy the Telephone Exchange and Telegraph Office. The delay caused the club party to find the building practically deserted, so that scheme was abandoned, but at the police armoury some 50 youths, all in khaki with the leaders dressed as officers, and in a taxi, the driver of which had been left trussed up in Ganesh Ghosh's house, took up a position and lay concealed until Ananta Lal Singh approached the police sentry and after exchanging the usual challenges, shot him down and scattered the rest of the guard, two of whom were wounded. The pre-arranged signal "Bande Mataram" was then given and the remainder of the force swarmed into the lines, broke into

the armoury and magazine, and armed themselves with muskets, revolvers, and ammunition. At the Auxiliary Force armoury a similar party drove up in a taxi, having chloroformed and dropped the driver. Loke Nath Bal dressed as an officer replied to the sentry's challenge and then shot him and another sepoy fatally. Sergeant-Major Farrell came out of his quarters and was shot dead. The armoury was then robbed of pistols, revolvers, rifles and a Lewis gun, but the ammunition which was in a separate room was overlooked. The building was then set alight with petrol and the raiders joined the party in the police lines; but in the meantime they had fired on passing motor cars and had killed a railway guard, the driver and the assistant driver of a taxi, a constable who was in the District Magistrate's car, and had wounded the driver of the District Magistrate's car and a villager who was in a passing taxi. They had therefore murdered seven persons and wounded two.

At the Telegraph Office a small party chloroformed the telephone operator, hacked the telephone board to pieces and then set fire to it. The Telegraph Master was fired at but he returned with a gun and drove off the party before they had succeeded in destroying the Telegraph Office. This party also joined the main party in the police lines where the assembled raiders were drilled and given instruction in firing. It must then have seemed that the rest of the programme, viz., the seizure of the Treasury and the massacre of the Europeans of the station, would be easily accomplished, for the main Auxiliary Force armoury was gutted and the rifles and small arms removed, telephonic communication destroyed, the arms and ammunition in the police lines were in the raiders' possession, and the armed police were reduced to impotence. At about midnight, however, the Deputy Inspector General of Police, the Superintendent of Police, the Assistant Superintendent of Police and a member of the Auxiliary Force, opened fire on them with a Lewis gun, secured from a subsidiary armoury which by good fortune, the raiders had neglected. The raiders returned the fire and also threw a bomb which failed to explode, and they decided to

retreat. In the meanwhile, one of the raiders had caught fire while saturating the guardroom with petrol and was so severely burnt that he subsequently died. Two of the leaders, Ananta Singh and Ganesh Ghosh, displaying unexpected humanity, carried this man off in a motor car with two others for treatment without leaving orders how to proceed. The result was that instead of returning to the town for the remainder of the programme, the party retreated to the hills north of the town, each, according to a statement, with a musket, at least one revolver or pistol, and a haversack full of cartridges. The raiders left behind three motor cars, some pickaxes, sledghammers and other tools, ten loaded bombs, four revolvers, two pistols, six shot guns, a number of cartridges, the Lewis gun which they had brought from the Auxiliary Force armoury, battered to pieces, and 39 rifles from the Auxiliary Force, all of which had been burnt. Meanwhile, two other parties with the intention of cutting off all communication with Chittagong, had set out the day before to cut telegraph wires and derail trains. A goods train was derailed near Dhoom Railway Station and telegraph wires were cut there. The second party made an unsuccessful attempt on the same night to derail the down mail to Chittagong some 70 miles away. The next day printed leaflets were distributed in Chittagong and in other districts of Bengal and other provinces. One announced that the Indian Republican Army had made an attempt to free India, and appealed to the students and youths of Chittagong to join in the fight. The other called upon the people of Chittagong for their allegiance and support. Both leaflets were issued by the President in Council, Indian Republican Army, Chittagong Branch.

The authorities in Chittagong were able to communicate the news of the raids by wireless from a ship in the harbour, and on the 20th April reinforcements arrived. On the 22nd April the main body of the raiders was tracked to Jalalabad Hill where an engagement took place before darkness put an end to the fight. Next day twelve of the raiders were found dead and twenty-three police muskets and nearly 2,000 loaded cartridges,

a live bomb, a revolver and some revolver and pistol ammunition were found on the hill. The raiders had decamped during the night and divided up into several bands, and some actually managed to make their way back to Chittagong. One of these was tracked down and committed suicide. A revolver and a pistol with cartridges were found on his corpse. Another raider surrendered to the police. On the 22nd April, Ananta Singh, Ganesh Ghosh and two others were arrested by the police at Feni Station in Noakhali district, but effected their escape after wounding a sub-inspector and two constables although they lost a revolver in the struggle. On the 6th May a party of six raiders opened fire on villagers who attempted to stop them, and killed three and wounded three others. A constable (although mortally wounded himself), seized Subodh Chaudhuri and another raider was seized by the villagers. The remainder were found after an exhausting chase by the police party, and were shot dead after a short engagement. Each of them was found to be armed with a ·450 Webley revolver. Later, acting on information obtained from a confession, two revolvers, four muskets, one gun and some ammunition were found in the hills.

Other crimes by Chittagonians. On the 28th June, 1930, Ananta Lal Singh surrendered to the police after a quarrel with Ganesh Ghosh at Chandernagore where they were living with two others in hiding, and on the 31st August Ganesh Ghosh, Loke Nath Bal and Ananda Gupta were arrested and Makhan Ghosal was shot dead during a raid by the police on their shelter at Chandernagore. On the 8th October, Ambika Chakravarti was arrested in Chittagong district. Although 162 persons had by now been arrested only 36 were sent up in the first trial connected with the case. Girls had from the first been connected with the party and were now used to form links between those in jail and those still absconding. Kalpana Dutta was active in this way. Although so many of the gang had been accounted for the remainder did not cease to plot further outrages, and on the 1st December 1930, Inspector Tarini Charan

Mukharji was shot dead at Chandpur Railway Station, while escorting the Inspector General of Police from Chittagong, by Ram Krishna Biswas and Kalipada Chakravarti, the first of whom was sentenced to death and the second to transportation for life. One revolver obtained from the Chittagong raid was recovered from them On the 16th March 1931, two absconders were accosted by the police, but escaped after seriously wounding a sub-inspector.

On the 5th May while the gravel in front of the cells in the Chittagong Jail occupied by the accused in the Armoury raid case was being dug up, a cigarette tin containing two 12-volt electric bulbs was discovered. A thorough search of the jail yard ensued and resulted in the discovery of daggers, knives, explosive materials, a ·450 bore revolver (stolen in the Chittagong Armoury raid case), some ammunition, and a dry cell electric battery. It was not found possible to prosecute any person in this connection, but the discovery indicated that a plot was being hatched by the Armoury raid under trials for a jail outbreak.

On the 2nd June, one Nibaran Chandra Ghosh was arrested at Chittagong while carrying a bundle which was found to contain a tin canister filled with explosives with two electric wires attached to it. Several houses were searched and three similar bombs were found in the shop of one Chandra Kumar Basu. Further investigation revealed a plot to blow up at several places the road round the Court buildings by which the members of the Special Tribunal were wont to pass on their way to court to try the Chittagong case. Four tin canister bombs were found buried at a depth of one foot at different places in the road and an electric wire was unearthed, the end of which was under a drain. On the 4th June a man reported that he had noticed some wires leading into a vacant room of a house belonging to him. On a search being made three canister bombs were found buried at a depth of two feet in the mud floor. From the construction of these bombs it was clear that it was intended to explode them by electricity.

The vigilance of the local police undoubtedly prevented a disaster. A case was instituted under the Explosive Substances Act and tried by a Special Tribunal. It resulted in the conviction of seven persons on the 29th September, 1931, three being sentenced to three years, two to two years and two to eight months' rigorous imprisonment. Another person was subsequently sentenced in the same case to five years' rigorous imprisonment on the 14th October 1931.

On the 30th August 1931, Khan Bahadur Ahsanullah, Inspector of Police, who had investigated the Armoury Case was shot dead with a revolver stolen in the raid, by Haripada Bhattacharji, a youth of 16, as the Inspector was leaving a football match. The assailant was arrested after a short chase and although the jury returned a verdict of not guilty, he was sentenced to transportation for life by the High Court. The murder of the Inspector was followed by serious rioting by the Muhammadans of Chittagong, who looted many Hindu shops. On the 1st March 1932, 15 of the accused in the Armoury Case were convicted of conspiracy to murder and other offences, and two to lesser punishment, while 16 were acquitted. Those who as yet remained at large, however, still continued with their designs, and on the 13th June 1932, when Captain Cameron was leading a search party at Dhalghat, shots were were exchanged and he was killed, as were the terrorists Nirmal Sen and Apurba Sen. Suraj Sen and Pritilata Wadadhar, another girl who was in league with the gang, escaped. This girl then took a leading part in a raid on the Pahartali Institute when bombs were thrown into the main hall and shots were fired from guns and revolvers during a whist drive, at which some 40 Europeans were present. One lady was killed and 4 were wounded, but further casualties were certainly avoided by some one's presence of mind in turning out the lights. In the confusion the raiders escaped but Pritilata Wadadhar, clothed in male attire, was found dead outside. A statement was recovered from her person stating that the raid was an act of war. On the same day four types of pamph-

lets had been distributed exhorting teachers, students and the public to join in a campaign against British rulers and Europeans. On the 2nd of January 1933, the trial of Ambika Chakraverti and two other raiders began, ending on the 1st February 1933, with the conviction of Ambika Chakraverti who was sentenced to death, although the High Court commuted this sentence to transportation for life. Suraj Kanti Guha was sentenced to transportation for life by the Tribunal. On the 16th of the same month a military party surrounded a house at Gariala and, after an exchange of shots, Surja Sen and Brojendra Sen were arrested while trying to break through a cordon. The former was in possession of a revolver stolen in the Armoury raid. Kalpana Dutta and others escaped. Tarakeswar Dastidar now became the new president of the Chittagong branch, and active preparations were made to rescue Surja Sen. On the 20th March 1933, Sailesh Roy, who was arrested near the jail when talking to a warder, was found to be in possession of suspicious slips of paper which led to the recovery of a revolver and bombs from a granary, and on the 18th May 1933, a party of military surrounded the group's headquarters at Gahira. After an exchange of shots Tarakeswar Dastidar, Kalpana Dutta and others were arrested. Three stolen revolvers were recovered and later a tin box containing explosives and materials for bomb making were found. A third case was instituted which resulted in the conviction of Surja Sen and Tarakeswar Dastidar to death, while Kalpana Dutta was transported for life.

The effect of the Chittagong raids on the rest of Bengal. The series of outrages in Chittagong has, for convenience, been dealt with consecutively, and it is now necessary to return to the year 1930, and all that was happening in other parts of Bengal. The news of the Chittagong armoury raids was received by revolutionaries all over the province with amazement. Some could not believe that such a daring coup was the work of Bengali terrorists. When the truth was known the effect was electric, and from that moment the outlook of the Bengal

terrorists changed. The younger members of all parties, whose heads were already crammed with ideas of driving the British out of India by force of arms, but whose hands had been restrained by their leaders from committing even an isolated murder, clamoured for a chance to emulate the Chittagong terrorists. Their leaders could no longer hope, nor did they wish, to keep them back, for the lesson of Chittagong had impressed itself on their minds no less than on those of their more youthful followers, and there seemed to be no reason why their over-cautious policy should be maintained. Recruits poured into the various groups in a steady stream, and the romantic appeal of the raid attracted into the fold of the terrorist party women and young girls, who from this time onwards are found assisting the terrorists as housekeepers, messengers, custodians of arms and sometimes as comrades.

Special Legislation Another factor, which, too, had undoubtedly influenced the Chittagong group, was the fact that the Bengal Criminal Law Amendment Act of 1925 had expired on the 31st March 1930. The police had urged the retention of the Act as a permanent piece of legislation, but of all the alternatives considered the continuance for five years of the sections relating to trial by special procedure was all that was decided upon. After the Chittagong raid, however, the lost powers of arrest and detention were immediately conferred by ordinance. In July the Bengal Government asked for the replacement of the ordinance by permanent legislation, including the lapsed sections of the Bengal Criminal Law Amendment (Supplementary) Act 1925, but was compelled to accept a five-year limit for the continuing Bill which was passed by the Legislative Council by a large majority, and became law as Bengal Act VI of 1930 on the 16th October 1930.

* Terrorism in India (1917-1936) pp. 27-35 compiled by the Intelligence Bureau, Home Deptt., Govt. of India, year of publication, 1933, Simla. This book was "strictly confidential" and the recipient was responsible for its custody. IOR Ref. V/27/262/7.

** Events referred to were "...In February a teacher was murdered in Mymensingh district and the body, severely mutilated by being run over by a train, of Bhupendra Raha Roy was found near Mymensingh. There were stab-wounds on the corpse and although the culprits were not detected there is every reason to believe that he was killed as a result of a quarrel. On April 12th five or six *bhadralok* youths armed with daggers and revolvers, raided a shop in Tala, Calcutta and stole Rs. 15,000/- in notes. Again the culprits were not detected but secret information pointed to members of the Madaripur Branch of the Jugantar Party.", (Terrorism in India. p. 27)—Translator.

English Press On Chittagong Affair.

THE TIMES

28.5.31

'Congress Agitation in Chittagong

From our Correspondent

Calcutta May 27

The police restriction at Chittagong have had been generally withdrawn, and the town is normal, except that the restrictions on processions and demonstrations are maintained.

There is some dissatisfaction over the punitive police in the surrounding villages. The local Congress Committee is exploiting this and is contemplating a compaign for the non-payment of punitive Tax. Mr. Gandhi, whose opinion the Committee sought for, replied that subject to any change which may be necessary after knowing further facts, a punitive tax imposed for anything done since the Delhi settlement would mean a violation of its terms nor would refusal to pay such necessarily be a violation of the settlement. Those, however, who embark on a no-tax compaign, Mr. Gandhi said, would do so after fullest consideration and on their own responsibility.

THE TIMES

3 6 31

Chittagong, June 2—An attempt to blow up the Law Courts were frustrated by the police to day.

Four containers believed to be full of dynamite were discovered near the Court buildings. They were connected by electric wires, which ran 15-in under the ground for about 50 ft. to a concealed switch. Three more containers of explosives were found in a house at Nalapara.

The police were put on the track of the finds by a Bengali youth, who was caught with a container of dynamite in his hands—Reuter.

MORNING POST

6.6.31

More Bombs at Chittagong

From Our Own Correspondent

Calcutta, June 5

Three more tins believed to contain dynamite have been found in a house at Chittagong recently vacated by three Bengali youths. While the servant of the new tenant was sweeping the floor he found wires running underground attached to tins of explosives. The police and military are miuntely searching the neighbourhood for fresh evidence of the terrorism which recently forced the authorities to turn Chittagong into an armed camp. A youth has been arrested in the neighbourhood of the discovery.

THE TIMES

9.6.31

Buried Explosives at Chittagong

Curfew imposed

From Our Own Correspondent

Calcutta-June 8

Following the discovery at Chittagong explosives buried under certain houses the District Magistrate, "for public tranquility and prevention of danger to human life", has ordered under Criminal procedure code that all Hindu and Bhadralok youths between the ages of 16 and 76 residing within the municipality and in the Suburbs of Pahartali shall remain indoors from 7 in the evening until 5 in the morning beginning from June 7. Men employed on the railway or wharves or by the Government who are on night duty must get passes from their departmental heads.

THE TIMES

8.7.31

A large quarter of Chittagong along the River Karnafuli was burnt down during the night of July 5-6. Damage amounting

to five lakhs (£ 37,500) was done to offices, rice and timber go-downs of Marwaris and Moslems.

Parliamentary Notice

Session 1931-32

HOUSE OF COMMONS

Question no. 52 dated 8th February, 1932.

Mr. Daggar,—To ask the Secretary of State for India, if he will give particulars as to the progress that has been made, with the assistance of the Special Ordinances in Bengal giving the powers considered necessary for that purpose, in tracing and dealing with the absconders wanted in connection with the armoury raid at Chittagong.

Answer to Mr. Daggar's Question no. 52 dated 8th February 1932

I regret that I cannot make any statement at present. The authorities in Chittagong are engaged in a very difficult task and progress is, I am afraid, bound to be slow.

Parliamentary Notice

Session 1931-32

HOUSE OF COMMONS

Question no. 9 dated 7th March, 1932

Mr. Thomas Williams—To ask the Secretary of State for India, whether all the 12 men sentenced on the 29th February to transportation for life for complicity in the raid on the armouries at Chittagong actually took part in the raid.

Answer to Mr. Thomas Williams 'Question no. 9 dated 7th March, 1932

Of the 12 men in question 10 were shown by the evidence to have taken part in the actual raid on the Armoury. Of the remaining two, one took part in the wrecking of the railway line in connection with the raid and the other was a member of the conspiracy of which the raid was the outcome.

Parliamentary Notice—Session 1931-32

HOUSE OF COMMONS

Question no. 1 dated 21st March, 1932.

Mr. Molson ; To ask the Secretary of State for India, whether the police had any information in advance of the raid on Chittagong in April 1930 : and, if so, why were adequate preventive measures not taken ?

Answer to Mr. Molson's Question no. 1 dated 21st March, 1932.

The police had information of activities on the part of members of terrorist gangs which led them to suspect that an outrage was being planned. On the strength of this information a general search was arranged to take place on the 20th April, but it was forestalled by the terrorist carrying out the raid on the night of the 18th-19th April.

SUPPLEMENTARY QUESTIONS

Mr. Molson, :—Had the police information a long time before the raid had been arranged to be carried out ?

Sri S. Hoare—I canvot say whether they had information a long time before the raid. They were in some difficulty owing to the lapsing of a part of the Bengal Criminal Law Amendment Act. If that Act had not been lapsing, they would have had a much stronger force to deal with suspects.

A Note from R. Peal on 9.3.'32 to Under Secretary of State :

After consulting Sir Charles Tegart I think that we must consult the 'G of I' as to the reply to this question: A draft Telegram is put up accordingly.

The police had some information that trouble was brewing in Chittagong as far back as December 1929 but they were not given permission to act in view of the imminent expiry of the Bengal Act of 1925. The result was that when the trouble came to a head in April 1930. th Act had been allowed to lapse and the powers to arrest on suspicion had been lost. As the result of the information was received from Chittagong it was arranged that the police should make intensive searches on the 19th April. The terrorists evidently got wind of this and their attack was made on the night of 18 April. (Ref. 10R : L/P &J/7/331. File no. 679/1932)

Private Notice Question dated 20th February, 1933.

Mr. Morgan Jones,—To ask the Secretary of State for India, whether his attention has been called to the case of Ambika Charan Chakravarti who has, under the Ordinance, been tried in connection with Chittagong Armoury case and sentenced to death ; whether he is aware that the accused was not charged with or proved to have been guilty of homicide ; that the verdict was not unanimous, and that the co-accused was sentenced to transportation, and whether he will have enquiries made as to the possibility of granting a reprieve.

Answer to Mr. Morgan Jones' Private Notice Question dated 20th February, 1933

I have been informed of the sentences passed in this case but have not yet a copy of the Judgement. The accused has the right to appeal to High Court, and the death sentence cannot in any case be executed until it has been confirmed by the High Court. I am not prepared to intervene at this stage.

SUPPLEMENTARY QUESTIONS

Mr. Jones : May I ask whether the time that may elapse between the confirmation of the sentence and the promulgation of the sentence is about seven days.

Sir S. Hoare : It is a comparatively short period. I have sent a telegram to India asking for further information, and I think the hon. Member may rest assured that there is no risk of the execution taking place until I have received further information on the subject.

Mr. Jones : I will put a question on Wednesday. Perhaps the right hon, Gentleman will answer then if he is in a position to do so ?

Sir S. Hoare ; I should hope so, but I cannot say.

Parliamentary Question no 10 dated 15th May, 1933.

Morgan Jones—To ask the Secretary of State for India, whether he has received any reports on the case of Mr. Ambica Chakravarti, of Chittagong, who was condemned to death in the

Chittagong supplementary case ; and will he state whether notice of appeal has been given in this case.

Answer to Mr. Morgan Jones' 'question no. 10 dated 15th May, 1933.

The sentence of death has been commuted by the Calcutta High Court to one of transportation for life.

SUPPLEMENTARY QUESTION

Mr. Jones—Is the right honourable Gentleman in a position to say whether Mr. Chakravarti was not in a point of fact arraigned before the Court on an issue that was rather minor as compared with that which was decided in respect of his colleagues, and whether, when Mr. Chakravarti was away on account of illness, some of his colleagues, arraigned on graver charges, were not given more lenient treatment while he himself on a latter occasion was sentenced to death ?

Sir S. Hoare : I could not admit the accuracy of that description. If the honourable Member will put down another question on the subject, I will see if I can give him further details.

Mr. Rhys Davies : Arising out of the right honourable Gentleman's previous answer, may I ask if Mr. Chakravarti has been transported outside the British Empire ?

Sir S. Hoare : No, Sir. Transportation has a technical meaning. It would not mean, so far I am aware, transportation outside India.

Ref. 10R : L/P & J/7/331, file no. 679/1932.

A note to the Secretary to the Govt. of India, Home Deptt. on 15. 10. 32 by R. Peel on the judgement of the Spcial Tribunal in the Chittagong Armoury Raid Case :

I am directed to refer to Mr. Roy's letter of 2nd May, no. D 3439/32, Poll, with which was forwarded a copy of the judgement of the Special Tribunal in the Chittagong Armoury Raid case. The Secretary of State observes that on page 203

of the judgement, the Commissioners, having found 12 of the accused guilty of the offence of conspiracy to commit murder, proceeded to discuss the question of the punishment to be inflicted, and pointed out that for an offence under Section 120B of the Indian Penal Code, read with Section 302, where murder has in fact been committed, as in the Chittagong Case, the law prescribes only two alternatives by way of punishment, viz. death or transportation for life. Having stated this fact they then went on to examine the contention of the Defence that the accused had in fact committed an offence under Section 121A of the Indian Penal Code, and might have been charged under that section -for which the maximum punishment prescribed by the Code is transportation for life. This contention the Commissioners, while admitting that the accused had been legally and properly charged with conspiring to commit offences under Section 120B of the Code, finally accepted, and on the ground that under the provisions of Section 120B a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death or transportation, where the offence in question is actually committed in pursuance of the conspiracy, is liable to the punishment prescribed for the offence itself only in cases where the code makes no express provision for the punishment of such a conspiracy, declined to pass any sentence other than the maximum provided for the offence of conspiracy to wage war against the king.

This appears to the Secretary of State to be a most remarkable ruling, and one which, if it is accepted as legally valid, is likely to have serious consequences in the future, for in most cases of organised terrorist crime, it can be argued that an offence under Section 121A has been committed and if the Chittagong case is treated as a precedent, the infliction of the death penalty will be precluded even when a murder has been committed. In view of the fact that the sentences passed in this case are not subject to the revisional jurisdiction of the High Court, there would appear to be no means of testing the validity of the ruling, but the Secretary of State will be glad to receive the observations

of the Government of India on the Judgement of the Tribunal and its probable consequences as soon as possible.

Apart from the legal point involved, the whole circumstances connected with this case appear to the Secretary of State to afford cause for grave disquietude, and likely seriously to prejudice the administration of justice in Bengal.

The Chittagong Armoury raid was the most successful and spectacular outrage committed by the terrorists for many years, and was accompanied by several murders, and the fact that the accused obstructed the course of the trial so successfully that the hearing lasted for nearly two years, added to the failure of the court in the end to pass the death sentence, even on the leaders of the conspiracy, cannot fail to be claimed by the terrorists as a signal victory for terrorism over the legal machinery of the Crown, and a convincing proof of their power.

Ref. IOR L/P & J/7/331. File no. 679/1932.
Rolland Tennyson Peel was the Acting Assistant Secretary (i.e. acting head) of the Public & Judicial Department between 1931-1937.

Sir C. Tegart's observations on the case as asked for by S. of S.

Perusal of this Judgment revives many unhappy memories, in the background of which lies the thought that had the Police view of the terrorist situation been accepted and acted on the tragedies detailed in the Judgment and those that followed from them might have been averted.

The impetus given to the terrorist movement as a whole by this successful attack on a Divisional Headquarters Station can scarcely be exaggerated. It raised the morale of the terrorists and depressed the law abiding community to an extent hitherto unknown even in Bengal. Hence the lawlessness which has since prevailed in that district, and the failure to capture the absconders, whom no one dares to hand up.

Had the leaders of this conspiracy been sentenced to death when found guilty after a long and patient hearing, such vindica-

tion of the power and majesty of the Law would have made it more difficult for other terrorist leaders to inspire their followers to emulate the Chittagong Group. A sentence of imprisonment has no deterrent effect, the convicts are national heroes, jail warders are afraid of them (though this may not apply equally to the Andaman Jail) and an amnesty is always looked for in the not far distant future. It can be confidently said that the terrorist leaders feared the effect of capital sentences in this case.

After dealing in 202 printed pages with the enormity of the crimes committed the Commissioners, in one paragraph, put the capital sentence out of Court. They have arrived at a finding which, so long as it stands unchallenged as sound in Law, extends to the leaders of such diabolical outrages a form of legal protection, which could be claimed by an individual accused of an isolated and unpremeditated murder of a non-political type. They hold that under Section 120B I. P. C. a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death or transportation where the offence in question is actually committed in pursuance of the conspiracy, is liable to the punishment prescribed for the offence itself *only* in cases where the code makes no express povision for the punishment of such conspiracy. Where the accused could have legitimately been charged under Section 121A I. P. C. those found guilty should not receive any sentence graver than the maximum provided in the latter Section.

It can be argued that in most cases of organised terrorist crime Section 121A I. P. C. would be applicable. The inference seems to be that the death penalty cannot be inflicted in such conspiracy charges, even when murder is committed. It is obvious that the earliest opportunity should be taken to test the legality of this finding.

The Commissioners were appointed on 9. 7. 30. The trial though conducted under the Special Powers conferred by the B. C. L. A. Act, lasted till 1. 3. 32. A perusal of the Judgment will indicate the intricacy and magnitude of the Police investiga-

tion, which occupied the whole time services of many Officers and men. During the nineteen months of the trial the whole District, in fact the whole Province, was in a state of tension. Continued vigilance was called for to protect the Commissioners, Police efficers, lawyers, and others appearing for the Crown, from innumerable assassination plots. Even in the Jail itself a conspiracv was hatched by the prisoners and their confederates to effect their escape with the aid of infernal machines.

The long drawn out trial further exacerbated the terrorist meanace and the result will be acclaimed, not without reason, as another victory for terrorism over the legal machinery of the Crown.

The general demoralisation of public life in Bengal, due to terrorism, which extended to the Courts of Law, affecting Jurors and even some Judges, led to the establishment of Special Tribunals without Jurors or committal proceedings. Viewed in a practical light it would seem that such demoralisation has now gone a step further. If so the issue must be faced. The Chittagong case, though the most glaring, is not the only index.

Sd/—C. T.
29. 9. 32.

* The above comments were on the judgment delivered on 1. 3. 32. in the Court of the Commissioners of Special Tribunal in Armoury Raid Case no. 1 of 1930.

No. 7557,
Calcutta, the 25th August 1930.

From

Sir Charles Tegart, Kt, C. I. E., M. V. O.,
Commissioner of Police, Calcutta.

To

The Chief Secretary to the Government of Bengal.
Writers Buildings, Calcutta.

Sir,

I have the honour to report two bomb explosions which occurred this morning on the East side of Dalhousie Square. The facts, as known to date, are briefly as follows :—

(2) At 11 A. M. I was proceeding in my car to the office at Lall Bazar via Dalhousie Square East. I was alone in the Car with the exception of my driver Suba Khan. The car was on the left side of the road within about six feet of the Tramway lines. Just as my car was passing in front of Messrs Harold and Co's Shop, I heard a loud explosion in the immediate vicinitv of the car. Realising that it was a bomb I leant down to pick up my revolver which lay at my feet in the car. As I did so a second bomb exploded in the vicinity of, but on the other side of my car. The bombs were thrown from the pavement on the side of Dalhousie Square. I told my driver to turn round, he pulled up at once and turned round within about ten yards of the spot where the bombs had exploded As the car turned I noticed people running round the South East corner of Dalhousie Square in the direction of Hare Street. I got out of my car and followed them. On the pathway about 60 yards down, a young Bengali covered in blood, collapsed on the pavement, he was obviously in a dying condition. On his person were two loaded bombs of the Mills type, apparently made of aluminium alloy, aleo one six chambered '455 service calibre revolver of Belgian make, all chambers were loaded with Government amunition from *the Government Factory, Kirkee.*

(3) Meanwhile another Bengali youth, who was bleeding from injuries, was arrested in the following circumstances :—

A constable, who was on guard over Messrs. Rodda & Co's gun shop in Wellesley Place, noticed a Bengali youth running down Wellesley Place towards Government Place North. He attempted to arrest him, but the man drew a revolver and fired at him. This constable, Sheikh Makbul of Section G, blew his whistle and attracted the attention of Traffic constable Muhammad Reza Khan, who was on duty at the Taxi stand on Government Place North. Muhammad Reza Khan saw this youth running and captured him, although the youth attempted to fire at him. On his person was found one loaded bomb of a similar type to those found previously and one '320 bore six-chambered revolver of Belgian make, all chambers were loaded but one

chamber shewed there had been a mis-fire. In addition, four spare cartridges were found in this youth's pocket. As he had injuries on his person, he was sent to Hospital. He gave his name later as Dinesh Chandra Majumdar, son of Purna Chandra Majumdar of Basirhat, 24-Parganas, and 7, Ram Mohan Roy Road, Calcutta, and stated he was a second year Law student of the University College.

Another report, which is under investigation, is that a Mr. Jennings, who is employed in the Central Telegraph Office and was just going off duty at the time of the explosions, noticed a Bengali youth running past the Telegraph Office. He tried to catch him but the youth drew a revolver and got away. It is not clear whether this is the youth who gave his name as Dinesh Chandra Majumdar or not.

(4) On going back to the scene of occurrence of the explosions I noticed that the rear door on the left side of my car had been struck by two portions of a bomb, one of which had penetrated through the door and the inner lining. The rear wheel on the right side had also a splinter of a bomb embeded in the tyre, while my driver Suba Khan had been struck by a bit of a bomb on the left arm which had cut through his coat, and also his shirt causing a wound. Another splinter of the bomb struck and went through his pugree.

(5) I then went across the road to Messrs. Harold & Co's shop, where I noticed the plate glass window had been broken by the fragments of a bomb, two private cars. which were standing outside Messrs Harold & Co's shop at the time of the explosion, were also struck by missiles and one portion of the bomb struck at the plate glass window in the office of Messrs Thomas Cook & Co., which is about 20 yards further North down the street. I noticed blood on the pavement outside Messrs Harold and Co's shop and ascertained that three passers-by had been injured by pieces of a bomb, two of them are coolies and one an Indian Motor driver ; they were taken off to hospital.

(6) On further examining the scene of occurrence it appears that one bomb fell short and landed between the tramway lines,

the other was thrown over the car and landed on the middle of the road. It also appears that the splinters of the bomb which fell short, hit and wounded the bomb throwers. The man who was more seriously injured died shortly after reaching Lall Bazar. According to the statement of Dinesh Chandra Majumdar, referred to in para-3 above, the deceased is Anuja Sen of Khulna. If this be correct, he is a well known member of the terrorist party, whose name was down for arrest in the Khulna dist. Further enquiries are being made.

(7) I consider constables Sheikh Makbul and Muhammad Reza Khan shewed considerable presence of mind and courage in securing the arrest of the accused who gave his name as Dinesh Chandra Majumdar.

THE HINDUSTAN SOCIALIST REPUBLICAN ASSOCIATION.

MANIFESTO.

"THE FOOD ON WHICH THE TENDER PLANT OF LIBERTY THRIVES IS THE BLOOD OF THE MARTYR."

For decades this life blood to the plant of India's liberty is being supplied by revolutionaries. There are few to question the magnanimity of the noble ideals they cherish and the grand sacrifices they have offered, but their normal activities being mostly secret the country is in dark as to their present policy and intentions. This has necessitated the Hindustan Socialist Republican Association to issue this manifesto.

This association stands for Revolution in India in order to liberate her from foreign domination by means of organised armed rebellion. Open rebellion by a subject people must always in the nature of things be preceded by secret propaganda and secret preparations. Once a country enters that phase the task of an alien Government becomes impossible. It might linger on for a number of years but its fate is sealed. Human nature, with all its prejudices and conservatism, has a sort of instinctive

dread for Revolution. Upheavals have always been a terror to holders of power and privilege. Revolution is a phenomenon which nature loves and without which there can be no progress either in nature or in human affairs. Revolution is certainly not unthinking, brutal campaign of murder and incendiarism; it is not a few bombs thrown here and a few shots fired there: neither it is a movement to destroy all remnants of civilization and blow to pieces time-honoured principles of Justice and Equity. Revolution is not a philosophy of despair or a creed of desperadoes. Revolution may be anti-God but is certainly not anti-Man. It is a vital, living force which is indicative of eternal confliet between the Old and the New, between Life and Living Death, between Light and Darkness. There is no concord, no symphony, no rhythm without revolution. 'The music of the spheres' of which poets have sung, would remain an unreality if a ceaseless Revolution were to be eliminated from the space. Revolution is Law, Revolution is Order and Revolution is the Truth.

The youths of our Nation have realized this truth. They have learnt painfully the lesson that without Revolution there is no possibility of enthroning Order, Law and Love in place of chaos and Legal Vandalism and Hatred which are reigning supreme today. Let no one, in this blessed land of ours, run with the idea that the youths are irresponsible. They know where they stand. None knows better, than their own selves, that their path is not strewn with roses. From time to time they have paid a fairly decent price for their Ideals. It does not, therefore, lie in the mouth of anybody to say that youthful impetuosity has feasted upon platitudes. It is no good to hurl denunciatory epithets at our Ideology. It is enough to know that our Ideas are sufficiently active and powerful to drive us on aye, even to gallows.

It has become a fashion these days to indulge in wild and meaningless talk of non-violence. Mahatma Gandhi is great and we mean no disrespect to him if we express our emphatic disaporoval of the methods advocated by him for our country's

emancipation. We would be ungrateful to him if we do not salute him for the immense awakening that has been brought about by his non-co-operation movement in the country. But to us the Mahatma is an impossible visionary. Non-violence may be a noble Ideal, but it is a thing of the morrow. We can, situated as we are, never hope to win our freedom by mere non-violence. The world is armed to the very teeth. And the world is too much with us. All talk of peace may be sincere, but we, of the slave Nation, cannot, and must not, be led away by such false Ideology. What Logic, we ask, is there in asking the country to traverse a non-violent path when the world atmosphere is surcharged with violence and exploitation of the weak? We declared with all the emphasis we can command that the youths of the Nation cannot be lured by such mid-summer-night's dream.

We believe in violence, not as an end in itself but as a means to a Noble End. And the votaries of non-violence as also the advocates of caution and circumspection will readily grant this much at least that we know how to suffer for, and to act upto, our convictions. Shall we here recount all those sacrifices which our comrades have offered at the altar of our common Mother? Many a heart-rending and soul-stirring scene has been enacted inside the four walls of His Majesty's Prison: We have been taken to task for our Terroristic Policy. Our answer is that terrorism is never the object of revolutionaries, nor do they believe that terrorism alone can bring independence. No doubt the revolutionaries think, and rightly, that it is only by resorting to terrorism alone that they can find a most effective means of retaliation. The British Government exists, because the Britishers have been successful in terrorising the whole of India. How are we to meet this official terrorism? Only counter-terrorism on the part of revolutionaries can checkmate effectively this bureaucratic bullying. A feeling of utter helplessness pervades society. How can we overcome this fatal despondency? It is only by infusing a real spirit of sacrifice that that lost self-confidence can be restored. Terrorism has its International-

aspect also. England's enemies, which are many, are drawn towards us by effective demonstration of our strength. That itself is a great advantage.

India is writhing under the yoke of imperialism. Her teeming millions are today a helpless prey to poverty and ignorance. Foreign domination and economic exploitation have unmanned the vast majority of the people who constitute the workers and peasants of India. The position of the Indian Proletariat is, today, extremely critical. It has a double danger to face. It has to bear the onslaught of Foreign Capitalism on one hand and the treacherous attack of Indian Capital on the other. The latter is showing a progressive tendency to join forces with the former. The leaning of certain politicians in favour of Dominion status shows clearly which way the wind blows. Indian Capital is preparing to betray the masses into the hands of Foreign Capitalism and receive as a price of the betrayal, a little share in the Government of the Country. The hope of the proletariat is, therefere, now centred in Socialism which alone can lead to the establishment of Complete Independence and the removal of all social distinctions and privileges,

The future of India rests with the youths. They are the salt of the earth. Their promptness to suffer, their daring courage and their radiant sacrifice prove that India's future in their hands is perfectly safe. In a moment of realization the Late Deshbandhu Dass said, "The youths are at once the hope and glory of the Motherland. Theirs is the inspiration behind the movement. Theirs is the sacrifice. Theirs is the victory. They are torch-bearers on the road to Freedom. They are the pilgrims on the road to Liberty".

Youths-ye-soldiers of the Indian Republic, fall in : Do not stand easy, do not let your knees tremble. Shake off the paralysing effects of long lethargy. Yours is a noble Mission. Go out into every nook and corner of the country and prepare the ground for future Revolution which is sure to come. Respond to the clarion call of duty. Do not vegetate. Grow : Every minute

of your life you must think of devising means so that this your ancient land may arise with flaming eyes and fierce yawn! Sow the seeds of disgust and hatred against British Imperialism in the fertile minds of your fellow youths. And the seeds shall sprout and there shall grow a jungle of sturdy tress, because you shall water the seeds with your warm blood. Then a grim and terrible earthquake having a universally destructive potentiality shall inevitably come along with portentous rumblings, and this edifice of Imperialism will crash and crumble to dust, and great shall be the fall thereof. And then and not till then, a new Indian Nation shall arise and surprise humanity with the splendour and glory all its own. The wise and the mighty shall be bewildered by the simple and the weak.

Individual liberty shall be safe. The sovereignty of the proletariat shall be recognised. We court the advent of such Revolution. Long live Revolution !!!

Kartar Singh,
President.

* Circulated at the Lahore Congress in December 1929.
Ref. Terrorism in India, compiled by Intelligence Branch. Appendix 3.
IOR : V/27/262/7

Printed at the Republication Press, Erehwon, India.

Copy of the notice found pasted on the gate of
St. John's College, Agra.

LONG LIVE REVOLUTION.

"WITHOUT LIBERTY LIFE IS NOT WORTH LIVING"

Youths ye are the source of liberty, the hope of the country, may the saviour of the motherland. Loyalty to this tyranny and exploitation makes you traitor to your country by summarily disposing off and launching many of your brothers to eternity.

Make India another Ireland and the reins of Government are in your hands. Without the least agitation you should meet the

scaffold even as a yogi enters the samadhi. The appetite for revolution is apt to grow with what it feeds on.

Remember the words of an Englishman who says "we have the power of life in our hands and I assure you we spare not..."

Atrocities were committed in the burning of villages and massacre of innocent inhabitants at which Mohammad Tughlak hifmself would have stood ashamed. They have sewed Mohammedans in pig skin and smeared them with pork fat before execution during the mutiny and then burning their bodies and they have forced Hindus to defile themselvas. It is plain enough from Russels diary.

They did not deliberately hang Indians but burnt them in their villages. The Englishman did not besitate to boast that they had spared no one and that peppering away at niggers was pleasant pasttime enjoyed amazingly.

An Englishman is almost suffocated with indignation when he reads that Chambers or Miss Jernnings was hacked to death by a dusky ruffian but in native history or legends and tradition it may be recorded against our people that mothers, wives and children with less familiar names fell miserable victims to the first swoop of English vengeance.

Our C. I. D. friends must remember the report of Montgomery Martin :

"All the city people were bayonated on the spot when our army entered Delhi, the number was considerable when I tell you that in some houses 40 or 50 persons were hiding, they were not mutineers but residents of city who trusted to our Well Known Mild Rule of Pardon, I am glad to say that they were disappointed."

Further they warned that they stake their lives if they come in our way. British officials should take long furloughs and go home. We hold humanity sacred but Government our enemy,

We thank the Principal, Agra College and the Warden, Medical School for the loyalty they have shown to the Government. The students should condemn the action of that boy who took the Manifesto to the Principal. A social boycott is sufficient for such a traitor.

Get yourself enlisted soon. More you will find next week at this very place.

Long Live Revolution.

BRANCH OFFICE :
Naudab, Budaon.

Kailash Singh
President.

Ref : IOR V/27/262/7.

COPY OF A LEAFLET FOUND IN THE MECHUABAZAR STREET, SEARCH (DECEMBER 1929)

THE YOUTHS OF BENGAL

"From the seeming stillness of the sea of Indian Humanity a veritable storm is about to break out."

The critical moment for the fire-worshipping youthful sons (anarchists) of Bengal to bring the truth into reality has come. It has become necessary to stem the tide of the hideous oppressions that are being practised on the men and women of this country by the powerpuffed and oppressive foreign rulers in the name of law and order. Since the beginning of the 20th century and uptill now many youths of the country sacrificed completely their youthful qualities in order to stop the tide, some by welcoming hangman's rope, some by receiving bullet wounds, some by courting imprisonment in solitary cells and some by welcoming transportation in distant islands. That midnight dawned with the self-sacrifice of the revolutionary hero, Khudiram—Rudra (violence) worshipper, Kanialal and the bloody revolutionary Satyen. Then slowly as the light of day began to be scorching the fertile soil of Bengal was reddened with the hot blood of the many revolutionary heroes maddened with the joy of shedding blood. The Bengali youths with great pains have not been able to forget up till now the offering of Jatin Mukherji and Nalini Bagchi of that age. Then, when the political sky of India became surcharged with the vilification of the anarchists consequent on the agitation of non-violent non-co-operation, and when Mohandas Gandhi, the inaugurator of non-co-operation, and who is confident in English co-operation himself, smelt nothing but blunder in this extraordinary self-sacrifice, the embracing of death by dreadful soldier Gopinath by breaking the stillness, explained to the confounded Rudra worshippers (anarchists) of Bengal which was the road to freedom. In search of that path many youths ran recklessly,

and in their attempt to destroy the blood-sucking of the covetous ruler, they, according to the custom of a dependent country, sacrificed themselves as a bloody offering in that fearful oblation with fire. But unfortunately, in spite of it the stillness of the country did not break. The inanimateness of the nation remained unmovingly fixed like a heavy chain and the helpless nation sank down in dolefulness. The matter of regret is that if anyone ever wants to draw a ray of light in this great night of New Moon, then there will rise from all quarters an uproar of incantation of "non-violence" or there will come out a false hoax of something very great. If any one ever giving out owing to mortal anguish and says "No, I shall never bear silently this sort of wrongdoing by the foreigner. Anyhow I shall try to make a campaign with my little power against it"—it will at once be proclaimed by the self-sufficient leaders that this is the work of a spy. In this way the so-called grandiloquent leaders want to pulverise the movement of a nation's life, because it strikes at the root of their proficiency—hurts their leadership.

The extreme proof of barbarism of the fiendish English people is the murder of Jatindranath in the Lahore Prison House. Bengali Youths : Will it not drag you now towards a bloody campaign ? Will the fascination of untruth keep you as imbecile even now ? Young Bengalis ? Will not your revolutionary spirit stir up to play with fire at the self-sacrifice of Jatin ? Will it not blossom like a red lotus ? Will not the proof of convetousness of the English Government, the merciless oppressions on all quarters and the harrowing persecutions teach you to think seriously where your path lies ? Do not select a wrong path being stupefied by the old leaders of Bengal. Stand on your legs. You will find that your strength is irresistible and unlimited. You will be in a position to crumble everything. What is your fear ? What is your anxiety ? This is how a nation awakes. Flare up with the fire of vengeance for the annihilation of foreign enemies. You will find that the victory is yours. History bears testimony to this Read and learn the history of Pearse—the gem of young Ireland and you will find how noble is his sacrifice ; how he stimulated new animation in

the nation, being mad over independence. When everybody was reluctant to die he alone proclaimed loudly—"I cannot live. Even if I am alone I shall have to come to the field of activity with the banner of an armed revolution in order to bring vigour in the life of this inanimate nation. With my death a hundred heroes will spring up who will triumph over death, who with their fresh blood prepare the steps to Independence of Young Ireland in the next era." Pearse died and by so dying he roused in the heart of the nation an indomitable desire for armed revolution. Who will deny this truth ? That lion of a hero did not tremble owing to the inferiority of his number—that revolutionary was not moved at the request of the old man. This is his peculiarity. Oh, the party of men deprived of everything-open your eyes and see where your position is, So, the call to break the bondage has come today and you will have to respond to that call. You will have to make the place of the enchained Bharat Mata in the world glorious, and it would be a matter of pride if you will have to stand alone at the outset against the despotism of the blood-thirsty English.

No fear there is no fear
He who will give his life completely
Will sustain no loss.

Terrorism in India—Appendix 3, pp. 213-14

SECRET.

EXTRACT FROM PAGES 244-245, VOLUME I, OF THE PROCEEDINGS OF THE COURT OF SPECIAL TRIBUNAL, CHITTAGONG.

The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby declares today the lives of all Englishman and white-skinned Anglo-Indians who are prejudicial to the interest of Indian freedom, forfeited to it. It also entreats all the members of The Indian Republican Army and the people of Chittagong to begin a vigorous campaign of murdering these people wherever found to avenge the murders of their forefathers and thus to relieve the country of the pernicious exploitations which they are doing in this land of OURS.

The Indian Republican Army further declares that any person who will be able to produce any Englishman, woman or child of any age to its headquarters, dead or alive, will be amply rewarded.

BY ORDER,
PRESIDENT IN COUNCIL,
Indian Republican Army,
Chittagong Branch.

Terrorism in India—Appendix 3, p. 215.
Ref : 10R—V/27/262/7.

GENERAL ACCOUNT

1907 TO 1917

BENGAL

POLITICAL DACOITIES AND MURDERS

The series of political dacoities and murders in Bengal, begun in 1907, still continues, the two main centres of conspiracy begin what may be called the Yugantar gang of Calcutta, of which the Maniktolla society was an important branch, and the Anusilan Samiti of Dacca. The principal objects of these outrages are to obtain money for revolutionary purposes and to terrorise the public and the police. There is reason to believe that the proceeds of the dacoities are not credited to any central fund, and the organisation of the dacoity bands is purposely disconnected. What happens when a dacoity is contemplated is that parties of three or four men from several different centres are collected under one leader, but the members of one party do not know those of another, and sometimes not even all those of their own party, and are forbidden to enquire. The object is that if any of them is arrested he will be unable to give the others away even if he is willing to do so ; the system appears to be based on the methods of Européan revolutionaries (see page 185). Similarly when a murder is being arranged the youth selected is introduced by a friend to the person who gives the instructions and supplies the weapon, whether bomb or revolver, but remains in ignorance of his identity. The Defence of India Act of 1915 has at last provided the means of dealing with this class of crime ; during that year there were over 30 murders and dacoitiee in Bengal, next year the number dropped to just over 20, and in 1917, up till the end of October, there were only 5.

THE HALUDBARI DACOITY

In Bengal proper, there were five political dacoities in 1908 ; in only two of them were convictions obtained, one being

the Morehal dacoity in which one of the dacoit's, who was wounded and caught by the villagers, was convicted. In 1909 out of eight dacoities there were only two in which the prosecution was successful, the Nangla dacoity of 17th August, and the Haludbari dacoity of 27th October. The latter was rather an interesting case. It was committed in the house of two Marwaris at Haludbari, P. S. Daulatpore, in the Nadia District. From the first house they removed Rs. 385 in cash and over 1,000 rupees worth of silver ornaments ; in the second, which they robbed apparently by mistake for another, they found only some eleven rupees. The dacoits fired revolvers while searching the first house, and one of them, with a gun shouldered, marched up and down in front of the house to keep off the villagers. Some ten or twelve men took part, and shortly after leaving the village they divided into two bands, one going North towards Damukdia and the other towards the nearest railway station, Mirpur. The duffadar of Haludbari set out after the dacoits, and meantime sent a message to the Sub-Inspector of Mirpur by the hand of an old chowkidar ; he made such good speed that the Sub-Inspector was ready on the platform, and arrested six young men who turned up at dawn with their clothes wet and their shoes covered with mud. In the possession of one of the dacoits were ten small packets which were found on examination to be fatal doses of cyanide of potassium done up in green rubber. The account given about these packets was that, before the commission of the dacoity, they were distributed to each man to take in the event of his being captured ; when the party got away from the villagers and thought they were safe the pills were returned to the man who had distributed them. One of the youths who were caught made the best of his awkward position by admitting the whole thing, and another member of the gang arrested ten days later also made a full confession, but it appeared that they were ignorant of the identity of their accomplices who had escaped, and even among the six there were some who had not met before. After further enquiries ten persons were went up for trial, and seven were

convicted, including the six who were caught at the time and had no defence.

(319) THE KHULNA-JESSORE GANG CASE

As it was practically impossible as a rule to obtain sufficient evidence to satisfy the courts in specific cases of dacoity, an attempt was made, the evidence showed that several dacoities were the work of one gang, to prosecute the whole gang for conspiracy, and rely on the cumulative effect of the information collected on different occasions implicating the same people. Two such prosecutions were instituted early in 1910, known as the Khulna-Jessore and the Howrah-Sibpur gang cases. Both were very lengthy proceedings ; in the Khulna case 16 persons were committed for trial, and there were nearly 300 witnesses, and in the Howrah case there were 56 accused, of whom 36 were committed for trial, and over 400 witnesses. On April 1st, 1911, the accused in the Khulna-Jessore case were brought before a special bench of the High Court, presided over by Sir Lawrence Jenkins, Chief Justice of Bengal ; in consideration of their pleading guilty to the charges, and of their having been in prison under trial for eight months, they were released on their own recognizances to appear for sentence when called upon and to be of good behaviour and keep the peace. This was done at the suggestion of the Advocate-General, acting under instructions from the Government of Bengal ; as the accused all pleaded guilty before the suggestion was made, it was clear that the course which was followed had been agreed upon between the prosecution and the defence.

THE HOWRAH-SIBPUR GANG CASE

In the Howrah-Sibpur case the judgment of the Special Tribunal was delivered by the Chief Justice on April 19th. 1911. Amongst other crimes laid to their charge was the Haludbari dacoity which has been already mentioned. Of 46 persons originally sent up one died, one became insane, and five were

acquitted or discharged in the course of the hearing. Of the remaining 39 Court acquitted 33, convicting only six men who had been already sentenced in the Haluabari case. As already mentioned two of them had exposed the working of the dacoity gang, and in passing sentence in the present case the court awarded an additional term of two years' rigorous imprisoment to these two, and only one year each to the remaining four. The two had been previously sentenced to six years and the rest to seven years, so that the combined sentences now amounted to eight years each. Ever since the murder of Deputy Superintendent Shamsul Alam it had been the practice of the apologists of the revolutionary party in Bengal to suggest, both in court and out of it, that it was he who got up political cases and manufactured evidence, and that he was therefore justly removed. This view was evidently strongly impressed on the Chief Justice in the Howrah-Sibpur case, and in the course of his judgment he remarked regarding one of the approvers, "He was not released till the 11th February, 1910, as he could not find sureties before, and then, instead of going to his own house, he went to Kali Babu, a Police Inspector of Uluberia, and told him he would like to confess. But, for a reason which has not been explained, the Inspector, instead of taking Jotin Hazra to a Magistrate to have his confession recorded, took him to Inspector Shamsul Alam and left Jotin with him.' Jotin says he told all, and Shamsul wrote it down, but we have not yet been placed in possession of what was so recorded. On the 5th of February, 1910, he was arrested in this case, and he made a statement to Mr. Forrest on the 17th, two days later." The inference suggested was that he was tutored by the deceased Deputy Superintendent and then formally arrested and taken straight off to a magistrate to make his statement. But the facts, and therefore the inference based on them, were obviously incorrect; Shamsul Alam was short in the verandah of the High Court, and died before the eyes of the Chief Justice himself on 24 January, 1910. Enquiries were made by the Special Department whether this was a mere

verbal or clerical error in the judgement. The Legal Remembrancer was asked whether the printed copy could be taken as correct, especially in regard to this passage, and returned the letter of enquiry with the marginal note :—"The C. J. has corrected this. Please correct your copies." He also sent the Special Department a printed copy of the judgment with the passage altered in red ink. The passage as altered reads :— "He was not finally released till the 11th February, 1910. as he could not find sureties before. Prior to the 17th of August, however, he had been temporarily released on baii in July, but instead of going to his own house, he went to Kali Babu, a Police Inspector, etc." The amendment, while it corrects an obvious mistake of fact, destroys entirely the original meaning of the passage. Jotin Hazra did make to Shamsul Alam, 1909, a statement which was of considerable value to the investigation of the case, but he was not arrested and taken to make his confession before a magistrate till 17th February, 1910. Clearly, therefore, this was not a case of tutoring the witness by a police officer and then mareching him straight off before a magistrate. If that had been the object the police would not have allowed Jotin seven months to forget what he had been told ; nor can it even be said that Jotin was perhaps still under the influence of Shamsul Alnm on February, 17th, 1910. as the Leputy Superintendent had been murdered over three weeks before.

HIGH COURT COMMENTS

The line taken by the prosecution did not commend itself to the Court, for in the course of his judgment the Chief Justice remarked, "In other instances completed offences, as for instance the Netra Dacoity, have not been made the subject of a separate trial, as they could and should have been, but they have been thrown into this case, and we have had to investigate them in this trial. It 'may be that this course was inspired by the idea that, though the evidence at the disposal of the prosecution was

insufficient to secure a conviction for the crimes commltted, it might serve to secure a conviction for a conspiracy, the proof of which really rested on the establishment of those crimes ; there can hardly have been the hope that the Court world be willing to suppose much had been proved, merely because much had been said.

EFFECT ON THE POLICE

The decisions in these two cases were a heavy blow to the police ; in the former they saw men, admittedly guilty against whom evidence had been collected with the greatest difficulty, released with no more serious punishment than a lecture from the Chief Justice ; in the latter the sentences passed appeared to indicate that to make disclosure to the police was regarded by the High Court as an aggravation of the offence. There may have been reasons of high policy behind both decisions, but these were unknown to the police to whom the time and labour spent had brought no commendation but only what was regarded by their frlends and enemies alike as a severe reprimand. The only satisfactory feature was that, owing to the length of the cases both gangs had been shut up for the best part of a year ; and the police seem to have got hold of the right men, for whiie between April, 1909, there were in Bengal proper 10 dacoities, between April. 1910, and April, 1911 there was only one ; even this one was apparently not committed by experts, for of the seven men who took part in it six were arrested and convicted. Though the cases failed, the fact that the police were on the right track seems to have been appreciated by the local leaders : they were kept under surveillance, and there were no more political dacoities in Bengal proper till 1914.

OUTRAGES IN EASTERN BENGAL

Tne new province was not so fortunate ; between April, 1911, and April, 1912, there were 10 political dacoities and 6 political murders in Eastern Bengal. In April, 1912, the two provinces

were re-united, and the figures for the following years for the part of Bengal formerly called Eastern Bengal were :—April, 1912, to April, 1913, 10 dacoities and 2 murders ; 1913—14, 6 dacoities and 2 murders ; 1914-15, 9 dacoities and murders ; 1915-16, 11 dacoities and 4 murders.

OUTRAGES IN BENGAL

The corresponding figures for Bengal proper were :—1914-15, outside Calcutta, one decoity ; in Calcutta 2 dacoities and 3 murders ; 1915-16, outside Calcutta 7 dacoities and 2 murders ; in Calcutta, 5 dacoities and 3 murders,

THE RAJENDRAPUR TRAIN DACOITY

The dacoities were all conducted on much the same lines, and two of them have been already described, the Barrah dacoity which was the first important one, and the Haludbari dacoity. One further example may be given, as it differed from the others and was executed with great determination and ferocity. About 9 p. m. on October 11th, 1909, as two babus (Bengali clerks) and an up-country durwan (gatekeeper) were conveying Rs. 23,000 in cash by train from Narayanganj to Khoraid, they were set upon, after leaving Rajendrapur station, by 7 or 8 young *bhadralog* Bengalis who had joined the train at Dacca. One of the babus named RashMohan Dutt jumped from the train when the attack commenced and was wounded by one of the dacoits as he was leaving the carriage ; the other Hemendra Nath Chatterji, was severely stabbed, and the *durwan* was shot and stabbed and thrown out by the side of the line where he was found dead next morning. The attacking party collected all the money, which was in seven bags, five of Rs. 3,000 bags and two of Rs. 4,000 each, and left the train as it was still in motion. Next morning one of the Rs. 3,000 bags was found near the dead body of the *durwan*, broken and containing Rs. 2,843, and two more of similar size were afterwards found in water near the same place. A fourth bag containing Rs. 3,000 was recovered two days laterin a deep jungle near Rajendrapur. In-

another compartment of the same carriage there were five passengers who were able to see the whole affair. They made no attempt to interfere, and when the wounded babu went to them after the occurrence he says 'still they asked each other "Who has assaulted ? Who has robbed ?" Six persons were sent up for trial, but only one was convicted. Suresh Chandra Sen Gupta who was recognised by Rash Mohan Dutt and named by him at the time. He was a prominent member of the Madhyapara branch of the Dacca Anusilan Samiti, and this robbery may be fairly regarded as one of the enterprises of that society.

ASSASSINATION IN BENGAL

The list of assassinations, and attempted assassinations in Bengal is a long one. In 1907 two or three attempts were made to wreck the special train of Sir Andrew Frasser, the Lieutenant-Governor, and the one made on December 6th, near Kharagpnr, in the Midnapore District, was nearly successful as a hole five feet in diameter was blown in the permanent way, and one of the rails was bent ; the train, however, was not derailed. A further attempt on the Lieutenant-Governor's life was made in November, 1908, by a student who tried to shoot him with a revolver at short range at a meeting in Calcutta ; it failed as the revolver missed fire.

There was another attempted assassination at the end of 1907 ; Mr. B. C. Allen, I. C. S., who had just handed over charge of the office of District Magistrate of Dacca, was shot on the platform of Goalundo Station, and severely wounded. His assailants got away and were never brought to justice.

1908

Mention has already been made in Chapter V of the attempt to assassinate the Mayor of Chandernagore and of the murder of Mrs. and Miss Kennedy by mistake for Mr. Kingsford in April 1908, as well as of the murder in jail of Norendra Nath Gossain,

-the approver in the Maniktolla Conspiracy case in August. The next murder connected with the same case was that of Sub-Inspector Nando Lal Banerji, who was in Calcutta in November for his part in the arrest of Profulla Chaki, one of the Muzaffarpore assasins. In the same month Sukumar Chakravarti was murdered near Dacca in circumstances which indicated that the Anusilan Samiti had made away with him for their own protection.

1909

In February, 1909 ancther murder was committed in connection with the Maniktolla case ; Ashutosh Biswas, the Public Prosecutor was shot dead in the compound of the Alipore Police Court as he was starting off home after the day's proreedings were over. In June a young Bengali named Preo Nath Chatterji was shot dead at his home in Faridpur district by mistake for his brother Gobesh who had given information to the police.

1910

In January, 1910, while the Maniktolla case being heard, Khan Bahadur Shamsul Alam, Deputy Superintendent of the Criminal Investigation Department, was shot dead in the verandh of the High Court, Calcutta, evidently on account of the prominent part he had played in the investigation and prosecution of the case. In September of the same year, at Dacca, Inspector Sarat Chandra Ghose of the Criminal Investigation Department was shot by two young Bengalis and wounded in three places, but not killed. He was an important witness in the Dacca Conspiracy case, and the object was to prevent his giving his evidence which hnd not so far been recorded.

1911

In February, 1911 Head Constable Sirish Chandra Chakravarti was shot dead in Calcutta. He was a former member of the Yugantar gang who had given information to the police in 1908 ;

as it proved to be true he was retained as an informer and afterwards enlisted as Head Constable. About a fortnight previously he had received an anonymous letter warning him that he would be shot. In March an attempt was made to assassinate Mr. G. C. Denham of the Criminal Investigation Department by throwing a bomb into a motor car as it entered Dalhousie Square, Calcutta, from Writers' Buildings ; Mr. Denham was starting from Calcutta that day on leave to England, and had been a very prominent figure in the Maniktolla conspiracy and all the later political enquiries. The bomb was thrown into the wrong car and also failed to explode, but the would-be assassin was caught and sentenced to a long term of imprisonment. In the Dacca District an important witness in two political cases was shot dead at Routbhog in April, and the Duffadar of Sonarang, his brother and a police informer were murdered in July. In June Sub-Inspector Rajkumar Roy of the Criminal Investigation Department was shot dead in Mymensingh, and in December the same fate befell Inspector Mon Mohan Ghose in Barisal. The former had taken an activt part in the search of the houses of members of a local Samiti four months before ; the latter was in possession of information regarding a dangerons organiser of political dacoities named Pandit Mokhoda Charan Samadhyaya who had just been arrested at Benares.

1912

In September, 1912, a Head Constable named Rati Lal Roy was shot dead in Dacca. He had been engaged in the enquiry into the Dacca Conspiracy Case from the very start, and on the conclusion of the case the Deputy Inspector-General in charge recorded the remark that his work and his evidence had been of very material assistance in obtaining a conviction.

1913

In 1913 two informers were murdered, one at Comilla in January and the other at Dacca in November, and a bomb was thrown at an informer at Midnapore in December. In September,

Head Constable Haripada Dab was shot dead in Calcutta, and Inspector Bankim Chandra Chaudhuri killed by a bomb at his home in Mymensingh. The Head Constable had recently taken part in a number of house searches in connection with political cases, and the Inspector had been for a long time in Dacca where he assisted in the Dacca Conspiracy case and other political enquiries. In March of this year a Bengali, who was lying in wait outside the bungalow of Mr. Gordon, I. C. S., at Sylhet, was killed by the premature explosion of tne bomb he was carrying.

1914

In January, 1914, Inspector Nripendra Nath Ghose was shot dead in Sova Bazar, Calcutta, by Nirmal Kanta Roy who was pursued and caught. This man was formerly captain of the Manikganj branch of the Anusilan Samiti of Dacca, and at the time of the murder he was connected with the gang known as the Raja Bazar gang. He was tried and eventually acquitted, and the result was hailed by the Amrita Bazar Patrika as "a glorious vindication of the jury system." In June, at Chittagong, a man walking along with an informar was shot by mistake for him, and the following month at Dacca an informer was killed and a constable who tried to arrest the assassin wounded in the head. The man murdered at Dacca was formerly a political supect who had begun to give information to the police in January, 1914 ; he had been sent for to Dacca to help in the investigation of the Chittagong murder, and had just got into touch with his old associates when he was killed. In November, in Musalmanpara Lane, Calcutta, an attempt was made to murder Deputy Superintendent Basanta Kumar Chatterji with a bomb ; a head constable was killed and two police orderlies seriously wounded. The Deputy Superintendent had taken a very prominent part in political cases in which the Dacca gang was concerned, and an attempt had already been made to assassinate him at Dacca in the previous July. Shortly after the explosion a Bengali youth named Nagendra Nath Sen

Gupta was found lying wounded in a neighbouring lane, with a fully loaded webley revolver by his head. He wes removed to hospital, and pieces of wire and other traces of the bomb were extracted from his person. He was acquitted by a Special Bench of the Calcutta High Court ; there was no getting over the fact that he had been wounded by the bomb, but it was held that he might have been an innocent passer-by and that the finding of the revolver had not been satisfactorily explained.

1915

1915 was a bad year. In Calcutta alone three police officers were assassinated and one wounded, and one man who was taken for a spy by a revolutionary gang into whose deliberations he had intruded was shot dead. At Rangpur in February an attempt was made to shoot the Bengali Additional Superintendent of Police, one of his orderlies being killed. Next month in Comilla the head master of the High School, who had taken the side of law and order, was murdered, and in August at Agarpara in the 24-Parganas District, a Bengali who had assisted the police was shot dead at his house. In October the Deputy Superintendent of Police at Mymensingh was killed, along with his son, a child of 3 years of age, and two months later an informer was murdered at Sasadighi in the same district.

1916

In 1916 two police officers were murdered in Calcutta, a Sub-Inspector in January, and Deputy Superintendent Basanta Kumar Chatterji in June. As already mentioned, two previous attempts had been made on the life of the Deputy Superintendent ; on this occasion he was shot dead by a band of young Bengalis armed with Mauser pistols. In January, at Noakhali, a student who was a candidate for employment in the police was shot dead, and in the same month a second informer was murderod at Sasadighi in Mymensingh District. At the end of the month the head master of the Malda District School was stabbed to death, and in June at Dacca two head constables who

were engaged in watching political suspects were shot dead with Mauser pistols.

THEFT OF MAUSER PISTOLS

In 1914 an incident occurred which had very serious consequences. On August 26th Messrs. Rodda and Co. of Calcutta sent one of their employees named Sirish Chandra Mitter to take delivery of a consignment of arms and ammunition from the Customs godown. The boxes were loaded on seven carts, six of which reached Messrs. Rodda's storehouse safely. Sirish Mitter, with the seventh cart, on which were boxes containing 50 Mauser pistols and 46,000 rounds of ammunition, completely disappeared, and information was not given by the owners to the police for three days. Sirish Mitter was already a suspect ; four months before his house had been searched in connection with a plot to murder two Europeans in Calcutta. As usual in such cases the police received no help from the general public in their enquiries ; persons who must have seen what occurred at various places on route pleaded entire ignerance of the matter, and witnesses who had desocribed participants in the crime to the police failed to identify them when they were shown to them before a magistrate. In September 1,040 rounds of the ammunition were discovered in a house in Wellington Street owned by a clerk in the office of the Accountant-General, Bengal, and on October 6th 960 were found in a house in the Marwari quarter of the town. Five days later 21,200 rounds were found at 34, Seo Thakur's Lane, thus accounting for over half the ammunition. The pistols, however, were successfully distributed and used in most of the succeeding outrages.

THE RAJA BAZAR CASE

Towards the end of 1913 a very important discovery was made in Calcutta. From fragment which had been found, or from an examination of the bombs themselves where they had failed to explode, it had been established that the bombs used

in various outrages, though not all exactly the same, showed a great similarity in construction and were in all probability the work of the same gang. The series began with the Dalhousie Square bomb of March, 1911, and included bomb thrown at Midnapore in December, 1912, the bomb thrown later in the same month at the Viceroy in Delhi, a bomb which exploded at Maulvi Bazar in March, 1913, and killed the man who was carrying it, and the Lahore bomb of May, 1913. It became a matter of great moment to find out where these things were being made, and enquiries in Calcutta and at Maulvi Bazar in Sylhet district pointed to a room in 296/1, Upper Circular Road, Calcutta, in the locality known as Raja Bazar. The place was raided in the early hours of the morning of November, 21st, 1913, and four persons were found in the room :—

(1) Amrita Lal Hazra, alias Sasanka Sekhar Roy.

(2) Dinesh Chandra Das Gupta.

(3) Chandra Sekhar Dey.

(4) Sarada Charan Guha.

They were all Eastern Bengal men, three from Dacca and the last from Faridpur. Amrita Lal Hazra turned out to be a person already wellknown to the police as a member of the Anusilan Samiti of Dacca and later of the Yugantar gang of Calcutta, and had been named as taking part in four political dacoities. Chandra Sekhar Dey had been a resident member of the Dacca Anusilan Samiti and had been successfully prosecuted at Dacca under Section 109, Criminal Procedore Code, and sentenced to one year's imprisonment. Sarada Charan Guha had been a member of his local branch of the Anusilan Samiti and had been prosecuted in the Chaupalli dacoity case but acquitted. Papers found in the rooms indicated that two other persons were member's of the same gang, Kalipada Ghose alias Upendra Lal Roy Chaudhuri, and Khagendra Nath Chaudhuri alias Suresh Chandra Chaudhuri, and both were shortly afterwards arrested ; as the latter was acquitted nothing more need be said about him. Kali Pada Ghose at first could not be found, but on December 6th he was cleverly arrested by a Sub-Inspector

of police as he was walking along College Street. When he was caught, he hastily put his hand to his pocket and the Sub-Inspector had him searched at once in the presence of witnesses ; he found in his possession ten copies of a leaflet headed "Liberty", the third issue of an extremely seditious set of "Liberty" leaflets which had recently begun to appear both in the Punjab and in Bengal. For a year prior to his arrest Kalipada had been employed as a compositor at the Lokenath Press, 26, Amherst Row, Calcutta ; the press was searched and it was subsequently conclusively proved in court from a comparison of the type that the "Liberty" leaflets had been printed there. Close association between Kali Pada Ghose and Amrita Lal Hazra was alse proved in the case.

THE PREPARATION OF BOMBS

Among the articles found in the room in Raja Bazar where the four men were arrested was a tin of the kind used for tobacco or eondensed milk, fitted with iron discs and clamps of precisely the pattern used in the bombs which have been mentioned above, another similar tin in a less advanced stage of construction but fitted with three discs, two tins without fittings, and a few spare clamps and discs in process of preparation. There were also a cipher list of 24 names, one of which was Dinesh and another Sasanka, a second cipher list of names and addresses, a cipher note-book, a revolutionary leaflet in Bengali and a certain amount of correspondence. The tin first mentioned was proved in court to be intended for a bomb. In filling bombs of this kind with picric acid it is necessary to take the precaution of protecting the metal in order to obviate the risk of forming an unstable explosive compound, and a tin of black lacquer suitable for this purpose was alse found in the room. It was solemunly argued for the defence that it was used for painting bicycles ; no doubt it could be, but this did not affect the point that it could also be used for coating the inside of the bomb.

RESULT OF THE TRIAL

In the end the four persons found in the room were convicted under the Explosive Substances Act in June, 1914 ; Amrita lal Hazra was sentenced to 15 years' transportation and the others to 10 years. Concurrent sentences of 10 years' transportation under section 120B, Indian Penal Code, were also passed on all four, with a similar sentence under the same section in the case of Kalipada Ghose. The accused appealed, and at the same time the Government of Bengal moved the High Court against the acquittal of Khagendra Nath Chadhuri and for an enhancement of the sentences passed : the High Court, however, took a different view of the case and upheld only the conviction of Amrita Lal Hazra. This was unfortunate, but the discoveries made in this enquiry led to important results in the elucidation of the Delhi and Lahore bomb cases.

J. C. Ker : Political Trouble in India (1907-1917) pp 290-303. This secret publication was based on the information collected by the Criminal Intelligence Deptt.. Simla.

RASH BEHARI BOSE* *

When Har Dayal left India in August, 1908, he handed over the leadership of this band of disaffected youths to Amir Chand,** and the next important episode is the appearance on the scene two years later in Lahore of Rash Behari Bose. This man is a Bengali, a native of French Chandernagore, and a relative of a well-known leader of the Chandernagore revolutionary gang named Sirish Ghose. Rash Behari, however, was not at this time under any suspicion ; he was employed as a clerk in the Imperial Forest Institute at Dehra Dun, where he bore an exemplary character. On his visit to Lahore in 1910 he found the remnants of Har Dayal's party ready to his hand, and after making arrangements to correspond with some of them returned to Dehra Dun.

BASANTA KUMAR BISWAS

In November, 1911, Rash Beheri Bose, who had been away on leave, returned to Dehra Dun with a young Bengali of about 21 years of age named Basanta Kumar Biswas, son of Moti Lal Biswas of the Nadia District ; Basanta was employed as his servant, and used to cook for him. Rash Behari is a Kayasth by caste, and Basanta belonged to the caste named Mahisya which is much lower in the social scale. As it is impossible for a Kayasth to eat food cooked by a Mahisya—he would be outcasted if he were seen doing so—Rash Behari informed his friend that the youth was a Kayasth ; and as the name Biswas would itself have suggested that his servant was probably of an inferior caste he called him Hari Das Ghose and let it be understood that he was a relative. The two, in fact, lived on much more intimate terms than master and servant, and for the best part of a year Rash Behari was coaching Basanta in the doctrine that assassination was no crime but was in accordance with his religious duty as a Hindu.

THE THROWING OF THE DELHI BOMB

Basanta, thus prepared for the work he was to do, was taken to Lahore by Rash Behari Bose in October, 1912, and employment was found for him, through other members of the conspiracy, in a chemist's shop known as the Popular Dispensary. Rash Behari left him there and went back to duty at Dehra Dun, and on December 22nd they met again at Delhi, evidently by arrangement. Among Rash Behari's acquaintances in Dehra Dun was a coach-builder and furniture dealer named Narain Das, who used to supply furniture to the Forest Institute of which Rash Behari was now Head Clerk. He had taken a house in Delhi in a lane off Hamilton Road, in October, 1912, and according to his own account he met Rash Behari accidentally in Delhi a day or two before the State Entry. The latter claimed his hospitality, and also brought to the house a young man whom Narain Das did not know before, but who was

described by Rash Behari as a friend of his from Lahore; Narain Das afterwards picked Basanta Kumar Biswas out of 17 persons as the youug man in question. At day-break on December 23rd Rash Behari and his young friend left the house and proceeded to the Chadni Chowk; Basanta was dressed like a Delhi youth, wearing a round cap and not bareheaded as Bengalis usually are, and he threw the bomb when the procession came along, Rash Behari being close beside him at the time. Both of them remained in Delhi for a day or two, after which Rash Behari returned to Dehra Dun, and there, in his capacity as a respectable and law-abiding citizen, attended a meeting of condolence with His Excellency the Viceroy, and himself proposed the name of the Bengali gentleman who presided.

ARRANGEMENTS FOR THE LAHORE BOMB

Basanta Kumar Biswas went back to Lahore, where he continued to associate with the revolutionary party, principally with Abad Behari, the young friend of Amir Chand of Delhi, who was in Lahore at the time. At the instigation of Rash Behari Bose, who wrote to them advising that more "big work", the expression used for bomb-throwing, should be done in the Punjab, they decided to throw a bomb amongst the Europeans in the club at Montgomery Hall, and fixed on a Saturday evening as that was the time when the club was most crowded. Accordingly on the 16th of May, 1913, Abad Behari handed over to Basanta the bomb he had procured, with instruction to meet him in the Lawrence Gardens next evening between 7 and 8 when he would fix it together. They met as arranged, and Abad Behari fixed the detonator, which he had retained, to the bomb brought by Basanta, and handed the completed article to the latter. Basanta tried to approach the hall, but being unable to do so because of a sentry who was posted there he deposited it on the road in the hope that some European member of the club might walk or drive over it.

THE DELHI CONSPIRACY CASE

As the result of enquiries in this case Basanta Kumar Biswas and ten others were committed for trial to the Sessions Court of Delhi on a charge of conspiracy to commit murder, in pursuance of which a murder, namely the murder of the chaprassi Ram Padarath, was committed. In October 1914, five persons were acquitted ; Abad Behari, Amir Chand, and another member of the conspiracy named Balmokand, were sentenced to death, and Basanta and two others to transportation for life. The six men who were convicted, appealed and at the same time the Government of the Punjab appealed against the acquittal of one Charan Das, and made an application in revision for the enhancement of the sentence passed on Basanta. In February, 1915, the Chief Court of the Punjab dismissed the appeals of Abad Behari, Amir Chand and Balmokand, reduced the sentences on two conspirators of minor importance to seven years each, reversed the acquittal of Charan Das and sentenced him to transportation for life, and sentenced Basanta Kumar Biswas to death. In May, 1915, Amir Chand, Abad Behari and Balmokand were hanged at Delhi, and Basanta Kumar Biswas at Ambala. Basanta had learnt well the lessons inculcated by Rash Behari Bose and remained firm to the end, refusing to admit his part in either the Delhi or the Lahore outrage.

RASH BEHARI BOSE

When the case against Rash Behari Bose became clear an attempt was made to secure his presence at the enquiry and his official superior sent him orders to return from leave and rejoin his appointment in Dehra Dun. Rash Behari indicated his appreciation of the situation, and his contempt for the method employed, by replying in a telegram that he would rejoin on the 1st of April, and, of course, never appeared. He succeeded in escaping to Japan where he was found to be using the name P. N. Thakur. In Tokyo in the early Autumn of 1915 he was much in company of Heramba Lal Gupta who took a prominent

part in the German-Indian plot in America and had been sent on to Japan to supervise the work there. In September, 1915, Rash Behari was in Shanghai and attended an important meeting arranged by the German agent Nielsen at which plans for a rising in India were discussed. The name he adopted here was William Dull, and he was expected to go on under that alias to Bangkok where arrangements were made for his arrest, but being anything but dull he evidently realised the danger and returned to Japan.

* Political Trouble in India (1907-1917) pp. 329 to 332.

** "A well known figure in Political agitation in Delhi. He had been for years a master in St. Stephen's Mission School...His house was called Prem Dham. or Abode of Love. but his affection did not extend to Europeans...for in house were found an essay in his own hand writing advocating their assassination and a manual explaining how this could be effected on large scale by means of poison. (Political Trouble in India, p. 327). He was arrested in Feb. 1914.

THE ATTEMPTED RISING IN FEBRUARY, 1915*

Their failure in November, 1914, to induce the men of the 23rd Cavalry to mutiny did not dishearten the conspirators of Lahore, and they continued to keep in touch with disaffected elements in the regiment by sending emissaries to Mian Mir and holding secret meetings in the lines, at the rifle range, and at other places. They obtained many promises of help, and in the end decided to have a general rising on the 21st February, 1915, but suspecting that their plans were discovered they altered the date at the last moment to the 19th. The arrangement was that two supporting gangs of returned emigrants from Lahore and Amritsar should approach the lines in the evening, join the mutineers of the regiment and seize the magazine; when all were armed they were to make an attack on the artillery and commence a massacre of European officers and afterwards of Europeans in general. The rising in Lahore was of great

importance as it was to be the signal for a similar rising in other places. The scheme was discovered in time ; at 7 o'clock the same evening the whole regiment except recruits, was ordered to fall in, and it was kept on duty till midnight. The supporting gangs dispersed, on hearing that the authorities had got wind of the projected rising, and the whole plot failed. A very similar attempt was made at Ferozepore, where the returned emigrants hoped to attack the arsenal, on the same day as the rising in Lahore, with the help of mutinous sepoys of the 26th Punjab. It was proved that a large body of men did go to Ferozepore that day, and that attempts had been made for some time to secure the co operation of sepoys of the regiment, but information obtained by the military authorities enabled them to checkmate this movement also before it got too far.

COLLAPSE OF THE CONSPIRACY

The failure of the Lahore rising of the 19th February led to the collapse of the main conspiracy ; it was chiefly due to the fact that the police were able to introduce into the inner circle of the revolutionaries a spy named Kirpal Singh, a cousin of a trooper of the 23rd Cavalry named Balwant Singh, who had recently returned from America and was known to be in touch with other returned emigrants. On the 15th February, 1915, Kirpal Singh was in Lahore and visited the headquarters of the movement in a house near the Mochi Gate where he found over a dozen of the leaders collected, including Pingley and Rash Behari Bose. He telegraphed to the police officer with whom he was in touch to come to Lahore and arrest them, but his telegram was delayed in transmission, and the police did not arrive till the next morning, when he was able to tell them that the rising was fixed for the 21st. On the 16th, the revolutionaries sent Kirpal Singh off on a mission to Dadhir, and afterwards, becoming suspicious of him, they hastily antedated the rising to the 19th. That morning Kirpal Singh returned to Lahore and visited the Mochi Gate house where he learned that the rising was now fixed for the same evening. He managed to convey this information to the police, and was told to return to the house and signal when a raid should be made. In the afternoon he discovered that he was suspected, and thinking, probably correctly, that his murder was imminent, he obtained permission on a simple pretext to go on to the roof of the house, and gave the signal for the raid at about 4-30 p. m. The house was at once rushed by the police ; seven men were captured on the premises, and the seizure of their headquarters ruined the plans of the conspirators.*

* Political Trouble in India. pp. 337-338.